প্রেমাশ্রু-ধারা

ভক্তি গীতিকা

ভক্ত কবি

শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি

প্রেমাশ্রু-ধারা

ভক্তি-গীতিকা

প্রথম সংস্করণ—১৪০০ সাল

ভক্ত কবি—

শ্রীকিশোররায় গোস্বামী

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩ বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন
পাইকপাড়া
কলিকাতা—২
পিন—৭০০০০২

সম্পাদক :
শ্রীগৌররায় গোস্বামী

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীগৌররায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীনমায়াপুর
শ্রীধাম-নবদ্বীপ
নদীয়া।

মুদ্রণে :
সীতানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
নবদ্বীপ, নদীয়া।

আনুকূল্য—১৬ টাকা

॥ শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি ॥

উৎসর্গপত্র

যাঁহার প্রেরণা ও কৃপায় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে,
সেই আমার অবিভাবক ও নিত্য আরাধ্য দেবতা
শ্রীশ্রীগৌররায় হরির
শ্রীপাদপদ্মে
এই গ্রন্থ নিবেদনপূর্বক
সেই প্রসাদী নির্মাল্য
মদীয় পরম গুরুদেব ও পিতামহ
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মগত
শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভুপাদ
নিত্যধামগত—নাম-বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী
প্রভুপাদ, অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত
নিত্যধামগত—শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী প্রভুপাদ এবং
নিত্যধামগত—মদীয় পিতৃদেব শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামীপ্রভু ও
নিত্যধামগত—মাতৃদেবী শ্রীমতী সুকৃতি দেবীর
পূণ্যস্মৃতিকল্পে
উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীকিশোররায় গোস্বামী

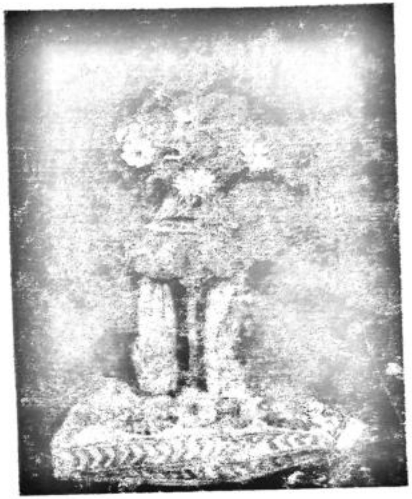

শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তনে
শ্রীল ঠাকুর কানাই প্রভুর
শ্রীহস্তের খুন্তি

জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি ॥

পরিচিতি

"চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে বিশিষ্টতারকাত্রয়।"

১) শ্রীসদাশিব - তাঁহার পুত্র (২) শ্রীপুরুষোত্তম— তাঁহার তনয় ৩। শ্রীশ্রীঠাকুর কানাই। কবি শ্রীশ্রীঠাকুর কানাইয়ের বংশোদ্ভব। ভাজমঘাট গ্রামের (নদীয়া) গোস্বামী বংশের উজ্জল জ্যোতিস্ক নাম-বিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় কবির জ্যেষ্ঠতাত, ইঁহাকে অশেষ-বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। স্বধামগত শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামী প্রভুর ইনি কনিষ্ঠ পুত্র।

কবি ব্রহ্মচারী হইয়াও সংসারী—

শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ ; শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দজীউ ও শ্রীশ্রীকিশোর গোপাল জীউর সংসারে কায়মনোবাক্যে নিত্য-নৈমিত্তিক সর্বপ্রকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ, মধুরভাষী 'সদালাপী, অতিথি বৎসল, অভ্যাগত জনগণের যথাযোগ্য মর্যাদাপ্রদানকারী। অষ্ট কালীন লীলার স্মরণের সহিত অতি প্রত্যুষে এবং সপরিকর সন্ধ্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিহ্বল হইয়া শ্রীনাম গানে মত্ত থাকেন। শ্রোতার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের গ্রন্থ অনুশীলন এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।

কবি ইতিঃ পূর্বে কমপক্ষে তিনখানি কবিতা গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশ করিয়াছেন। ইদানীং "প্রেমাশ্রু-ধারা" প্রকাশিত হইতেছেন। গঙ্গাজল ছড়াইয়া এবং শঙ্খধ্বনি করিয়া স্বাগত জানাই।

সুখ ও দুঃখরূপ মেঘরাশি হৃদয়াকাশে উত্তপ্ত হইয়া দরবিগলিত হইয়া নয়নদ্বারে প্রস্রবন সৃষ্টি করে। ইহাই অশ্রু এবং প্রাকৃত ঘটনা। কিন্তু প্রেম বিভাবিত ভাবের মধুর মূর্ছনা, অনুভূতির দ্বারে দেহ ও মনে মৃদু ঝঙ্কারও শিহরন সৃষ্টি করিয়া পুলক সঞ্চার সৃষ্টি করিয়া পশ্চাতে আনন্দাম্বুধি বহন করিয়া নয়ন উচ্ছলিয়া নির্গত হয়—যাহা উত্তাল হইলে দেহমন ভাসাইয়াদেয় তাহাই প্রেমাশ্রু—যাহা কেবলমাত্র ভক্তি রাজ্যের সম্পদ, অর্থ ৎ অপ্রাকৃত অপার্থিব বস্তু। "প্রেমাশ্রু ধারা" এই বার্তাই বহন করিয়া আনিয়াছে। বিদগ্ধজনের পরম আদরণীয় হইবে, এই স্থির বিশ্বাস আছে।

বৈষ্ণব কৃপালবপ্রার্থী
শ্রীমনীন্দ্রকুমার সিংহ।

কলিকাতা
২৮ মাঘ, ১৪০০

জয় শ্রীশ্রীগৌররায়হরি

সম্পাদকীয় নিবেদন

আমাদের গৃহদেবতা ও অভিভাবক শ্রীশ্রীগৌররায়হরির অপার কৃপায় — 'প্রেমাশ্রু-ধারা' নামে এই ভক্তি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা অবশেষে সম্ভব হইল। বর্তমানের বিশ্ব ধর্মবিমুখ ও অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ প্রমত্ত। এই মরীচিকা সন্তপ্ত সংসার মরুর ভীষণ দাবদাহের মধ্যে, ভক্তিরস সিঞ্চিত স্নিগ্ধ মরূদ্যানের অবস্থিতি দুষ্প্রাপ্য ও বিরল হইলেও শূন্য নয়। যেখানে পিপাসার্ত মৃতপ্রায় জীবনপথের পথিক সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাই দেহদৈহিক সম্বন্ধীয় বিষয় রস প্রাচুর্যের মধ্যে স্নিগ্ধ ভক্তিরসের মাধুর্য্য, দুর্লভ হইলেও ভক্তিরস পিপাসুজনের অনুসন্ধিৎসু চোখে কচিৎ কখনও ধরতে পারে—আলোচ্য গ্রন্থটি ভক্তিরস ক্ষেত্রে তেমনি এক সাম্প্রতিকতম সংযোজন।

কবিতা হইল ভাষার মধ্য দিয়া মানবমনের সহজ সরল স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের প্রকাশ—সুন্দরের পূজাই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এক ভক্তহৃদয়ের স্মরণে মননে স্ফুরিত জীবন সত্যের উপলব্ধি। উপাস্যচরণে আত্মনিবেদন, প্রাণ-প্রিয়তমের প্রতি অনুরাগ ও প্রার্থনার কথাই বিধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

জাগতিক সকল দার্শনিক চিন্তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল— সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয় তত্ত্ব। সেই উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক বিষয়ের কথাই বর্তমান সংকলনে দেখা যাইবে। এবিষয়ে সংক্ষেপ বক্তব্য নিম্নরূপ।

বস্তু সমুদয় স্বরূপতঃ দ্বিবিধ। চিদ্ বা আত্মবস্তু সকল সচ্চিদানন্দময়। আর অচিদ্ জড়, বা অনাত্ম বস্তু সকল—অনিত্য অচেতন ও নিরানন্দময়। শ্রুতি বলেন,—

'যদ্ বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্॥ —(ছান্দো, ৭/২৩ ২৪) অর্থ— অল্পে সুখ নাই, 'ভূমাই সুখ।' ভূমা কি? তাহাই বলিতেছেন যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, - তাহাই 'ভূমা'। আর যেখানে অন্য দেখিবার

আছে, অন্য শুনিবার আছে, অন্য জানিবার আছে, তাহাই 'অল্প'। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, আর অল্প যাহা তাহাই চিরতপ্ত সংসার মরীচিকা।

এই বিশ্ব প্রপঞ্চ চিদ্‌জড়াত্মক। জীবের ক্ষেত্রেও পাঞ্চভৌতিক জড় দেহ পিণ্ড ও তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত চেতনধর্মী চিৎকণ জীবাত্মার সম্মিলিত অস্তিত্বকে বুঝায়।

একই তুবড়ির উৎস মুখ হইতে অগ্নি, স্ফুলিঙ্গ ও ধূমের ত্রিবিধ প্রকাশের মত - অবিচিন্ত্য শক্তি শ্রীভগবানে অন্তরঙ্গা বা নিজ স্বরূপগত শক্তি (বিভু-সচ্চিদানন্দময়) তটস্থা বা জীব শক্তি (অণুসচ্চিদানন্দময়) এবং বহিরঙ্গা মায়া শক্তির (জড়শক্তি) স্বতঃ প্রকাশ নিয়তই বর্তমান।

তটরেখা যেমন জল ও স্থলের মধ্যবর্তী কাল্পনিক রেখা মাত্র। স্বঅস্তিত্বে বর্তমান নহে, তেমনি অনন্ত জীবও তাহার স্বভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে অবস্থান করিতে না পারায়, তাহাকে হয় স্বরূপশক্তির সহিত, কিংবা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত – এই উভয়ের কোন একপক্ষে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিতি করিতে হয়। তাদাত্ম্য অর্থে – তদ্ধর্মী।

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক,নিত্যমুক্ত এক নিত্য সংসার"—[চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০]

জীবের জড় তাদাত্ম্যের নামই মায়াগ্রস্ততা। 'আত্মা' আমির অনুপলব্ধিতে দেহ আমি জ্ঞানেই যার পরিণাম। এই জড় তাদাত্ম্য হইতে উত্তরণের নামই 'মুক্তি'। তদুপরি স্বরূপশক্তির ধামে তদাত্মভাবে অবস্থিতিই জীবের সাধ্যসীমা – আর সেই প্রকরণ প্রচেষ্টার নামই – সাধনা। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১৪/৫, ২০) শ্লোক দ্রষ্টব্য। স্বরূপতঃ নিত্য অমৃতময় জীবাত্মার সংসার বদ্ধতা ও স্বরূপভাব প্রাপ্তির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভক্তির সরল অর্থ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা। সুখ বা আনন্দই ভালবাসা— ইহাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সুখ ও ভালবাসা বা আনন্দ ও প্রিয়তা উভয়ে নিত্যযুক্ত। সুখের নিমিত্তই সুখের সাধন বা বিষয় সকল প্রিয় হয়। সুখও সুখের বিষয় কিন্তু ভিন্ন পদার্থ। 'গাভীদুগ্ধ' বলিতে গাভী দুগ্ধ এরূপ অর্থ হয় না। গাভীর দুগ্ধই বুঝায়। তেমনি সুখের বিষয় হইতে যাহা যাহা পাওয়া যায়

তাহাকে সুখ বা আনন্দ, আর সুখ বা আনন্দ যাহাতে অবস্থিত তাহাকেই সুখের বিষয় বলে।

সুখের প্রকৃষ্ট স্বরূপ আমাদের জানা না থাকায়, আমরা সুখের বিষয় বা সাধনাকেই সুখ বলিয়া মনে করি, সুতরাং তাহাদের প্রিয়ও বলি। কিন্তু ঐবিষয়গুলি আপাততঃ সুখকর ও প্রিয়কর, মনে হইতে পারে, কিন্তু উহা সুখ বা প্রিয় নহে। যাহা কেবল সুখ পদার্থ তাহাই জীবের প্রিয় একমাত্র তাহাতেই জীবের ভালবাসা।

আত্মবস্তু চিন্ময় তাই আনন্দময়। যাহা আনন্দময় তাহাই চিন্ময় বা আত্মবস্তু। যাহা চৈতন্য, তাহাই আনন্দ ও সেখানেই প্রিয়তা এই তিনে নিত্য ও নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

জ্ঞান যেমন নিজ বৃত্তি বিশেষ দ্বারা নিজেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হয়। তেমনি আনন্দও নিজ বৃত্তি বিশেষ দ্বারা নিজেই আনন্দের বিষয় বা আনন্দনীয় হইয়া নিজ আনন্দে নিজেও আনন্দিত হয়েন। ভক্তি বা ভালবাসা আনন্দের বৃত্তি বিশেষ। যথা,—

হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি। (সিদ্ধান্ত রত্ন ১/৪৩) অর্থ—শ্রীভগবান আনন্দ স্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা নিজে আনন্দিত হন এবং ভক্তগণকে আনন্দিত করেন। তাঁহার সেই স্বরূপগত শক্তি বিশেষকে হ্লাদিনী বলে।

অনাদিরও আদি সর্বকারণেরও কারণ স্বরূপ, সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান হইলেন আত্মবস্তুর পরমভাব বা পরমাত্মবস্তু। তিনিই নিখিল আনন্দেরও পরম কারণ স্বরূপ ও পরম আশ্রয় স্বরূপ। আবার আত্মবস্তু প্রিয় বলিয়া তিনিই হইতেছেন স্বরূপতঃ সকলেরই প্রিয়তম।

জীব ঈশ্বর শক্তির অংশ শক্তিমান ও শক্তিতে আশ্রয় আশ্রিত, সেব্য সেবক, কান্ত ও কান্তা সম্বন্ধ। শ্রীভগবান শক্তিমৎ বস্তু, সুতরাং তদীয় সর্ব্বশক্তি বা কান্তাগণের পরমাশ্রয় বা পতি স্বরূপ তিনি। চিৎকণ জীবও আনন্দকণ বলিয়া আত্মানন্দকেই ভালবাসে, কারণ অংশী পরমেশ্বরের ধর্ম, অংশ জীবেও অণুপরিমানে ব্যক্ত রহিয়াছে।

বিচার করিলে বোঝা যায় – জড়ীয় বিষয় সুখের, সুখ, ধর্ম, জড়ের কোন নিজস্ব ধর্ম নহে – একমাত্র আত্মবস্তুই যুগপৎ সুখ ও সুখকর। প্রিয় ও প্রীতিকর। জীব আত্মবস্তু তাই জীবাত্মা সুখময়। জীবাত্মার সুখ ধর্মের এতই প্রভাব যে যদি কোন অনাত্ম বা জড় বস্তুতে আত্ম সমন্ধযুক্ত' বা ভাবের আরোপ হয়, তথাপি সেই সুখ হীন অনাত্ম বিষয়ে আত্মার আভাসে পতিত হওয়ায়, তাহাকেও সুখকর ও প্রীতিকর বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া থাকে।

আত্ম-সম্বন্ধ যুক্ত বা আত্মভাবের আরোপ না হওয়া পর্যন্ত কোনও অনাত্ম বিষয় সুখকর ও প্রীতিকর হয় না। কস্তুরীর গন্ধে আমোদিত হইয়া, তাহার উৎস সন্ধানে কস্তুরী মৃগ যেমন বৃক্ষলতা সকল আঘ্রাণ পূর্বক বন হইতে বনান্তরে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ভ্রমণ করে। সে বুঝিতে পারেনা, উহা তাহার অন্তরে সঞ্চারিত মৃগমদেরই সুবাস বৃক্ষলতাদির গুণ নহে ; তেমনি সুখময় আত্মবস্তুর সুখ ও প্রীতি-সৌরভের সম্বন্ধাভাসে দেহ, গেহ, স্ত্রীপুত্রাদি অনাত্মবস্তুও সুখকর ও প্রীতিকর হইয়া উঠে– উহা যে অনাত্মবস্তুর নিজ ধর্ম নহে, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মারই স্বভাব– সে কথা মায়াগ্রস্ত স্বরূপভ্রান্ত জীব বুঝিতে পারে না। সুতরাং কাহারও প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না, কেবল আত্মবস্তুই প্রিয় বলিয়া আত্মার প্রীতি সাধনের জন্যই সমস্ত প্রিয় হইয়া থাকে।

অনন্যাপেক্ষিরূপ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অতএব তিনিই পরমাত্মবস্তুর পরমাবস্থা। সকল প্রিয়তা, সকল ভালবাসার মূল উৎস সর্বকারণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই।—''তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা–"(বৃহদারণ্যকউ ১।৪।৮) অর্থাৎ এই পরমাত্মা সকল বস্তু হইতে অন্তরতর, অতএব ইনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর এবং অপর সকল বস্তু হইতেও প্রিয়তর। অতএব তিনিই প্রিয়তম।

ভক্তির আলোকে, ভক্তের অনাবিল ও অভ্রান্ত দৃষ্টির সমক্ষে সকল বিষয়েরই পূর্ণ স্বরূপ জাগিয়া উঠে, এইহেতু তাঁহারাই সম্যক বুঝিতে পারেন যে কার্যস্থানীয় জীবাত্মার স্বতন্ত্র সুখ সাধন প্রয়াস অপেক্ষা তৎকারণ স্থানীয় শ্রীভগবানের সেবাদ্বারা, ভগবৎ প্রীতির গৌণ ফলেই যখন তাহা সুসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন ভগবৎ প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি

বাঞ্ছার কোনও আবশ্যকতা বোধ ভক্তের শুদ্ধচিতে জাগে না।

অতএব ভক্তগণ সংসারে অত্যন্ত আসক্ত কিংবা বিরক্ত না হইয়া অনন্ত মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই এই বিশ্ব সংসারকেও মধুর ও সুন্দর দেখিয়া, প্রতি অণুপরমাণুকে পর্যন্ত প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে চাহেন – ইহারই নাম বিশ্ব-জনীন প্রেম।

লতিকার বিটপী আশ্রয়ের ন্যায় কোন উৎকৃষ্টতর আশ্রয়কে অবলম্বন করাই জীবাত্মার স্বভাবিকী বৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু অভিসারিণী বাঞ্ছা-লতিকার নাম 'ভক্তি' বা ভাগবতী বৃত্তি।' তরু ও লতার মধ্যে আশ্রয় আশ্রিত ভাবের সম প্রয়োজনীয়তা বোধই দৃষ্ট হয়। জীব ও শ্রীভগবানের মধ্যেও তেমনি পরস্পর যে ব্যাকুলতাভরা মধুর সম্মিলন– ইহারই নাম 'মহামিলন'।

মধুই যেমন ভ্রমরের উপজীব্য তেমনি ভক্তের হৃদয় কমলভরা প্রেম মধুই জগজ্জীবন শ্রীভগবানের জীবনোপায়। শ্রীভগবান অসীম বলিয়া তাঁহার প্রেম পিপাসাও অনন্ত। তাই অনন্ত জীব-হৃদয়-কমলে প্রেম মকরন্দের সঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অনন্ত ব্যাকুলতার বিরাম নাই।

জীব ভক্তিভাবে অকৈতব কৃষ্ণসেবা লালসায় উষার শিশির সিক্ত কমলের ন্যায়– প্রেমাশ্রুপূর্ণিত নয়নে প্রেমের অর্ঘ লইয়া তদীয় রাতুল চরণোপরি নমিত মস্তকে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই শ্রীভগবান সাগ্রহে-সানন্দে সেই জীবকে আত্মসাৎ পুর্বক আত্মবরণ করেন।

কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই যে, ভক্ত ও ভগবানের মিলন সম্ভব হয় শ্রুতি তাঁহা উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা,—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি – প্রীতিসন্দর্ভ ধৃত ৬৫) মাঠর শ্রুতি। অর্থাৎ ভক্তি ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন, শ্রীভগবান ভক্তির বশ ; ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

[প্রবন্ধের অধিকাংশই পূজ্যপাদ শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুবর কৃত 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।]

বর্তমান গ্রন্থে এই সকল বিষয় ও ভাবেরই দ্যোতক কবিতাগুলি

পরিবেশিত হইয়াছে। ভক্ত পাঠক ইহা পাঠে আনন্দ লাভ করিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ভরসা এই যে—"প্রসাদগুণ শূন্য হইয়াও যে রচনার প্রতি শ্লোকে ভগবান অনন্তের যশোদীপ্ত শ্রীনাম সকল বিরাজিত সেই বাক্য জনগণের পাপরাশির অপসারক, সেই বাক্যই সাধুগণের অনুক্ষণ গ্রহণীয় শ্রবণীয় ও কীর্তনীয় হয়েন— পরম আস্বাদনীয় রূপে॥ পরিশেষে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কথা,—

১) এই গ্রন্থ প্রকাশনার প্রুফ সংশোধনাদি ও অন্যান্য যাবতীয় তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিয়াছেন নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী। তিনি একটি আশীর্বাদপত্র দিয়াও আমাদের বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

২) এই গ্রন্থ মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন – সুদূর আমেরিকা প্রবাসী ভক্ত ভ্রাতৃযুগল শ্রীমান প্রশান্ত রায়, বি. এম,ই (যাদবপুর) এম এস যুক্তরাষ্ট্র) ও শ্রীমান কল্যাণ রায় 'এম টেক (কলিকাতা) পি, এইচ, ডি (যুক্তরাষ্ট্র)।

৩) আমাদের পরম শুভানুধ্যায়ী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সিংহ প্রদত্ত শুভেচ্ছা পত্রটি গ্রন্থের সৌকার্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

৪) শিল্পী শ্রীযুক্ত অশোক চৌধুরী চিত্রপটের ব্লক ইত্যাদি প্রস্তুতিতে বিশেষ সহয়তা করিয়াছেন। রথাগ্রে ভাবোন্মত্ত নৃত্যরত শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আলেখ্যটি অঙ্কন করিয়াছেন– পরম ভক্তিমান শ্রীমান মধুসূদন দাস, এমটেক (কলিকাতা)।

৫) আমাদের প্রতিটি ভক্তি প্রকাশনী কার্যে অপরাপর যাঁহাদের অনাবিল প্রীতি শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সর্বদাই যুক্ত থাকে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ গুহ মহাশয় বি ই, সি-ই (পঃ বঙ্গ সরকারের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বাস্তকার), শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর দে, শ্রীশঙ্করলাল গাঙ্গুলী (এম কম এল এল বি, কষ্টিং ও চাটার্ট সেক্রেটারী), ডঃ শক্তিপদ ঘোষাল, ডি, ফিল (যাদবপুর) ও শ্রীমান অশোক রায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীশ্রীগৌররায় জীউ চরণে ইঁহাদের সকলের পারমার্থিক মঙ্গল ও সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনান্তে সর্ববৈষ্ণব চরণে সকাতর প্রার্থনা এই যে নিরপরাধে শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে যাহাতে নিযুক্ত থাকিতে পারি এই ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাঁহারা যেন সেই কৃপা বিস্তার করেন।

শ্রীচৈতন্যাব্দ - ৫০৮/১৪০০ সাল
১৩ই চৈত্র, দোলপূর্ণিমা
শ্রীধাম নবদ্বীপ

ইতি
বৈষ্ণব কৃপালব প্রার্থী বিনীত
সম্পাদক

কবিতা সূচী

	কবিতা	পৃষ্ঠা		কবিতা	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীগুরুগীত	১	২৭।	শ্রেষ্ঠ তিথি	৩৬
২।	ঐ	২	২৮।	নদীয়া লীলা	৩৭
৩।	ঐ	২	২৯।	শ্রীঅদ্বৈত মহিমা	৩৯
৪।	শ্রীগুরু বন্দনা	৪	৩০।	শ্রীঅদ্বৈত চরণে মিনতি	৪০
৫।	এই মিনতি	৫	৩১।	দয়াল নিতাই মোর করুণা নিধান	৪১
৬।	তপ্ত চোখের জল	৭	৩২।	গম্ভীরায় মহাপ্রভু	৪২
৭।	শ্রীশ্রীগুরুদেবের অদর্শনে	৮	৩৩।	ভাবের নাটুয়া	৪৪
৮।	ব্যর্থ বাসনা	৯	৩৪।	বিরহ বেদনা	৪৬
৯।	গুরু বিচ্ছেদ বেদনা	১০	৩৫।	শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমদান	৪৮
১০।	চির সাথী	১২	৩৬।	শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব	৪৯
১১।	দাসের নিবেদন	১৩	৩৭।	শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার	৫১
১২।	ভজন লব্ধ ধন	১৪	৩৮।	এসেছিল ভগবান্	৫৩
১৩।	করুণা অসীম	১৫	৩৯।	ব্যাথার ব্যাথী	৫৪
১৪।	বাজাও মুরলী বাজাও	১৬	৪০।	ভজ মন চৈতন্য চরণ	৫৫
১৫।	আক্ষেপ	১৭	৪১।	যাচ্ঞা	৫৮
১৬।	শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা	১৮	৪২।	মনঃশিক্ষা	৫৯
১৭।	শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা	১৯	৪৩।	,,	৬০
১৯।	শ্রীঅদ্বৈত বন্দনা	২০	৪৪।	,,	৬১
১৯।	শ্রীগদাধর বন্দনা	২১	৪৫।	রাগভক্তি দীপিকা	৬২
২০।	শ্রীশ্রীবাস বন্দনা	২৪	৪৬।	আক্ষেপ (খ)	৬৯
২০।	শ্রীনীলাচল হ'তে আগমন	২৭	৪৭।	সেবকের নিবেদন	৭১
২১।	নাম-নামী-মহিমা	২৮	৪৮।	ত্রিতাপ উদ্বেগ	৭২
২২।	শ্রীনিতাই চাঁদের প্রেমদান	৩১	৪৯।	অকৃতজ্ঞ	৭৩
২৩।	ভাবনিধি গৌরহরি	৩২	৫০।	অভিমান	৭৫
২৪।	নাচেরে আমার গৌরনিতাই		৫১।	দুঃখ বাণী	৭৬
২৫।	করুণাবতার	৩৩	৫২।	কৃপা বেশী কার	৭৬
২৬।	শ্রীশ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর বন্দনা	৩৪			

কবিতা সূচী

কবিতা	পৃষ্ঠা	কবিতা	পৃষ্ঠা
৫৩। অন্তরের বাণী	৭৭	৮০। লও ক্ষমা করে	১০৪
৫৪। ডাক	৭৮	৮১। খেদ	১০৫
৫৫। গোলোকের গুপ্ত ধন	৭৯	৮২। কোরনা ঘৃণা	১০৬
৫৬। জড়ের ধর্ম	৮০	৮৩। জীবন তরণী	১০৭
৫৭। শ্রীকৃষ্ণ লীলা	৮১	৮৪। শরণাগতি	১০৯
৫৮। আর্তিহারী	৮৩	৮৫। প্রিয় বিরহ	১১১
৫৯। প্রীতির ব্যথা	৮৪	৮৬। কি হবে উপায়	১১১
৬০। বৃথায় জীবন	৮৫	৮৭। রূপ মাধুরী	১১২
৬১। আত্ম নিবেদন	৮৬	৮৮। পুনঃ আগমন	১১৩
৬২। শরণাগতি	৮৮	৮৯। ক্ষম অপরাধ ত্রুটি	১১৪
৬৩। লও ব্রজপ্রেম সুধা	৯০	৯০। হল না মোর দেখা	১১৫
৬৪। পবিত্র প্রেম	৯১	৯১। হৃদয় নদী	১১৬
৬৫। কর প্রেমামৃত দান	৯২	৯২। দাসীর উক্তি	১১৭
৬৬। জাগাও আত্মা	৯৩	৯৩। প্রীতির মিলন	১১৮
৬৭। ব্রজের পথে ছুটব	৯৩	৯৪। তৃষাহারী	১১৯
৬৮। সকরুণ আহ্বান	৯৪	৯৫। যেতে চাও যদি	১২০
৬৯। সঙ্কেত বাঁশী	৯৪	৯৬। চিরাশ্রয় দিয়ে রেখো	১২১
৭০। প্রীতির মিলন	৯৫	৯৭। বাজাও মুরলী বাজাও	১২২
৭১। জীবের ভব বন্ধন	৯৬	৯৮। আশ্রয়	১২২
৭২। জীবের ভব মোচন	৯৭	৯৯। মিনতি	১২৩
৭৩। জীবের রুচির তারতম্য	৯৯	১০০। ইহাই শ্রেষ্ঠ চাওয়া	১২৪
৭৪। সুযোগের অমর্যাদা	১০০ক	১০২। অভিসার	১২৫
৭৫। মা যশোদার নিকট প্রার্থনা	১০০খ	১০২। মঞ্জরীর মঞ্জুভাষ	১২৭
৭৬। শেষ মিনতি	১০০ঘ	১০৩। হারিয়ে যাব	১২৯
৭৭। সদৈন্যোক্তি	১০১	১০৪। কৃষ্ণ বিরহে রাধা	১৩০
৭৮। হৃদয় আমার নাচেরে	১০২	১০৫। পূর্ণ পুরস্কার	১৩১
৭৯। পূর্বস্মৃতি	১০৩	১০৬। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার উক্তি	১৩৫

কবিতা সূচী

কবিতা	পৃষ্ঠা	কবিতা	পৃষ্ঠা
১০৭। রাই অভিসার	১৩৬	১২২। বাসনা	১৫৮
১০৮। আগত শ্যাম	১৩৭	১২৩। সূর্যপূজাভিসার	১৫৯
১০৯। শ্যাম বিরহিণী রাই কিশোরী	১৩৮	১২৪। ফুলদোল	১৬১
১১০। আর্তি বাণী	১৪০	১২৫। শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী	১৬৩
১১১। প্রাণ মাতান গান	১৪১	১২৬। শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী	১৬৬
১১২। অভিসারিকা	১৪৪	১২৭। শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী	১৬৯
১১৩। যাও বঁধু ফিরে	১৪৫	১২৮। শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামী	১৭১
১১৪। এসে দ্বারে গেল ফিরে	১৪৭	১২৯। শ্রীমৎ তিনকড়ি গোস্বামী	১৭৫
১১৫। অপ্রাকৃত ধাম	১৪৮	১৩০। শ্রীমৎ বালক সাধুজী	১৭৬
১১৬। শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত	১৪৯	১৩১। শ্রীমৎ শচীনন্দন দাস বাবা	১৭৭
১১৭। সুধা ধারা	১৫০	১৩২। শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর দাসবাবা	১৭৮
১১৮। সখীর উক্তি	১৫২	১৩৩। শ্রীমৎ হরিলালদাসবাবা	১৮০
১১৯। ফাগু খেলা	১৫৩		
১২০। জলকেলি লীলা	১৫৪		
১২১। শিখিনৃত্য	১৫৭		

—०—

মহাজন বাণী

'বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থান ভোগাদ্ বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিম্।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহ মৃতিজনন-ভ্রান্তি বীজঞ্চ দগ্ধ্বা
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষং স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্ ॥"
কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষো সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥

শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন-পিতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিত্যপার্ষদ উজ্জ্বলসখা শ্রীল ঠাকুর কানাই এর বংশোদ্ভব শ্রীনামবিজ্ঞানাচার্য শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রভুপাদের স্নেহধন্য কৃপাপুষ্ট আমাদের শ্রদ্ধাপ্রীতিভাজন মধুরকবি শ্রীকিশোর রায় গোস্বামীর লেখনী হইতে এই গ্রন্থে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগৌররায় জীউ ও শ্রীশ্রীগৌরগোপাল জীউর শ্রীনামসংকীর্তনেরই ফল—শ্রীব্যাসদেবাদি মহাজনগণের বাণীতে পাওয়া যায়—

শ্রীনামই অখিল জনগণের পাপাদিদোষ ক্ষালনপূর্বক পুণ্য সঞ্চয় করাইয়া স্বর্গ হইতে ব্রহ্মপদ পর্যন্ত স্থানভোগে বৈরাগ্য উৎপাদন করেন ; তৎপরে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণযুগলে ভক্তি এবং ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া জন্মমরণরূপ এই সংসার ভ্রমণের বাসনা বীজ দগ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণসেবায় নিযুক্ত করাইয়া থাকেন।

আরও, যিনি সর্ববিধ মঙ্গলের উৎস, কলিদোষ অপহারী, পুণ্যতীর্থ সমূহেরও পবিত্রকারী, ভবসমূদ্র পারের পাথেয়, উচ্চস্বরে কীর্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পরমপদ প্রাপ্তির কারণ হন, মধুর কবিগণের কবিতার বিশ্রাম স্থান, সজ্জনগণের জীবনধন, ধর্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তন আমাদের সকলের সর্ববিধ উন্নতির কারণ হউক—ইহাই প্রার্থনা।

ইতি, দীন—
শ্রীকানাইলাল অধিকারী, পঞ্চতীর্থ

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

প্রেমাশ্রুধারা

শ্রীগুরু-গীত

(ক)

শ্রীগুরু-চরণ কর রে স্মরণ
অকূল এ ভব পাথারে।
লও গুরু নাম মুখে অবিরাম
অন্তে কৃষ্ণধাম পাবি রে ॥
হরিনাম তরি শ্রীগুরু কাণ্ডারী
মিছা কেন পড়ে রইরে।
কর নামাশ্রয় নাই কোন ভয়
শ্রীগুরু কাণ্ডারী আছে রে ॥
করিবে উদ্ধার ভবার্ণব পার
নাম নামী ভিন্ন নহে রে ॥
জীব উদ্ধারিতে এই পৃথিবীতে
গুরু রূপে হরি আসে রে ॥
ভজ ভজ মন শ্রীগুরু-চরণ
গুরু বিনা গতি নাই রে ॥

—×—

(খ)

জয় গুরু জয় জয়　　পরম করুণাময়
কানুপ্রিয় প্রভু দয়াময়।
তুমি মোর প্রাণপতি　　এই অগতির গতি
শ্রীচরণে দিও গো আশ্রয় ॥
সতত এ দুষ্ট মন　　অসতে করে ভ্রমণ
কোন্ গুণে করিবে উদ্ধার।
গৌর কৃষ্ণ নাহি ভজি　　তব পদ নাহি পূজি
সুকৃতি নাহিক আমার ॥
হইয়া মায়ার দাস　　কত করি অভিলাষ
সদা মত্ত বিষয় বৈভবে।
আয়ু সূর্য অস্ত যায়　　দেখিয়া না দেখি তায়
মুদিলে নয়ন কি যে হবে ॥
পারের খেয়ার কড়ি　　সঞ্চয় নাহিক করি
খেয়া ঘাটে করিব ক্রন্দন।
ও মোর গুরু কাণ্ডারী　　দিয়া তব পদ-তরী
পার কর জানি অভাজন ॥

——×——

(গ)

গুরুদেব—
রিকত হস্তে আসিয়াছি আমি তোমার চরণ তলে।
অধম পতিতে দাও গো শরণ শ্রীচরণ শতদলে ॥
আমি যে পতিত অধম অগতি।
আছে না আমার আর কোন গতি ॥
শুধু অগতির গতি ওগো প্রাণপতি তোমার চরণ তলে।
অধম পতিতে দাওগো শরণ তব শ্রীচরণ শতদলে ॥

শ্রীনাম বিজ্ঞানাচার্য
প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

শত দোষে আমি মহাদোষী প্রভু কুকরমে সদা রত।
ষড় রিপু মোরে করিয়াছে গ্রাস মায়া মোহে আমি হত॥
নাহিক আমার ভজন সুকৃতি।
সাধন ভজনে নাহি কোন প্রীতি॥
অনর্থের ফেরে পড়িয়াছি আমি কিবা এ করম মন্দ।
তুমি কৃপা করি দাও গো আমায় তোমার চরণার বিন্দ॥
দিয়েছিলে নাথ কত সম্ভার উজাড় করিয়া মোরে।
একে একে সব গিয়াছে হারায়ে আপন করম ফেরে॥
বুঝাব কাহারে মোর মন ব্যথা।
শুনিবে না কেহ মরমের কথা॥
করিয়াছে মোরে মায়া ক্রীতদাস কি মোর করম ফল।
তুমি যদি দয়া করিয়া শরণ দাও গো চরণ তল॥
ওগো জীবন বন্ধু আসিয়াছি আমি মরণ সিন্ধু তটে।
জীবন প্রদীপ ক্ষীণ হয়ে এল (আয়ু) সূরজ ডুবিল পাটে॥
করিনি সঞ্চয় পারের সম্বল।
কড়ি নাই মোর তুমি মহাবল॥
পারের কাণ্ডারী তুমি গুরু হরি ভব সিন্ধু কর পার।
নাহিক আমার সাধনার বল লও যদি মোর ভার॥
মিটিল না আশা বিষয় পিপাসা ধনেতে মমতা কত।
কামানলে সদা জ্বলে অন্তর হৃদয় দগধিভূত॥
ঘৃতাহুতি মিলে জ্বলিত অনল।
বিষয় কামনা তেমতি প্রবল॥
হয়েছি নিরাশা নাই কোন আশা ভরসা তোমার দয়া।
ঘৃণিত এ দাসে করুণা করিয়া যদি দাও পদ ছায়া॥
চাতকের মত রয়েছি তাকায়ে মেঘপানে তৃষাহারী।
দগধ হৃদয় করগো শীতল দিয়া তব কৃপা বারি॥

নামামৃতে ভরি দাও গো অন্তর।
(যেন) রসনা লেহন করে নিরন্তর॥
ধরি তব পায়ে ওগো দয়াময় হে নাম বিজ্ঞানাচার্য।
সঁপেছি জীবন তব পদতলে, হে গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য॥

—— × ——

শ্রীগুরু-বন্দনা

ও মোর জীবন বন্ধু প্রেমদাতা কৃপাসিন্ধু
হে দয়াল অগতির গতি।
দিয়েছ চরণাশ্রয় কানুপ্রিয় মহাশয়
শ্রীচরণে দাও রতি মতি॥
অধম পতিত জ্ঞানে কৃপা কর নিজ গুণে
টানিয়া এনেছ মোরে ধামে।
অপবিত্র ভজন হীন নাই কোন সুকৃতি চিন
দয়া রেখ এ দাস অধমে॥
অপরাধী দুরাচারী পাপ দোষ ভুরি ভুরি
তাই মোর হ'ল না ভজন।
তোমার করুণা পানে চেয়ে আছি দুনয়নে
শক্তি দাও করিতে সাধন॥
করেছিলে কৃপাধন্য জানিয়াও এ নগন্য
অতি ভাগ্য করেছিনু কিবা।
তোমার চরণে তাই পেয়েছি গো আমি ঠাঁই
দিয়েছ শ্রীগৌররায় সেবা॥

জন্মে জন্মে প্রভু তুমি তোমার কিঙ্কর আমি
এ সম্বন্ধ হয় নিত্যকাল।
চিরধন্য রাখ করে কুঞ্জসেবা দিয়ে মোরে
(তোমার) অনুগা হয়ে রব চিরকাল॥ ৪॥

—— × ——

এই মিনতি

শ্রীগুরুদেব—
পড়িতেছে মনে পূরবের কথা
মধুময় তব সঙ্গ,
কত স্নেহভরে রেখেছিলে কাছে
(আজি) হয়েছে সে সুখ ভঙ্গ।
চোখের আড়াল করিতে না মোরে
রাখিতে আপন তটে,
ক্ষণিকের তরে যাইলে সরিয়া
(তব প্রাণ) ব্যাকুল হইয়া ওঠে॥
আজ তুমি নাই আমাদের মাঝে
পড়িয়া রয়েছি একা,
মনের মাঝারে ফুটে ওঠে সদা
তোমার হাসির রেখা।
চিন্ময় ধামে গিয়েছ চলিয়া
কাটায়ে মায়ার রাশি,
নিত্য সেবায় আছ গো মাতিয়া
প্রেমের পাথারে ভাসি॥

স্বপনের মাঝে তোমারে দেখিনু
নিকটে এসেছ মোর,
কত উপদেশ করিতেছ মোরে
ভাঙ্গিল স্বপন ঘোর।
অপ্রকট লীলা করিলেও তুমি
আছ আমাদের মাঝে,
সেরূপ ভজন হইলে তবেত
হেরিব চরণ রাজে॥
প্রকটাপ্রকট একই লীলা হয়
দৃশ্যতঃ ব্যবধান,
প্রাকৃত লোচনে দেখয়ে প্রকট
অপ্রকটেতে ভজন।
জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ যে নাথ
এত নয় ঘুঁচিবার,
আস কৃপা করি ভকত আধারে
(বদ্ধ) জীবেরে করিতে উদ্ধার।
আমি অতি হীন পাপেতে মলিন
কলিতে করেছে গ্রাস,
তাই ভজন সাধন হোলনা আমার
করমের পরিহাস।
তাই গুরুদেব! তোমার করুণা
পশিল না মোর চিত্তে,
করেছিলে তুমি করুণা অপার
হইনু বঞ্চিত তাতে॥
আর কিছু প্রভু নাই বলিবার
শুধু এই নিবেদন,

স্নেহ কৃপা যদি করে থাক মোরে
শ্রীচরণে দিও স্থান॥ ৫॥

—— × ——

তপ্ত চোখের জল

তোমার চরণ যুগল ধোয়াব আজি
তপ্ত চোখের জলে
হে পরাণ নাথ লুটায়ে রব
তোমার পদতলে।
ব্রহ্মাশিব পায়ের কাছে
নত হয়ে বিকায়ে আছে
ঐ চরণযুগল ধোয়াব আজি
তপ্ত চোখের জলে।
ঘুচায়ে দাও তুমি আমার
সকল অহঙ্কার।
সিক্ত কর এ পাপ পরাণ
দিয়া করুণা তোমার।
আছি গো ভুলে তুমি যে আমার
এ অভাগাও হয় যে তোমার
কেন হৃদয় মাঝে আসিল আমার
যবনিকা অহঙ্কার॥ ৬॥

—— × ——

শ্রীশ্রীগুরুদেবের অদর্শনে

(১)

শৈশব হতে পেয়েছিনু তোমায়
এ যাবৎকাল আমি।
কত যে ভরসা ছিল যে হৃদয়ে
পাশে ছিলে বলে তুমি॥

(২)

আজ তুমি মোরে ছাড়িয়া গিয়াছ
অন্তরে পেয়েছি ব্যাথা।
কত যে করুণা করিতে যে মোরে
শুনাতে অমৃত কথা॥

(৩)

তুমি ছিলে দেব সবার আদর্শ
কুলের উজ্জ্বল মণি।
চিনেছে তোমায় বহু সজ্জন
গৌরগণে তারা গণি॥

(৪)

ভাবিতে পারি না তুমি নাই আর
ভেঙ্গে পড়ে কেঁদে প্রাণ।
এই ছিলে তুমি চোখের পলকে
এই তব অদর্শন॥

(৫)

ডাকি কতবার স্যাড়া নাই পাই
তব অন্বেষণ করি।
অলক্ষ্যে থাকিয়া কেন এ ছলনা
খেল তুমি লুকোচুরি॥

(৬)

ছিলনা মোদের সবাকার মত
হেরি যাহা দুনিয়ার।
মায়ামোহে তব বাঁধিতে পারেনি
ছিলে সব মোহ পার॥

(৭)

কাঁপে বুক দুরু মনে অবসাদ
আছি মায়া মোহে পড়ে।
তাই কি তুমি গো গেলে ছেড়ে প্রভু
একাকী ফেলিয়া মোরে॥

(৮)

নবীন জগতে তোমার আসন
সে দেশ অনেক দূরে।
কৃপা কর প্রভু সেই স্থান হতে
পতিত মানিয়া মোরে॥ ৭॥

—— × ——

ব্যর্থ বাসনা

শূন্য আমার হৃদয় কানন বিথী
ব্যর্থ হয়ে এসেছি আজি ফিরে।
বলরে তোরা কি দিয়ে মালা গাঁথি
শেফালীফুল পড়েনি তথা ঝরে॥
শূন্য আমার ছোট্ট ফুলের সাজি
রিক্ত হয়ে কিরূপে যাই ঘরে।

কি দিয়ে আজি পরাণনাথে পূজি
ভেবে আমার দুটি নয়ন ঝরে॥
শুকায়ে গেছে সকল পুষ্পোদ্যান
অহঙ্কারের প্রখর তাপানলে।
আর কেন হায় আছিস মিছে প্রাণ
যারে ভেসে মরণ সিন্ধু জলে॥ ৮॥

—— × ——

গুরু বিচ্ছেদ বেদনা

(১)

ছিন্ন করে সকল ভালবাসা
গেছ তুমি আপন ঘরে ফিরে।
আর যে পাবো নেই সে কোন আশা
বিষাদ ভরে আছি বসে ঘরে॥

(২)

আপন করে লয়ে ছিলে কোলে
মোদের মাঝে এসে তুমি নাথ।
আজকে তুমি ফেলে গেলে চলে
নিলে না তুমি করেও নিজ সাথ॥

(৩)

ভেবেছিনু মোদেরি মত তুমি
এখন ভাবি নয় গো তাহা নয়।
সে দেশ থেকে এসেছিলে নামি
কে গো তুমি দাও গো পরিচয়॥

(৪)

থেকেও মোরা তোমারি সাথে সাথে
চিনতে তোমায় পারিলাম নাক।
আপন জ্ঞানে লয়েছিনু সাথে
মোদের মাঝে সঙ্গোপনে থাক॥

(৫)

চিনেছিল তোমায় কয়েক জন
বলে গেছে তারা মোদের কাছে।
সামান্য নয় গৌরগণের জন
মোদের ভাগ্য যতদিন ভবে আছে॥

(৬)

যেদিন তুমি মোদের ছেড়ে গেলে
সাঙ্গ করে ভবের অভিনয়।
কেঁদে তারা আকুল প্রাণে বলে
ভাগ্যে মোদের হয়েছিল উদয়॥

(৭)

যেথায় থাক ওগো মোর প্রিয়তম
সাড়া যেন পাই গো তব আমি।
এ জগতে নাইক তব সম
সঙ্গ দিছ সে দেশ থেকে নামি॥

(৮)

আমি তব চরণ ছাড়া নই
স্নেহধন্য করেছিলে গো মোরে।
আবার যেন চরণে স্থান পাই
এই মিনতি করি করজোড়ে॥ ৯॥

—— × ——

চিরসাথী

জানিনা গো আমি কত কাল হ'তে
ভাসিতেছি হায় এ সংসার স্রোতে।
অলক্ষে আমার তুমি আছ সাথে
পাই নাই আমি তব দরশন ॥

কতবার তুমি মোরে ঘোরাইলে
অন্তরে প্রেরণা দিয়া জানাইলে।
চির দুঃখ মোর আছে কি গো ভালে
তাই তব কথা শোনে না শ্রবণ ॥

কবে পাব কুল কেবা তাহা জানে
স্বদেশেতে আমি যাব কতদিনে।
নব নব রস পিব গো বদনে
করিয়া তোমার রূপ দরশন ॥

ভাঙ্গি দাও মোর যত ভুল দোষ
দীনের উপরে কোর না গো রোষ।
নিজগুণে তুমি হও হে সন্তোষ
দাও এই দাসে চরণে শরণ ॥ ১০ ॥

—×—

দাসের নিবেদন

ওগো গৌররায় কহি তব পায় আমার মনের কথা।
সংসার বন্ধনে পড়িয়া আমি গো পেতেছি অন্তরে ব্যথা ॥
নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছি আমি 'আমার' 'আমার' হাঁকি।
শেষে দেখি হায় কেহ কারো নয় সকলি মায়ার ফাঁকি ॥
সংসারে আসিয়া বিষয় সেবিনু করি নাই তব নাম।
সাধু গুরু বাক্য করিনি পালন করেছি বিষয় কাম ॥
বহু অপরাধ হয়েছে সঞ্চয় আপন করম দোষে।
এ দোষের ক্ষমা কর প্রভু মোর নিজ গুণে কৃপা বশে ॥
সকল পাপেতে মলিন আমি গো নাহিক পুণ্য লব।
ত্রিতাপে দগধ হৃদয় আমার বিষয়ের জ্বালা সব ॥
ওগো গৌররায় এ পতিত জনে কৃপা কর নিজ গুণে।
নদীয়ার বুকে 'পথ' কর মোরে যদি লয় তব মনে ॥
চলিবে যখন ভকত সকল আমার উপর দিয়া।
শ্রীচরণের ধূলি পড়িবে বুকেতে শীতল হইবে হিয়া ॥
নাচিতে নাচিতে অন্তরঙ্গ সাথে যাইবে তুমি গো যবে।
কোমল চরণ পরশিয়া আমি পবিত্র হইব তবে ॥
সেই শুভদিন কবে হবে মোর বলে দাও গোরাচাঁদ।
অপরাধ কাটি তব পদে রতি আস্বাদিব নামাস্বাদ ॥
ওগো গৌররায় তুমি তো সহায় কেহ কার প্রভু নয়।
তোমার চরণ করিয়া শরণ এ কিশোর দাস গায় ॥ ১১ ॥

—×—

ভজন লব্ধ ধন

স্নিগ্ধ তোমার মধুর মূরতি মাধুর্য্য দিয়ে গড়া।
হে গৌররায় মোর আশ্রয় রসরাজ রূপে গোরা॥
শ্রীরামরায় ধ্যানের চোখে
তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখে
আকুল প্রেমে লুটিয়ে পড়ে তোমার চরণ তলে।
মধুর হেসে হৃদয় মাঝে লও গো তাঁরে তুলে॥
সেই স্বরূপে মোদের ঘরে এসেছ তুমি হরি।
আমরা তোমার পদাশ্রিত প্রণাম তোমায় করি॥
আছ গো তুমি মোদের মাঝে
লুটায়ে আমি চরণ রাজে
তোমার মোহন বাঁশীর সুর শুনাও মধু স্বরে।
বিকায়ে দিছি চরণ তলে আমার জীবনটিরে॥
রেখেছি ঘরে তোমার তরে পূজার অর্ঘ ডালা।
সন্ধ্যারতি করবো তোমায় পরায়ে দিয়ে মালা॥
তুমি গো মোদের চির সখা
কৃপা করে দাও হে দেখা
পালক তুমি পোষক তুমি, তুমি গো মোদের গতি।
তোমার প্রতি মোদের যেন থাকে হে নাথ প্রীতি॥
বহু সাধন করলে পরে এ হেন ধন পায়।
বিনা সাধনে ভাগ্যফলে তোমা পেয়েছি গৌররায়॥
এসেছ যদি কৃপা করি
পার কর গো কেশে ধরি
শত অপরাধ করছি আমি ক্ষমিও নিজ গুণে।
আমার বিধান কোর হে নাথ জানি আপন জনে॥

শান্ত তোমার মধুর মূর্ত্তি অন্তরে বিরাজিত।
নয়ন মেলে চাইলে পরে দেখি সম্মুখে সাক্ষাত॥
স্বপন মাঝে দাও গো দেখা
হৃদয় পটে আছ হে আঁকা
অচলা হয়ে তোমার পায়ে থাকে যেন মোর মতি।
হে গৌররায় চির আশ্রয় তুমিই আমার গতি॥ ১২॥

——×——

করুণা অসীম

হে গৌররায়—
তোমার যে এত করুণা
বুঝেও আমি বুঝিনা।
(কোন) অতীতের কাল হতে
স্থান দিছ চরণেতে—
তবুও আমার হায় চেতনা এলনা॥
যাহা আমি নিবেদিছি
তুয়া রাঙ্গা চরণে।
করেছ পূরণ নাথ
আমার এ জীবনে
দেখিয়াও মনে মোর ভরসা এলনা।
সত্য বিগ্রহ তুমি প্রভু
আমার পালক।
অপরাধী তব পদে
ও মোর তারক
নিজ গুণে কর নাথ মোরে করুণা॥

আর নাই অভিলাষ
আমি এই শুধু চাই।
জীবনের শেষ দিন
যেন তব সাড়া পাই
এই নিবেদন মোর বঞ্চিত কোর না ॥ ১৩ ॥

—— × ——

বাজাও মুরলী বাজাও

যমুনার চাঁদনী নিশিথে সেই সুরে আজি বাজাও
যে সুরে ভুলালে কুলবতী নারী,
লাজমান ফেলি গেল গৃহ ছাড়ি,
গুরুজন ভয় দিয়া জলাঞ্জলী, সেই সুরে বাঁশী বাজাও ॥
বাজাও মুরলী বাজাও।

ব্রজ ললনার কর চিত চুরি, সে তাল ছন্দে আজি বাজাও।
গভীর নিশিথে পরমানন্দে
করেছ নৃত্য যে তাল ছন্দে
জগৎ মোহিত হ'ল যে ছন্দে সেই সুরে বাঁশী বাজাও।
বাজাও মুরলী বাজাও।

যে সুরে যমুনা বয়েছে উজান, সেই সুরে আজি বাজাও।
যে সুর শ্রবণে গলিল পাষাণ
স্থাবর জঙ্গমে ঝরেছে নয়ন
যোগীমুনি ঋষি ভাঙ্গিয়াছে ধ্যান, সেই সুরে
বাঁশী বাজাও ॥ ১৪ ॥

—— × ——

আক্ষেপ

চরণে যখন দিয়েছ শরণ
হা হা প্রাণ গৌররায়।
মোর নিবেদন জানাই এখন
বঞ্চিত কোর না আমায় ॥
ছরমতি আমি নাইক সুকৃতি
কু-লক্ষণে আমি গড়া।
পাপে জর জর অপরাধ বর
সকলি জানিছ গোরা ॥
অধম তারণ পতিত পাবন
পতিতেরে কর ত্রাণ।
(এবার) জগৎ উদ্ধার পণ যে তোমার
করুণার অবদান ॥
দিছ নির্বিচারে প্রতি ঘরে ঘরে
গোলোকের প্রেমধন।
করনি বিচার যোগ্য কি আধার
এ' কলির জীবগণ ॥
তাই বলি হায় ওগো গৌররায়
জগ ছাড়া আমি নই।
আমি যে পতিত নাই মানি হিত
চরণে দিবে কি ঠাঁই ॥
চাহি নাক হ'তে নিকুঞ্জে নিভৃতে
সখা সখী লীলা সঙ্গী।
অথবা বিটপী মালতী লতিকা
শিখি, পাখী, পশু রঙ্গী ॥

যদি লয় মনে কোরোগো আমারে
চরণের ধুলিকণা।
কৃপা ডোরে বেঁধে রেখগো আমারে
কিশোরে করিয়া করুণা॥ ১৫॥

—×—

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা

শ্রীগৌরাঙ্গ চরণদ্বয় কোটি চন্দ্র স্নিগ্ধ হয়
প্রেমভক্তি রসে ভরপুর।
ত্রিতাপের শান্তি করে শরণ লয় যে তারে
মায়া মোহ হয় সব দূর॥
গৌরলীলা যেবা শুনে মাতে যেই গৌর গুণে
ভক্তি অধিকারী সেই জন।
যাই তারে বলিহারী হৃদয় নির্মল তারি
গৌরপদে পায় প্রেমধন॥
শ্রীগৌরমণ্ডল গ্রাম অভিন্ন শ্রীব্রজ ধাম
চিন্তামণি ময় রজকণা।
বৃক্ষ কল্পতরু হয় অপ্রাকৃত চিন্ময়
ধ্রুব সত্য মানে যেই জনা॥
ব্রজবাস তারি হয় না করিও সংশয়
একই বৃন্তে দুটি ফুল যথা।
গৌর পারিষদগণে ব্রজ পরিবার মানে
সে চরণে সঁপে যেই মাথা॥
তাঁদের করুণা হ'লে কৃষ্ণপদে প্রেম মিলে
নিত্যলীলায় তাঁর বাস হয়।

শ্রীশ্রীষড়ভুজ গৌরাঙ্গ

এক এক পরিকরে জগৎ তারিতে পারে
নাম প্রেমে জগৎ মাতায় ॥
ত্রিকাল সত্য গৌরলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
ডুব গৌর প্রেমসিন্ধু নীরে।
শয়নে স্বপনে গোরা দিবা নিশি ডাকে যাঁরা
তাঁদের চরণ ধরি শিরে॥ ১৬ ॥

—×—

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

নিতাই চরণ দুটি যেন স্বর্ণপদ্ম ফুটি
ভক্তি মধু তাহে ভরপুর।
ভকত ভ্রমরগণ করে মধু আস্বাদন
দরশে কল্মষ হয় দূর॥
নিতাই চরণদ্বয় কোটি চন্দ্র স্নিগ্ধ হয়
দূরে যায় ত্রিতাপ যাতনা।
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় পতিত উদ্ধার হয়
সে চরণ করিলে ভজনা॥
নিতাই পদ না ভজিয়া বিষয় রসে মজিয়া
দুঃখ পাও কেন অকারণ।
অহংকার অভিমান বিদ্যা বৈভবে অজ্ঞান
অনিত্যেরে নিত্য মান কেন॥
ব্রজের রসের সার ব্রজপ্রেম গোপীকার
নিতাইচাঁদ তাহা করে দান।
ভজ নিত্যানন্দ পায় তাহে ব্রজপ্রেমোদয়
নিতাই মহিমা কর গান॥

হা নিতাই করুণা-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
পতিতেরি লাগি অবতার।
পতিত উদ্ধার কর পতিত-পাবন নাম ধর
মো পতিতে কর গো নিস্তার ॥
মো হেন পতিত নাহি ত্রিজগতে দেখ চাহি
শ্রীচরণে দাওগো আশ্রয়।
কোরো না চরণ ছাড়া হবোগো আশ্রয় হারা
পড়ে আছি শ্রীচরণ ছায় ॥
তুমি মোর প্রাণপতি তুমি অগতির গতি
তুমি মোর সর্বস্ব ধন।
তুমি মোর ইষ্ট গুরু তুমি প্রেম কল্পতরু
তুমি মোর ভজন সাধন ॥
তব প্রেম কৃপা ডোরে চরণে বেঁধগো মোরে
করুণা নয়নে মোরে দেখ
সর্ব দোষে দোষী আমি অদোষ দরশী তুমি
দয়া না ছাড়িও পদে রেখ ॥ ১৭ ॥

—— × ——

শ্রীঅদ্বৈত বন্দনা

জয় প্রভু সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাই।
তোমার কৃপায় পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
জীবের হিতের লাগি কাঁদে তব প্রাণ।
গঙ্গাজল তুলসীপত্রে (কর) কৃষ্ণ আরাধন ॥

তব আহ্বান ফলে গোলোক বিহারী।
ভূলোকেতে অবতরে গৌররূপ ধরি ॥
সব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন করুণানিধি আসে নাই আর ॥
পতিত উদ্ধার হেতু তাঁহার যে পণ।
আচণ্ডালে প্রেম দিয়ে করেন শোধন ॥
সঙ্গে ভাই নিত্যানন্দ করুণা মূরতি।
মার খেয়ে প্রেম যাচে করে শুদ্ধমতি ॥
গোলোকের প্রেমধন ব্রহ্মারো দুর্লভ।
সেই প্রেমে জগৎভাসে হইল সুলভ ॥
কত কত অবতার এসেছে ভূলোকে।
অস্ত্র ধরি দুষ্ট নাশ করেন প্রত্যেকে ॥
'হতারি গতিদায়ক' নাম ত্রিভুবনে।
অযাচিতে প্রেমদান করেনি ভুবনে ॥
এবে অস্ত্র না ধরিল মারিল না প্রাণে।
অযাচিতে নাম প্রেম দেন জনে জনে ॥
যে প্রেমার লাগি লক্ষ্মী করেন সাধনা।
ব্রহ্মা গুল্মলতা হ'তে করেন প্রার্থনা ॥
ব্রজগোপীপদরেণু বন্দেন উদ্ধব।
সেই প্রেম দুটি ভাই করেন সুলভ ॥
স্থাবর সঙ্গম ভাসে সেই সে প্রেমায়।
এমত করুণা কোন অবতারে হয় ॥
হা হা প্রভু সীতানাথ তুমি ধন্য ধন্য।
কৃপা করি আনিয়াছ নিতাই চৈতন্য ॥
প্রেমের ঠাকুর গোরা যদি না আনিতে।
ব্রজের দুর্লভ প্রেম পেতাম কি মতে ॥

জগৎ ভাসিবে পুনঃ সেই প্রেম বানে।
কলির কল্মষ নাশ হবে সেই দিনে॥
গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম জীবের স্বধর্ম।
হিংসা স্বার্থ বিদ্বেষ কামাদি কু-কর্ম॥
'হরিনাম' দাবানল করিবেন নাশ।
চিত্তশুদ্ধি করিবেন স্বরূপ প্রকাশ॥
হা হা প্রভু সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাই।
তুমি না করিলে দয়া মোর গতি নাই॥
রিপু বসেন্দ্রিয় মোর মায়া মোহে ভরা।
ত্রিতাপের দাবানলে হই দিশাহারা॥
ভজন সাধন হীন অপরাধি-জন।
পরমার্থ পথে আমি রতি মতিহীন॥
মো সম দুর্গত জনে করগো উদ্ধার।
পায় ধরে কাঁদি আমি দোহাই তোমার॥ ১৮॥

—— × ——

শ্রীগদাধর বন্দনা

হা হা প্রভু গদাধর দাও মোরে ভক্তি বর
কৃষ্ণপদে দাও রতিমতি।
তোমার করুণা হলে কৃষ্ণপদে ভক্তি মিলে
উপেক্ষিলে নাই কোন গতি॥
ভক্তি বলে গোপীনাথ তব হৃদয়ের নাথ
শৈশব হ'তে কর কৃষ্ণ সেবা।
তব সেবা নিষ্ঠা হেরি প্রভু মোর গৌরহরি
আনন্দে অধীর হন কিবা॥

প্রভু কহে গদাধর সুকৃতির নাই পার
শিশুকাল হ'তে কৃষ্ণে মতি।
ভজন উদ্দেশ্য লয়ে সন্ন্যাস শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে
দেখাইলে ইষ্টেতে ভকতি॥
তব প্রেমের অধীনে গোপীনাথ পদ্মাসনে
বসিলেন তোমার সম্মুখে।
কিবা সে রূপমাধুরী সেবা যাই বলিহারী
টোটা গোপীনাথে লোকে দেখে॥
অনুরোধ তব পায় মোর যেন ভক্তি হয়
রুচি অনুরাগ দাও নামে।
হা গৌর গোবিন্দ বলি কাঁদি যেন ফুলি ফুলি
রজে গড়ি যাই যেন প্রেমে॥
আর নাই অভিলাষ এই মোর মন আশ
তব পদে করি নিবেদন।
দাও মোরে দাস্য সেবা অঙ্গীকার কর যেবা
মোর শিরে ধর শ্রীচরণ॥
নাম যজ্ঞে ভজতে পারি নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
নিবেদন কর গো পূরণ।
এ কিশোর দাসে কয় আয়ু সূর্য অস্ত যায়
কতদিনে পাব গৌরাঙ্গ চরণ॥ ১৯॥

—— × ——

শ্রীশ্রীবাস বন্দনা

শ্রীবাস পণ্ডিত জয় গৌর অন্তরঙ্গ।
যাঁহার অঙ্গনে নৃত্য করেন গৌরাঙ্গ॥
নিশাকালে মহাপ্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
সারা নিশি জাগি করেন কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
স্বপরিবারে গৌরভক্ত কিবা দাস দাসী।
মহাপ্রভু সুপ্রসন্ন ভক্তগণ খুশী॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ সুতা নাম নারায়ণী।
প্রভু উচ্ছিষ্ট দিয়া ধন্যা করিলা আপনি॥
স্বাত্মভাবানন্দে শ্রীবাস করেন ভজন।
কোথাও না যান তিনি করিতে উপার্জন॥
প্রভু কহে পরিবার অনেক তোমার।
কি মতে চালাও তুমি বৃহৎ সংসার॥
"শ্রীবাস কহেন প্রভু কোথাও যাইতে।
নাহি লয় মোর চিত্ত কহিনু তোমাতে॥"
প্রভু তাতে খুশী নন নানা প্রশ্ন করে।
তিন তালি দিয়া শ্রীবাস কহিলেন তাঁরে॥
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার।
গঙ্গায় ত্যেজিব প্রাণ গলে বাঁধি ভাঁড়॥
ক্রোধে প্রভু কহিলেন শুনহে শ্রীবাস।
তোমাদের কখনও হবেনা উপবাস॥
লক্ষ্মীও করিলে ভিক্ষা নগরে নগরে।
তথাপি দরিদ্রতা না হবে তোর ঘরে॥
প্রভুর করুণা এই পরিবার প্রতি।
শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য করেন নিতি নিতি।

প্রাকৃত ক্ষোভেতে তব ক্ষোভ নাই হয়।
পুত্রের মৃত্যুতে শোক করিয়াছ জয়॥
প্রভু কহে নামে কেন না হয় উল্লাস।
তব গৃহে অমঙ্গল হয়েছে শ্রীবাস?॥
শ্রীবাস কহেন তুমি আছ যেই ঘরে।
সেই গৃহে অমঙ্গল আসিতে কি পারে॥
প্রভু তবে পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলা।
সুখ নাই পান পুনঃ শ্রীবাসে কহিলা॥
সুখ নাই পাই আমি, না হয় উল্লাস।
কোন অমঙ্গল গৃহে হয়েছে শ্রীবাস॥
অন্তর্যামী প্রভু তবে গেলা অভ্যন্তরে।
দেখিলেন, শ্রীবাস পুত্র গেছে লোকান্তরে॥
শ্রীবাস গৃহিনী আর পতিব্রতাগণ।
পুত্র ঘেরি কাঁদিতেছে বদনে বসন॥
প্রভুর কীর্ত্তনে যেন বাধা নাই হয়।
সাবধান করিয়াছেন শ্রীবাস সেথায়॥
প্রভুর পরশে শ্রীবাস পুত্র চোখ মেলি।
তত্ত্ব কথা শুনাইয়ে গেলা বৈকুণ্ঠে চলি॥
সহজে প্রভুর প্রীতি শ্রীবাসেতে হয়।
হাসিয়া পূর্বলীলা তাঁহারে কহয়॥
আরেরে শ্রীবাস তুই (ভাগবত) শ্রবণের কালে।
পিণ্ডার উপর হ'তে পড়িলি ভূতলে॥
সেই কালে কেবা আসি বাঁচাল তোমারে।
তাহাকি স্মরণে আছে বলো তো আমারে?॥
এক অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব তিনরূপে হন।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর শ্রীভগবান॥

সেই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব রূপে।
আসিলেন কলিযুগে এই নবদ্বীপে॥
ভক্তরূপ ভক্ত স্বরূপ, ভক্ত-অবতার।
ভক্তশক্তি, ভক্তাখ্যে, তারিলা সংসার॥
পরতত্ত্ব সীমা গৌর হন ভক্তরূপ।
বলদেব নিত্যানন্দ ভকত স্বরূপ॥
মহাবিষ্ণু অবতার অদ্বৈত গোসাঞি।
ভক্ত অবতার হন, ভক্তির বড়াই॥
রাধাশক্তি গদাধর হন ভক্ত-শক্তি।
নারদ শ্রীবাস ভক্ত শিখাইলা ভক্তি॥
"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্"॥
পরম ভক্ত তুমি পণ্ডিত শ্রীবাস।
তব গৃহে করেন গৌর সঙ্কীর্ত্তন রাস॥
যাঁর নামানন্দে মত্ত নারদাদি শুক।
যাঁহার মহিমা গান শ্রীঅনন্তের মুখ॥
যাঁর নামানন্দে শিব হইলা দিগম্বর।
পরতত্ত্বসীমা সেই শ্রীগৌরসুন্দর॥
তব প্রেমে বদ্ধ হন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
তোমার মহিমা আমি কি বর্ণিতে পারি॥
শ্রীবাস পণ্ডিত শুন মোর নিবেদন।
অপরাধী দুরাচারী না আছে ভজন॥
কৃপা করি ধর হৃদে যুগল চরণ।
হৃদয় কালিমা মোর হউক মার্জন॥
প্রতিদিন যে অঙ্গনে হয়েন কীর্ত্তন।
পারি যেন শ্রীঅঙ্গন করিতে মার্জন॥

চাপাল গোপাল আদি পাষণ্ডির গণে।
অপরাধ করেছিল তোমার চরণে॥
অপরাধ ক্ষমি তুমি করিলে উদ্ধার।
পতিত পাবন তুমি করো গো নিস্তার॥
এ' কিশোরে কর দয়া দিয়া পদ ছায়।
অনুগত দাস করে রেখ গো আমায়॥১৯

—— × ——

নীলাচল হ'তে আগমন

আসিলেন নিত্যানন্দ নীলাচল হ'তে।
গৌরাঙ্গের বার্ত্তা সব লয়ে নিজ সাথে॥
জগন্নাথের অঙ্গ বস্ত্র প্রসাদ চন্দন।
জননীর তরে পাঠান শ্রীশচীনন্দন॥
মাতার চরণে মোর প্রণতি জানাইবে।
মঙ্গল সংবাদে তাঁরে সুস্থির করিবে॥
ভাবাবেশে নিত্যানন্দ সঙ্গীগণ সাথে।
কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যহারা চলে গৌড় পথে॥
হেনমতে নবদ্বীপে আসি হাড়াই নন্দন॥
করিলেন শচীমার শ্রীচরণবন্দন॥
পুত্র স্নেহে শচীমাতা তাঁরে উঠাইয়া।
হৃদয়ে ধরিয়া কাঁদে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া॥
নিত্যানন্দ কহে মাতা স্থির কর মন।
কুশলে আছেন সুখে তোমার নন্দন॥
পাঠাইয়া দিলা মোরে দেখিতে তোমারে।
জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দেন নিজ করে॥

তোমার চরণে তেঁহ প্রণতি জানাইল।
তোমার সংবাদ মোরে পাঠাইতে কহিল॥
না কাদিও শচীমাতা না ভাবিও আর।
নিত্য তব স্থানে আসে নিমাই তোমার॥
তোমার রন্ধনে তাঁর অতি সুখ হয়।
সেই ভোগ খায়েন তিনি আসিয়া এথায়॥
তব প্রেমে বদ্ধ হয় গৌরাঙ্গ তোমার।
কহিলাম গোপ্য কথা না কাঁদিও আর॥
এ কিশোর বলে মাতা আমি অতিহীন।
কু বিষয়ে সদামতি পাপেতে মলিন॥
তোমার বাৎসল্য স্নেহে এই দীন হীনে।
নিজ গুণে স্থান দিও তোমার চরণে॥
শ্রীগৌর চরণে যেন হয় রতিমতি।
তোমার চরণে জানাই অনন্ত প্রণতি॥২০

——×——

নাম-নামী-মহিমা

বন্দো শচী গর্ভ সিন্ধু অবতীর্ণ গৌর ইন্দু
পরতত্ত্ব-সীমা।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি প্রকাশিলা গৌড়ে ক্ষিতি
না হয় উপমা॥
গগণে চন্দ্র কলঙ্ক গৌরচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক
সোনার পুতুলী।
আকর্ণ লোচনদ্বয় লাবণ্য মাধুর্যময়
গোরা বনমালী॥

ব্রজপ্রেম প্রচারিতে আসিলা গোলোক হইতে
গোলোক বিহারী।
ভক্তবেশে অবতরী জন্মিলা নদীয়া পুরী
গৌরবর্ণ ধরি॥
ভক্তিশূন্য সর্বদেশ নাহি কৃষ্ণনাম লেশ
গ্রহণের ছলে।
গ্রহণ করাল নাম বলে 'হরি' অবিরাম
গৌর কৃপা বলে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা করি সবারে বোলায় হরি
করি নানা ছলে।
ক্রন্দন করেন প্রভু প্রবোধে না থামে কভু
অতি শিশু কালে॥
হরিবোল বলে সবে ক্রন্দন থাময়ে তবে
ইঙ্গিতে বুঝিয়া।
হরি হরি সবে বলে প্রভুর ক্রন্দন কালে
সকলে আসিয়া॥
গৌরহরি নামে ডাকে আনন্দে সকলে তাঁকে
হাসিয়া হাসিয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হয় অমৃত রসালাময়
স্নিগ্ধ হয় হিয়া॥
সপার্ষদে অবতরি কলি জীব-দ্বারে ঘুরি
দেন প্রেমধন।
হরিনাম প্রচারিলা সর্বজীব উদ্ধারিলা
লইয়া স্বগণ॥
সর্ব্ব অবতার সার কল্পে আসে একবার
পরতত্ত্ব-সীমা।

আচণ্ডালে দেন কোল বোলায় মুখে হরিবোল
কি তাঁর মহিমা ॥
কলিকাল সর্প বিষে দগ্ধ জীব দুঃখ ক্লেশে
বন্ধনে মায়ার ॥
অচিন্ত্য নাম প্রভাবে আত্মস্মৃতি লভে সবে
খণ্ডিল সংসার ॥
গৃহে গৃহে হরিনাম উঠিলরে অবিরাম
হইল উদ্ধার ।
এবে অস্ত্র না ধরিল কারে প্রাণে না মারিল
গৌরাঙ্গ আমার ॥
হরিনাম অস্ত্র দিয়া খণ্ডিল সকল মায়া
কলি জীব জনে ।
কোন বিচার না করিল অপরাধ খণ্ডাইল
গৌরাঙ্গ আপনে ॥
নাম প্রেমে গাঁথি মালা নির্বিচারে পরাইলা
জগতে সবারে ।
শ্রবণে শুনিয়া নাম জাগিছে সবার প্রেম
বিনা সাধনেরে ॥
কৃপা সিন্ধু যুগ হয় অসাধনে প্রেমোদয়
একালে আসিয়া ।
পাব মোরা সেইধন কর নাম সঙ্কীর্তন
অপরাধ ত্যেজিয়া ॥
দশ নাম অপরাধ ভজনের হয় বাধ
হও সাবধান ।
নিরপরাধে প্রেমোদয় নেই কোন সংশয়
হইবে পাবন ॥

কলিযুগে নাম ধর্ম নেই কোন অন্য কর্ম
অন্যথা যে মানে ।
উদ্ধার নাইক তার প্রভু মুখ বাণী সার
নামাশ্রয় বিনে ॥২১

—×—

শ্রীনিতাই চাঁদের প্রেম দান

এসেছে রে ভাই নিত্যানন্দ এই পৃথিবীতে ।
গোলোকের গুপ্তধন সেই প্রেম বিলাইতে ॥
যাইরে ভাগ্যের বলিহারী যাই বলিহারী ।
অসাধনে পাবরে মোরা প্রেমের লহরী ॥
ওরে ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছা করে যে প্রেমের আশে ।
সেই প্রেম দেয় রে নিতাই অতি অনায়াসে ॥
শুধু মুখে একবার বলায়ে গৌরহরি ।
সাথে সাথে প্রেম বন্যায় যায় সবে তরি ॥
আচণ্ডালে দেয় কোল বোলায়ে হরিনাম ।
আমারে কিনে নে তোরা বলে গৌর গুণধাম ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ তাঁর সদা মুখে বুলি ।
নাচেরে আবেশে নিতাই দুটি বাহু তুলি ॥
ভাবাবেশে পথের মাঝে দেয় গড়াগড়ি ।
যেন পূর্ণিমার চন্দ্র আহা ভূমে অবতরি ॥
হাহা নিতাই করুণা কর দাও শ্রীচরণ ।
কিশোর দাস শরণাগত করগো তারণ ॥২২

ভাবনিধি গৌরহরি

নদের পথে নাচেরে আমার অভিনব সোনার গোরা।
ওসে রাধাভাবে বিভাবিত দুনয়নে পড়ছে ধারা ॥
নিজ নাম আস্বাদিয়া ভাবে গদ গদ হিয়া
ও তার নাইরে এবে মোহন চূড়া চাঁচর চিকুরে।
শ্যাম বরণ করেছে গোপন এল গৌর বরণ ধরে ॥
সাধের মোহন বাঁশী লয়ে বাজায় নারে মধুর সুরে।
সদাই ডাকে হা কৃষ্ণ বলে আকুল ভরে নয়ন ঝরে ॥
দীঘল চাঁচোর চুল তাহে শোভে চম্পা ফুল
মধুর মধুর বাজছে নূপুর ওই রাতুল চরণে।
দুটি বাহু তুলি যায়রে নেচে আকুল পরাণে ॥
গোপীর ঘরে কুঞ্জ বনে করে নারে মধুর লীলা।
এসেছে স্বমাধুর্য আস্বাদিতে অভিনব প্রেমের খেলা ॥
রাধাভাবে গড়া অঙ্গ তাতে খেলে ভাব তরঙ্গ
নাম ফুলে প্রেম সূত্রে গাঁথি মালা দেয় জগৎ গলে।
ভাবের গোরা নদের পথে যায়রে নেচে হেলে দুলে ॥২৩

—(•)—

নাচেরে আমার গৌর নিতাই

নাচেরে আমার গৌর নিতাই সুরধনীর কূলে কূলে।
ব্রজের ভাবে বিভোর হয়ে যায়রে দুভাই হেলে দুলে।
মাথার ঝুঁটি পড়েছে খসে শ্রীনাম বিলায়ে হেসে হেসে
কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে হেসে কেঁদে ভূমি গড়ি যায়।
আহা সুরধনীর কূলে কূলে নিতাই গৌর নেচে যায়।

কাঁচা সোনার বরণতনু চাঁদের কিরণ মাখা তায়।
নাচেরে আমার নিতাই গৌর দেখবি যদি সবে আয় ॥
কাঁধের পরে পড়েছে চুল দুলিছে মালা চাঁপার ফুল
প্রেম মদিরায় মত্ত হয়ে যায় রে দুভাই হেলে দুলে।
আজানু দুই বাহু তুলে ডাকেরে দুভাই হরি বোলে ॥
রাধাপ্রেম আস্বাদিতে এসেছে তারা এই নদীয়ায়।
প্রেমে আপনি মেতে জগৎ মাতায় তাদের তো চেনা দায় ॥
বনমালা শোভে গলে গলার গুণে আপনি দোলে
অপরূপ রূপের ছটায় ত্রিভুবন আর মনকে মাতায়।
ওরে সুরধনীর কূলে কূলে নিতাই গৌর নেচে যায় ॥২৪

—— × ——

করুণাবতার

জয় জয় নিত্যানন্দ অবধূত চাঁদ।
জগ মাঝে পাতিয়াছে প্রেম জাল ফাঁদ ॥
প্রেম মদিরায় মত্ত গোরা প্রেমে উনমত্ত
সবারে বিলাবে প্রেম বড় মনে সাধ।
নির্বিচারে বিলায়েন না পড়ে কেহ বাদ ॥
দুলিছে কুণ্ডল একু শ্রবণে উজ্জ্বল।
কণক সূত্রের হার করে ঝলমল ॥
ক্ষণে অট্ট উচ্চহাস শুনি সবে পায় ত্রাস
পদাঘাতে বসুন্ধরা করে টলমল।
আকর্ণ বিস্তৃত দুটি নয়ন কমল ॥
মল্লবেশে নিত্যানন্দ লগুড় লয় হাতে।
দীঘল চাঁচর কেশ শিখিপুচ্ছ সাথে ॥

করয়ে বিষান ধ্বনি অবধুত চূড়ামণি
চলিয়া চলিয়া পড়ে পথে যেতে যেতে।
এসেছেরে নিত্যানন্দ প্রেম বিলাইতে॥
পরণে নীল অম্বর উড়িছে উত্তরী॥
দুলিছে কদম্ব মালা আহা মরি মরি॥
গোরা গোরা মুখে বুলি নাচেরে দুবাহু তুলি
সে মোহন রূপের আহা যাই বলিহারি।
সবারে ডাকিয়া বলে বলো গৌরহরি॥
নাই ভয় নাই ডর নাই লাজ সরমে।
জীব হৃদে বিন্ধে নাম মরমে মরমে॥
জাগাও স্বরূপ আজি পার হও গোরা ভজি
যাপিও না বৃথা কাল মিছা গৃহ করমে।
কেনরে চলিছ মিথ্যা সংসার দূরগমে॥
করুণা করহে নিতাই করুণা কর।
কাঞ্চন ললনা মোহ হতে রক্ষা কর॥
মায়াহত জীব আমি মায়াধীশ প্রভু তুমি
দুরন্ত ইন্দ্রিয় যার করে জর জর।
শ্রীচরণ তরণী দিয়া মোরে পার কর ॥২৫

—(০)—

শ্রীশ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর বন্দনা

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী"
আকর্ণলোচন দ্বয় লাবণ্য মণ্ডিতময়
বদনে ঝড়িছে মৃদু হাসি।

নাসাগ্রে দুলে মুকুতা স্কন্ধে শোভে যজ্ঞ সূতা
জয় জয় নবদ্বীপ শশী॥
অভয় করেতে হরি পরাশান্তি দানকারী
তব করুণার নাই শেষ।
অপূর্ব বিশাল হিয়া (যেন) ভক্তজনে আলিঙ্গীয়া
ত্রিতাপের হরিতেছ ক্লেশ॥
যুগল চরণ তল জ্যোৎস্না হ'তে সুশীতল
পদ ছায়ে দাও মোরে স্থান।
হা গৌর করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
নিজ গুণে কর মোরে ত্রাণ॥
জয় জয় ধামেশ্বর নবদ্বীপ পুরন্দর
প্রশান্ত গম্ভীর রূপধরি।
ধামবাসী জীবগণে দিয়েছ স্থান শ্রীচরণে
করুণার যাই বলিহারী॥
জানাই তোমার পায় নিবেদন এই হয়
কোরনা বঞ্চিত প্রভু কোরনা।
দিয়েছ যদি আশ্রয় রেখ প্রভু তব পায়
অধমের প্রতি কর করুণা॥
ভজন সাধন হীন মহাপরাধে মলিন
কামানলে হ'ত মোর চিত্ত।
এদীনে করিয়া ত্রাণ বাঁচাও তাপিত প্রাণ
শ্রীচরণের কর মোরে ভৃত্য॥
এই নিবেদন রেখ করুণা নয়নে দেখ
না ঠেলিও মোরে রাঙা পায়।
রুচি দাও তব নামে স্থান দাও তব ধামে
বাঞ্ছাপূর্ণ কর দয়াময় ॥২৬

——×——

শ্রেষ্ঠ তিথি

১। ফাল্গুনী পূর্ণিমা
অতি মনোরমা
ইহার মহিমা
শুনরে ভাই।

২। ব্রহ্মা শিব আদি
যত দেব নিধি
ভজে নিরবধি
মহিমা গাই॥

৩। সব তিথি সার
তুলনা অপার
কল্পে একবার
আসেরে ভাই।

৪। এহেন তিথিতে
জীব তরাইতে
আসে পৃথিবীতে
শচীর নিমাই॥

৫। জীবের লাগিয়া
কাতর হইয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বেড়ায় তাই।

৬। বল অবিরাম
হরে কৃষ্ণ নাম
পাবিরে বিরাম
শমনে ভাই॥

৭। সবারে ডাকিয়া
হৃদয়ে ধরিয়া
লওরে কিনিয়া
আমারে আজ।

৮। ডাকিয়া হাকিয়া
গাইয়া ধাইয়া
চলরে নাচিয়া
জগৎ মাঝ॥

৯। যাবে পাপ কলি
শুনি নামাবলি
বোল বাহু তুলি
ছাড়িয়া লাজ।

১০। যাইবে অশান্তি
পাইবি শান্তি
হইবে তৃপ্তি
হৃদয় মাঝ॥

১১। জীবের লাগিয়া
গোলোক ছাড়িয়া
এসেছে নদীয়া
গৌরাঙ্গ চাঁদ।

১২। করিবেরে ত্রাণ
অযাচিতে দান
দিয়া প্রেমধন
(কেহ) না পড়ে বাদ॥

১৩। অবতার সার
গোরা অবতার
হয় নাই আর
হবার নয়।

১৪। ভজ কায়মনে
তাঁহার চরণে
গাও মন প্রাণে
হা গৌররায়॥

১৫। অপরাধ তেজি
হরিনামে মজি
কৃষ্ণ পদ ভজি
জিয়াও প্রাণ।

১৬। হইবে কৃতার্থ
যাইতে অনর্থ
হবে না ব্যর্থ
পাবিরে ত্রাণ॥২৭

—(•)—

নদীয়া লীলা

শ্রীনাম কীর্ত্তন করি সমাপন
আবেশে গৌরাঙ্গ হরি॥
সুরধনীর পানে পুষ্পের উদ্যানে
(যান) ভক্তগণ সঙ্গে করি॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মাধবীর পুঞ্জে
সুবাস উঠিছে ভরি।
গুণ গুণ রবে অলিকুল সবে
বসিছে কুসুম পরি॥
সন্ সন্ সন্ বহে সমীরণ
কোকিল ডাকিছে ভালে।
তমালের গাছে ময়ূর নাচিছে
মরাল ভাসিছে জলে॥
মাধবীর মূলে আসিয়া বসিলে
আলসে ভরিল অঙ্গ।

গোরারায়ে বেড়ি ভক্তবৃন্দ ঘেরি
(যেন) কমলে বেড়িছে ভৃঙ্গ ॥
ভাবেতে বিভোর প্রেমে গরগর
আবেশে নিতাই চাঁদ।
ক্ষণে ক্ষণে কভু গরজেন প্রভু
ছাড়িয়া ধৈরজ বাঁধ ॥
নয়ন বহিয়া সলিল বাহিয়া
বসন ভিজিল জলে।
শ্রবণ যুগল শোভিছে কুণ্ডল
কদম্ব গুঁজেছে চুলে ॥
মধুর ব্রজের শ্রীমতী রাধার
স্মরণে আছেন গোরা।
নয়নের জল করে ছল ছল
ভাবেতে রয়েছে ভরা ॥
শ্রীপাদ নিতাই বল হে গোঁসাই
বলেন গৌরাঙ্গ রায়।
মাধব আমার যমুনার ধার
কি করে ঘরেতে রই ॥
ব্রজের আবেশ হ'ল যবে শেষ
সবারে লইয়া গোরা।
জাহ্নবীর জলে নাবিয়া সকলে
করিলেন জলক্রীড়া ॥
স্নান সমাপন করিয়া যখন
তীরেতে উঠিলা সবে।
গুরুর সহিত এ অধম পতিত
পড়িবে চরণে তবে ॥

নিত্যানন্দ হরি মোরে কৃপা করি
শ্রীচরণ দাও শিরে।
সেই শুভক্ষণ হবে কি পূরণ
বল হে নিতাই মোরে ॥
মানব জনম পেয়েছে যখন
বৃথায় কাল না যায়।
তোমারি চরণ করিয়া শরণ
বলিছে কিশোর রায় ॥২৮

—— × ——

'শ্রীঅদ্বৈত মহিমা'

জয় জয় সীতানাথ জয়াদ্বৈতাচার্য্য।
মহাবিষ্ণু অবতার জগতের পূজ্য ॥
নাভাদেবী গর্ভ মাঝে হয়েছ উদয়।
জীবের দুরদশা হেরে কাঁদয় হৃদয় ॥
গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কৃষ্ণ আরাধিয়া।
হুঙ্কার করিয়া ডাক প্রকট লাগিয়া ॥
তোমার হুঙ্কার রব পশিল গোলোকে।
সে প্রেম আহ্বানে কৃষ্ণ আসিলা ভূলোকে ॥
শচী গর্ভ সিন্ধু মাঝে হইলা উদয়।
অন্তরঙ্গ জন ছাড়া ধরা নাহি দেয় ॥
নাম প্রেম বন্যায় জগৎ ভাসাইলা।
বহির্মুখ বদ্ধজীবে উদ্ধার করিলা ॥
জীব হিতৈক ব্রত তব হে দয়াময়।
নিজগুণে কৃপা কর এই অভাগায় ॥

বহু আরাধনা করি আনিলে যে নিধি।
সে গৌর চরণে ভক্তি দাও নিরবধি ॥
অদোষ দরশী তুমি পতিত উদ্ধারী।
কিশোর দাসে কর পার দিয়া পদতরী ॥১৯

——[]——

শ্রীঅদ্বৈত চরণে মিনতি

জয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য জয় সীতানাথ।
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপতি ॥
জীবের নিস্তার লাগি ব্যাকুল হইয়া।
কৃষ্ণ আরাধিয়া তুমি আনিলে নদীয়া ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র আনি প্রেমধন।
বদ্ধ জীবে মুক্ত হস্তে করিলেন দান ॥
সমষ্টি জীব হিতার্থে কাঁদে তব প্রাণ।
ক্ষুদ্র আমি বদ্ধ জীবে কর পরিত্রাণ।
আমি যে দুর্দ্দশাগ্রস্থ ঘৃণিত নরাধম।
কুবিষয়ে সদামতি হায় অন্ধতম ॥
কি হবে আমার, গতি ধিক জন্ম মোর।
নিজহিত নাহি মানি, দোষে জর জর ॥
পতিত তারণ লাগি তব অবতার।
মো সম ঘৃণিতাধম না পাইবে আর ॥
জীবোদ্ধারপণ তব আমি রব পড়ে?
করুণা নয়নে দেখ এই অধমেরে ॥

আর নাই অভিলাষ তুয়া পদে চাই।
এ অধমে তরাইতে আর কেহ নাই ॥
যদি দয়া হয় তব এ দাসের প্রতি।
কোন জন্মে গৌর পদে দিও মোর স্থিতি। ৩০

——(•)——

'দয়াল নিতাই মোর করুণা নিধান'

এসেছ যদি কৃপা করি
আমার নিতাই কাণ্ডারী
এভব সিন্ধু তরাইবার তরে ॥১॥
পতিতের পাবনকারী
হে দয়াল নিতাই হরি
ঐ অভাগা পতিত রহিল পড়ে ॥২॥
এ অধমের কেশে ধরি
নিজগুণে উদ্ধার করি
সুশীতল শ্রীচরণে দিও স্থান ॥৩॥
দুরাচারী করিতে ত্রাণ
ভূলোকেতে শুভাগমন
এ অধমে করিবে কি প্রেমদান ॥৪॥
যোগ্য নহে এ তব দাস
সর্ব্বদোষে করেছে গ্রাস
শুভ কর্ম নাহিক শরীরে ॥৫॥
যদি দয়াল হও তুমি
তুমি মোর অন্তরযামী
কৃপা সিক্ত কর নিতাই আমারে ॥৬॥

যত পতিত অপকৃষ্ট
তাদের মধ্যে আমি নিকৃষ্ট
পতিতের লাগি তুয়া অবতার ॥৭॥
বেড়াইওনা পতিত খুঁজে
পতিত নিকৃষ্ট ভব মাঝে
যদি হয় করগো উদ্ধার ॥৮॥
চাইব বল কোন মুখে
ভরসা নাই মোর বুকে
যাহা হয় মোর করগো বিধান ॥৯॥
আমি তব দাসানুদাস
সর্ব্বদোষে করেছে গ্রাস
দয়াল নিতাই (মোর) করুণা নিধান ॥১০॥ ৩১

—— × ——

গম্ভীরায় মহাপ্রভু

গম্ভীরাতে ভাবে গোরা আছেন বসিয়া।
নয়নেতে আনন্দাশ্রু যেতেছে বহিয়া॥
কাঞ্চন কেতকী বর্ণ প্রকাণ্ড শরীরে।
চন্দ্রের কিরণ যেন পড়িতেছে ঝরে॥
বদন মণ্ডল স্বর্ণ কমলের পরে।
নয়ন যুগল ভ্রমর বসিয়াছে স্থিরে॥
মন্দ মন্দ কৃষ্ণ নাম অধরে স্ফুরয়।
অখণ্ড অমিয় রাশি যেন গো ঝরয়॥
মস্তক মুণ্ডিত প্রভুর গৈরিক বসন।
মদন নিন্দিত রূপ হরে সব মন॥

কিভাবে ভাবিত গোরা কেহ নাহি জানে।
জানে রামানন্দ আর স্বরূপ দুজনে॥
কখন সখীর ভাব কখন রাধার।
কখন মঞ্জরী ভাব কখন শ্যামের॥
স্বরূপের কণ্ঠধরি ভাবে গৌরহরি।
বিলাপ করেন প্রভু রাধা ভাব স্মরি॥
মাধব গিয়াছে সখী আমারে ছাড়িয়া।
তাঁরে না হেরে মোর ফাটি যায় হিয়া॥
বলেদে ললিতা মোরে শ্যাম গেছে কোথা।
তাঁহারে দেখিয়া বাঁচি যাই মোরা তথা॥
ভাব বুঝি দামোদর কুঞ্জলীলা গায়।
বিলাপ করেন প্রভু করি হায় হায়॥
প্রভুর পশ্চাতে বসি রায় রামানন্দ।
ব্যাজন করেন সুখে হইয়া আনন্দ॥
গুরুর সহিত যাই কিশোর অধম।
গম্ভীরার দ্বারে পড়ি করিল প্রণাম॥
তোমার চরণে যেন থাকে রতিমতি।
কৃপা করি দাও মোরে ব্রজলীলা স্ফুর্ত্তি॥
মহাপ্রভু প্রেরণা মোরে দিলা অন্তরে।
থাক তুমি একমাত্র নামাশ্রয় করে॥
নিরপরাধে নামাশ্রয়ে নামের কৃপায়।
অন্তরেতে ব্রজলীলার স্ফুরণ যে হয়॥
একমাত্র নাম অঙ্গী আর সব অঙ্গ।
অঙ্গীর প্রসন্নতায় মিলে ভজনাঙ্গ॥
লীলাতেও মহাপ্রভু তাহাই দেখান।
ভক্তগণে মেলি করেন নাম সংকীর্ত্তন॥

প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ পরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন॥
সবাকার আবেশ নাহি বাহ্য।
সংকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য॥ [চৈঃ ভাঃ]

—— × ——

"ভাবের নাটুয়া"

শ্রীবাস অঙ্গনে উঠিল গর্জনে
মধুর কীর্তন ধ্বনি।
লয়ে ভক্তগণে বসিলা কীর্তনে
গোরাচাঁদ দ্বিজমণি॥
ঘন ঘন রোল হরি হরি বোল
উঠিল সিংহনাদ।
ভক্তগণ দেখে অপলক চোখে
সোনার গৌরাঙ্গ চাঁদ।
প্রভু নিত্যানন্দ বদন আনন্দ
ভাবে ডগমগ হিয়া॥
কখন কাঁদেন কখন হাঁসেন
কে বুঝে তাঁহার ক্রিয়া॥
ভাবে ক্ষণে ক্ষণে গরজি আপনে
আবেশে গৌরাঙ্গ রায়।
দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া
ভূতলে গড়ায়ে যায়॥
আবেশে কীর্তনে হয়ে অচেতনে
পড়িলে পৃথিবী পরে।
মিলি ভক্তগণ করিয়া কীর্তন
চেতনা করায়ে তাঁরে॥

দেহ গৌরবর্ণ হয়ে নানাবর্ণ
হেম পিণ্ড কভু হয়।
কভু শ্বেতবর্ণ কভু রক্তবর্ণ
অশ্রু পিচকারী প্রায়॥
নয়নের নীরে ভক্তবৃন্দরে
ভাসাইয়া দিলা দেহ।
কিবা অপরূপ তাঁহার স্বরূপ
কোথাও শোনেনি কেহ॥
ভাব এসকল নাগর শ্যামল
সহিতে না পারে হায়।
বিবশ হইয়া ধৈর্য হারাইয়া
উপছি বহিয়া যায়॥
নিগূঢ় ব্রজের রসের ভাবের
আবেশে কাঁদয়ে গোরা।
পাষাণ বিদরে তরুলতা ঝরে
কাঁপয়ে বসুন্ধরা॥
সংকীর্তনে রাস রঙ্গের প্রকাশ
প্রেম বিলাসের পরিণতি।
ব্রজলীলা সঙ্গী নবদ্বীপে রঙ্গী
রাধাকৃষ্ণে মিলি গৌর মূরতি॥
অপরূপ লীলা গৌরাঙ্গের খেলা
ব্রজের প্রেমের সার।
এ দাস কিশোর অনুভবে তার
পিয়াও বিন্দু তার॥৩৩

——(•)——

বিরহ বেদনা

অন্তরে মর্মহতা শচী বিরহে কাতরা।
নিমাই সুন্দর তাঁর গৃহ গেছে ছেড়ে ॥
জীবের দুর্দ্দশা হেরে করিলা সন্ন্যাস।
মাতৃ আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে কৈলা বাস ॥
পুত্রশোকে শচীমাতা কাতর হইয়া
পুত্র বধূ পানে চেয়ে আছেন বাঁচিয়া।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে শচী কহেন কৃপায়ে
হা গোবিন্দ মোর প্রতি হইলে নির্দয়।
নাহি জানে দিবারাত্রি উন্মত্তের প্রায়
অন্তরে আগুন জ্বলে ডাকেন নিমাই।
এথা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নীরব গম্ভীর
দুনয়নে ধারা বহে অন্তরে অস্থির।
করেন গৃহের কর্ম সেবা শচীমার
দুজনায় দুঃখে ভাসি করেন সংসার।
উষাকালে শচীমাতা বধূরে লইয়া
প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করেন যাইয়া।
শচীমাতার অপ্রকট হলে বিষ্ণুপ্রিয়া
বাহির না হন দেবী থাকেন লুকাইয়া।
অসূর্য্যম্পশ্যা দেবী না দেখে কারো মুখ
পতি, মাতার বিরহে অন্তরে বড় দুখ।
গৃহমধ্যে সর্ব অঙ্গ আবৃত করিয়া
দুঃখিতা অন্তরে দেবী কাঁদেন বসিয়া ॥
প্রাতঃকালে উঠি দেবী তণ্ডুল লইয়া
কৃষ্ণনাম জপেন এক লক্ষ করিয়া।

একবার নাম করি এক চাল নিয়া
সংখ্যা রাখেন মাতা প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
মধ্যাহ্নের অবসানে সংখ্যা করি শেষ
শ্রীগৌর গোবিন্দ সেবা করেন বিশেষ।
পূজা অন্তে বিষ্ণুপ্রিয়া করিলেন পাক
সংখ্যা পূর্ণ চাউল দ্বারা আর শুধু শাক।
গৌর গোবিন্দেরে দেবী ভোগ লাগাইয়া
প্রসাদ পায়েন তিনি সামান্য লইয়া।
অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ অতিথির লাগি
সেবক ঈশান লন এক মুষ্টি মাগি।
এ কিশোর দাস দেবী তোমার কিঙ্কর
নিজগুণে কর কৃপা না ভাবিয়া পর।
গৌরাঙ্গ প্রসাদ তোমার ভুক্তাবশেষ
এক কণা দিয়া কৃপা করগো বিশেষ।
অরপাধী দুরাচারী আমি অতি মন্দ
শ্রীগৌর গোবিন্দ পদে নাহি ভক্তি গন্ধ।
অনর্থ সাগর মাঝে যেতেছি ডুবিয়া
ষড়রিপু জলজন্তু রেখেছে বেড়িয়া।
সংসারের কূপ মধ্যে পড়িয়াছি আমি
পদদ্বারা কেশে ধরি উঠাও গো তুমি।
শ্রীগৌর গোবিন্দ রক্ষা কবচ বাঁধি দাও
গৌরাঙ্গ সেবায় মোরে নিযুক্ত করাও।
মো বিষয়ে নিরুদ্বেগ হও দেবী তুমি
তব পদে নিবেদন করিতেছি আমি ॥৩৪॥

— × —

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমদান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পরতত্ত্ব সীমা।
(সর্ব) অবতারের অবতারী কি তাঁর মহিমা॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অনপেক্ষী স্বয়ংরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য মহান্॥
অংশ কলা পুরুষাদি অবতারগণ।
সবে কৃষ্ণাপেক্ষী চন্দ্র কলার প্রমাণ॥
মূল পূর্ণচন্দ্রের যথা তিথির নিয়মেতে।
শক্তি. কলায় হ্রাস বৃদ্ধি হয় যে যে মতে॥
ভগবান এক, দ্বিতীয় সম আর নাই।
নানা কার্য্য সিদ্ধি হেতু নানারূপ প্রকাশে তাই॥
কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র এক তত্ত্বই হন।
কৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ গৌর ভগবান॥
ব্রজপ্রেম প্রচারিতে কল্পে একবার।
অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার॥
ভক্ত বিনা ভক্তি দানে নাই অধিকার।
(তাই) ভক্তরূপে অবতীর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর॥
ঈশ্বর স্বরূপ কৃষ্ণ মুক্তিদানকারী।
হতারি গতি দায়ক নাম হয় তাঁরি॥
সর্বভক্ত শিরোমণি রাধিকার সাথে।
দুহুঁ একতনু হয়ে আসে পৃথিবীতে॥
নব জলধর বর্ণ করিয়া গোপন।
রাধাবর্ণ সৌদামিনী বাহিরে আচ্ছাদন॥
ভক্তভাবে গৌরকৃষ্ণ জীব ভাগ্যাকাশে।
ব্রহ্মার একদিনে বারেক প্রকাশে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর
রথাগ্রে নর্ত্তন

ব্রজপ্রেম ভক্তিধর্ম্ম করেন স্থাপন।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে ভরিল ভুবন॥
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।
অবিচারে ব্রজপ্রেম করেন প্রচার॥
নামে প্রেমে একসূত্রে গাঁথি মালা ডোর।
জীবকণ্ঠে পরালেন গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
গোপীগণের যেই প্রেম সর্ব্বরস সার।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ অধীন যাহার॥
ভক্তভাবে গৌরকৃষ্ণ সে প্রেম নির্বিচারে।
কৃপায় বিলায় আত্মধর্ম স্থাপিবারে॥
নিরপরাধে নামাশ্রয় করিলে গ্রহণ।
শ্রদ্ধাদি ক্রমে প্রেম পাইবে জীবগণ॥৩৫॥

—[]—

শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব

কি আনন্দ নীলাচলে
কি আনন্দ হ'লো।
রথের সম্মুখে গোরা
নাচিতে লাগিল॥
সাত সম্প্রদায় বেড়ি
করেন নর্ত্তন।
ঘোন ঘোন হরি ধ্বনি
ভরিল ভুবন॥
গৌর নাচে নিতাই নাচে
নাচে গদাধর।

প্রভু সীতানাথ নাচে
নাচে বক্রেশ্বর ॥
গৌরাঙ্গ নয়ন ধারা
পিচকারী প্রায়।
ভিজিল সকল ভক্ত
নয়ন ধারায় ॥
"জ জ জক গগ" বলে
বলিতে না পারে।
চরণের তালে মহী
টলমল করে ॥
সব ভক্তগণ দেখে
সাত সম্প্রদায়।
উল্লাসে নর্ত্তন করে
প্রাণ গৌররায় ॥
"শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে
বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে
শুনিতে রসাল ॥"
সচল অচল দুই
প্রভু জগন্নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু
শুভ দৃষ্টিপাত ॥
নয়নে নয়ন দিয়ে
দেখে দু'জনায়।
সুধাপান করে যেন
প্রেম বিনিময় ॥

জগন্নাথ নন্দনন্দন
শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা।
উথলে আনন্দ সিন্ধু
নেই কোন বাধা ॥
ধীরে ধীরে চলে রথ
গুণ্ডিচার পানে।
রশি গাছি ধরি সব
ভক্তগণ টানে ॥
মধুর সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল।
নানা দেশ হ'তে লোক
ছুটিয়া আসিল ॥
হইল পাপিষ্ঠ জনম
না হ'লো তখন।
দেখিতে না পাইনু হায়
নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥৩৬॥

——(০)——

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার

অবতার সার গৌর অবতার
পরম করুণাময়।
ভজ দৃঢ় করি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
শরণ লও রাঙ্গা পায় ॥
হয় নাই আর হবে নাক তাঁর
সম কোন অবতার।

দয়ার মূরতি অপূর্ব ভকতি
ভকত স্বরূপ তাঁর॥
মুখে বলে হরি দেয় গড়াগড়ি
রজেতে ধূসর অঙ্গ।
কাঁদে ফুলি ফুলি দুটি বাহু তুলি
কেবা দেখেছে এ রঙ্গ॥
আচণ্ডালে কোল দিয়ে বলে বল
হরি বোল হরি বোল
প্রতি ঘরে ঘরে কীর্ত্তন সঞ্চারে
কি তাঁর মহিমা বল॥
প্রেম সঙ্কীর্ত্তন গোলোকের ধন
ভরিয়া আনিয়া ডালি।
দিছে অবিচারে কলির জীবেরে
পসরা করিয়া খালি॥
পাত্র বা অপাত্র জানে দিব মাত্র
প্রেমেতে ভাসাল সব।
যে প্রেমের তরে আরাধনা করে
রমা বিরিঞ্চি শিব॥
জগৎ উদ্ধার পণ যে তাঁহার
এমন দরদ কার।
হয়ে ভগবান নিজ গুণে দান
করে প্রেম গোপীকার॥
অবতার সীমা যাঁর নাই সমা
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি।
যুগধর্ম নাম প্রেম ভক্তিদান
ভব পারাবার তরী॥

এস এস ভাই সবে মিলি গাই
দয়াল গৌরাঙ্গ নাম।
অবতার সার গৌর অবতার
(এত) রাই আবরিত শ্যাম ॥৩৭॥

—— × ——

এসেছিল ভগবান

শোনরে মানব তোদের সমাজে
এসেছিল ভগবান।
কতশত বার শতরূপ ধরি
তোদের করিতে ত্রাণ॥
কত উপদেশ দিয়েছে তোদের
কত স্নেহে ডেকেছেরে।
সে ডাক তোদের গেল না শ্রবণে
ভোগ বিলাসের তরে॥
জড় সঙ্গেতে মাতিয়া রহিলি
নিত্য মানিয়া তায়।
অবোধ তোদের হ'লনা চেতন
অনিত্য সবই যে হায়॥
কত করুণায় এসেছে শ্রীহরি
জড় জগতের মাঝে।
দেখেও তোরা দেখিলি না তার
চরণ কমল রাজে॥
কতবার এসে ডেকে ফিরে গেল
অপেক্ষা করিয়া দ্বারে।

করিলিনা দেখে তাঁরে আহ্বান
গেল ফিরে নিজ ঘরে ॥
হেলায় রতন হারালি যে তোরা
এর পরিণাম শেষে।
এ ভব মাঝারে শুধু গতাগতি
যাবি শমনের গ্রাসে ॥৩৮॥

——×——

ব্যাথার ব্যাথী

বিগলিত করুণার ধারা লয়ে প্রভু মোর
জগৎ মাঝারে নেবে এসেছ।
কাঙ্গালের বেশ ধরি গাও সদা হরি হরি
আপন স্বরূপ লুকায়ে রেখেছ ॥
সমুখে যাহারে পাও যেচে তুমি প্রেম দাও
প্রেমঘন করুণার মূরতি।
গোলো:কর প্রেমধন অযাচিতে কর দান
তোমারে চিনিতে নাই শকতি ॥
কাঙ্গালের বেশ ধরে ভ্রমিছ জীবের ঘরে
অতি বড় ব্যাথার গো ব্যাথী ॥
বিরহের হাহাকারে কাঁদাও যে সবাকারে
কৃষ্ণনাম গুণগানে থাক তুমি মাতি ॥
প্রচ্ছন্ন ভকতরূপে তব লীলা অপরূপে
রাধাভাব করেছ স্বীকার।
স্বমাধুর্য আস্বাদনে অনর্পিত প্রেমদানে
জগৎ মাঝারে প্রভু প্রকাশ তোমার ॥৩৯॥

——×——

ভজ মন চৈতন্যচরণ

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগৎ করিলে ধন্য
ধন্য কলি ধন্য জীবগণ।
সন্ন্যাস আশ্রম ধন্য ন্যাসী রূপে শ্রীচৈতন্য
ভজ মন চৈতন্য চরণ ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হ'লো সেই
শচীসুত পরতত্ত্বসীমা।
গোরা সম কেহ নয় তুলনা নাহিক হয়
গৌরাঙ্গের না হয় উপমা ॥
রাম-আদি অবতারে অসুরাদি সংহারে
ক্রোধে নানা অস্ত্র করে ধরে।
হেন গৌর অবতারে মারিল না কার প্রাণে
নাম প্রেমে জগৎ উদ্ধারে ॥
জয় পদ্মাবতী সুত নিত্যানন্দ অবধূত
প্রেমদাতা দয়াল শিরোমণি।
অক্রোধ পরমানন্দ পরম আনন্দ কন্দ
ভজ তাঁর চরণ ছ'খানি ॥
গজেন্দ্র গমনে যায় মত্ত প্রেমমদিরায়
দু'নয়নে বহে অশ্রু ধারা।
আচণ্ডালে দেয় কোল বলে গৌর হরি বোল
সদা মুখে বলে গোরা গোরা ॥
সুরধুনি কুলে কুলে যায় নিতাই হেলে দুলে
নাচে হেম দণ্ড বাহু তুলে।
জগৎ উদ্ধার পণ তাঁর পতিতে করিবে পার
তাই প্রেম দেন আচণ্ডালে ॥

জয় প্রভু সীতানাথ　　কর শুভ দৃষ্টিপাত
কলিগ্রস্ত জগতের প্রতি।
কেঁদেছিল তব প্রাণ　　করিতে জীবেরে ত্রাণ
এনেছিলে গোলোকের পতি॥
পাপেতে ভরিল ভব　　ভক্তি শ্রদ্ধা নাই লব
বিষয় সুখেতে হ'লো মত্ত।
নানাভাবে জীব হিংসে　　দেবী পূজে মদ্য মাংসে
সুরা পানে হইল প্রমত্ত॥
এস এই ধরা ধাম　　জীবেরে করিতে ত্রাণ
নিতাই গৌরাঙ্গ সীতানাথ।
কলিঘোর পাপাচ্ছন্ন　　অনিত্য বিষয়াচ্ছন্ন
জগপ্রতি কর আশীর্বাদ॥
গদাধর হে শ্রীবাস　　কর মোরে তব দাস
হৃদয়ে জাগাও গৌরচন্দ্র।
অবিদ্যা তম নাশি　　রাধা পদে কর দাসী
কৃপা করি দাও চিদানন্দ॥
হইয়া মায়ার দাস　　ভ্রমিতেছে এই দাস
অনন্ত অনন্ত কাল ধরে।
দেহ রোগ ভব রোগ　　করিতেছে উপভোগ
নিজগুণে দয়া কর মোরে॥
(হে) লক্ষ্মী, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ　　নিত্যানন্দ কর ত্রাণ
না ছাড়িও অদ্বৈত গোসাই।
মো হেন পতিত জনে　　উদ্ধারিবে কোন জনে
তোমা ছাড়া মোর কেহ নাই॥
তিন প্রভু অবতরী　　স্বপার্ষদ সঙ্গে করি
সর্বজীবে করিলা উদ্ধার।

ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম　　অযাচিতে কৈলে দান
পরম দয়ালু অবতার॥
বৈষ্ণব চরণ ছায়া　　জুড়াব তাপিত হিয়া
কৃষ্ণভক্তি অশেষ ভাণ্ডার।
কৃপা করে কেশে ধরে　　টানিয়া লওগো মোরে
কৃষ্ণ ভক্তি দিয়া কর পার॥
শ্রীগুরু করুণা সিন্ধু　　অধম জনার বন্ধু
অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ অবতার।
ব্রজে মাধুর্য্যের মূর্ত্তি　　সখীরূপে সদা স্ফূর্ত্তি
রাগমার্গে স্বরূপ তাঁহার॥
শ্রীগুরু চরণ ধুলি　　লইনু মস্তকে তুলি
ঘুচাও মনের দুর্ব্বাসনা।
সাধুগুরু করুণায়　　এভব তরিয়া যায়
সবে মোরে করগো করুণা॥
হেন দিন কবে হব　　ব্রজপুরে জনমিব
সম্বন্ধ বাঁধিব কবে তায়।
নবদাসী গণনায়　　আমারে গণিবে তায়
সেবাভার দিবেন আমায়॥
(শ্রী) গুরুর করুণা হলে　　এই সব সেবা মিলে
শ্রীগুরু চরণ কর আশ।
শ্রীগুরু চরণ ধ্যান　　দিবা নিশি কর মন
যদি চাও বৃন্দাবনে বাস॥
কানুপ্রিয় প্রভুপদ　　সেই মোর সম্পদ
সেই মোর সাধন ভজন।
তুমি ছাড়া নাই গতি　　কানুপ্রিয় প্রাণপতি
কিশোর দাস বড় অভাজন॥৪০॥
——(•)——

যাচ্ঞা

অনিত্য সংসার মাঝে
পড়িয়া রয়েছি নাথ
পদে পদে শমনের ভয়।
আপনার জন যারা
সব ছেড়ে গেছে তারা
এথা হায় কেহ কারো নয়॥
আমি একা পথহারা
নয়নে গলয়ে ধারা
তব কৃপা পানে চেয়ে রই।
হা হা নাথ তৃষাহারী
দাও মোরে কৃপা বারি
তুমি ছাড়া মোর গতি নাই॥
অন্ধ আঁখি যে মোর
তামস রজনী ঘোর
মোরে নিয়ে চল হাতে ধরি।
গতিহীন বলহীন
অকিঞ্চন দীনহীন
অগতির গতি তুমি হরি
ত্রিতাপ বিষয়ানলে
দিবানিশি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না দেখি উপায়।
দয়া কর অভাজনে
তোমার কিঙ্কর জ্ঞানে
কাতরে কহয়ে কিশোর রায়॥৪১॥

——(•)——

মনঃশিক্ষা

ওরে মন—
এখন তোমার হ'লোনা চেতন
খেয়েও মায়ার লাথি।
কাম ক্রোধ লোভ প্রতিষ্ঠার লাগি
করিতেছ মাতামাতি॥
অনিত্য এ দেহ কখন মরিবে
ভেবেছ কি একবার।
নিত্য মানিয়া অনিত্য জগতে
খুঁজিছ সুখের সার॥
পরম যতনে পরেছ যে গলে
মায়ার কঠিন ডোর।
অমিয়া বদলে সংসার গরলে
ভরিল জীবন তোর॥
বিষয়ের লাগি কর ছোটাছুটি
বিষয়ে কি আছে সুখ।
হিংসা স্বার্থ দ্বেষে কলহ করিয়া
পেতেছ দারুণ দুখ॥
পরপারে কিছু নাহি যাবে সাথে
উপার্জিলা যত ধন।
আপন আপন করেছ যাদের
স্বজন বান্ধব জন॥
মরণের কালে শুধাবে না কেহ
যাবে নাক সাথি হয়ে।
যেতে হবে একা অজানা অচেনা
করমের বোঝা লয়ে॥

দুঃখে যখন কাঁদিবে অন্তর
শুনিবার কেহ নাই।
দেহ আমি বোধে এই পরিণাম
ভবের বিধান তাই॥
ভজ ভজ মন গোবিন্দ চরণ
হরিনাম কর সার।
যে হরি সে নাম শাস্ত্র পরমাণ
শ্রীহরি করিবে পার॥৪২॥

—[]—

মনঃশিক্ষা-খ

ভজ ভজ মন গৌরাঙ্গ চরণ
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
হেন অবতার হয় নাই আর
মুখে সদা হরি হরি॥
হরি হয়ে হরি ভজে গৌরহরি
নয়নে গলয়ে ধারা।
সাত্ত্বিক বিকার অঙ্গেতে তাঁহার
সকল উপমা ছাড়া॥
রাই অঙ্গে কানু মিলি এক তনু
গৌরাঙ্গ স্বরূপ হয়ে।
ব্রজ প্রেম ধন করে বিতরণ
জীব দ্বারে দ্বারে গিয়ে॥
পতিত পাবন দীনের শরণ
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি।

সংসার সাগর করয়ে যে পার
নামের তরীতে করি॥
আমি ডুবে মরি হা গৌররায় হরি
কে মোরে উদ্ধার করে।
এ পতিত জনে তুমি নিজ গুণে
পার কর কেশে ধরে॥৪৩॥

—×—

মনঃশিক্ষা

শুন হে মানস কেন রে অলস
শুধু মিছে কাল গেল।
ফুটেনি নয়ন চেয়ে দেখ মন
পূরবে যাঁহারা ছিল॥
কেহ নাই আর অসার সংসার
শমন করিছে গ্রাস।
হেরিয়া রে মন হয়ে সাবধান
না করিস কেন ত্রাস॥
ভজ ওরে মন ব্রজেন্দ্র নন্দন
(যদি) অভয় হইতে চাও।
সদা দিবানিশি হরি নামে ভাসি
কৃষ্ণনাম মুখে গাও॥
হরি ভজনের নাইরে বিচার
যে কুলে জনম হোক।
ভজিলে শ্রীহরি যাবি ভব তরি
ঘুচিবে দুঃসহ শোক॥

জঙ্গম স্থাবর কিম্বা জলচর
পেয়েছে ভকতি যারা।
ভকতির বলে সবে হেসে খেলে
নিস্তার পেয়েছে তারা॥
রে দুরন্ত মন হওরে সাবধান
শিয়রে দাঁড়ায়ে কাল।
অলস তেজিয়া শ্রীহরি ভজিয়া
কাটাও মায়ার জাল ॥৪৪॥

——×——

"রাগভক্তি দীপিকা"

শ্রীগুরু করুণাময় দয়ার সাগর হয়
পাদপদ্ম বন্দো একমনে।
যাঁহার করুণা হলে মায়াজাল যাবে চলে
কায়মনে লওগো শরণে॥
গুরু কৃষ্ণে ভেদ নাই সাধু শাস্ত্র বলে তাই
গুরু হন অগতির গতি।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না করিও কদাচন
গুরুপদে করহ ভকতি॥
ভব পারের কাণ্ডারী গুরুরূপে আসি হরি
ভবসিন্ধু পার করি দেন।
অজ্ঞান কৈতব নাশি দিব্যজ্ঞান পরকাশি
কৃপা করি দেন প্রেমধন॥
কানুপ্রিয় গুরু হরি এ দাসেরে কৃপা করি
ভক্তি পথে করগো পালন।

হা হা প্রভু কর দয়া দাও মোরে পদছায়া
কিশোর শিরে ধর শ্রীচরণ॥
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ দাও মোরে ভক্তিধন
ভক্তিদানে তুমি অধিকারী।
তোমার করুণা হলে মায়াবন্ধ যাবে চলে
অনায়াসে পাবে গিরিধারী॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মনে প্রবৃত্তি জাগে ভজনে
শ্রদ্ধা বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়।
অসৎ সঙ্গ পরিহরি কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করি
ষড়রিপু কর পরাজয়॥
মো হেন পতিত নাহি ত্রিজগতে দেখ চাহি
এ পতিতে করগো উদ্ধার।
বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি শ্রীচরণে নমি আমি
কিরূপে পাইব নিস্তার॥
বেদ পুরাণাদি তন্ত্র মথিয়া উঠিল মন্ত্র
কৃষ্ণনাম পরম উপায়।
এ' কলিঘোর তিমিরে আচ্ছাদিল জগতেরে
পদে পদে কত আছে ভয়॥
নামাশ্রয়ে আছে যারা উদ্ধার পাইবে তারা
কলি বাধা হ'তে পারে রক্ষা।
নাম ছাড়া গতি নাই এ কলিতে জেন ভাই
মহাপ্রভু দিয়াছেন এ শিক্ষা॥
নিরপরাধে নামাশ্রয় সেই সে পরম উপায়
নাম হতে হবে প্রেমোদয়।
নামাশ্রয় হইতে হয় শ্রদ্ধাদির ক্রমোদয়
সাধনের এই তো উপায়॥

সাধকের সাধন নাম সিদ্ধে নাম নামী হন
নাম নাম শুধু নাম ময়।
কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ সেবা সে সৌভাগ্য পায় যেবা
মুখে সদা নাম গান হয়॥
যত আছে সাধনাঙ্গ তারমধ্যে স্মরণাঙ্গ
রাগমার্গে এই সে প্রধান।
এও হয় নামাধীন অঙ্গীনাম সর্ব স্বাধীন
শাস্ত্রবাক্যে হয় তা প্রমাণ॥
নাম নামী ভেদ নাই একই তত্ত্ব জেন ভাই
এইত সকল শাস্ত্র মর্ম।
কৃষ্ণের নামাবতার নামের কৃষ্ণাবতার
নাম বিনা নাহি আর ধর্ম॥
ইন্দ্রিয়ের কর্মদোষে পঞ্চপ্রাণী পায় নাশে
একেক ইন্দ্রিয় সেবা ফলে।
উন্মত্ত মানুষ হায় পঞ্চেন্দ্রিয়ে সেবে তায়
তার জন্ম যাইবে বিফলে॥
চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চদিকে ধায় মন
পঞ্চরস করে আস্বাদন।
সংসার বিষয়ানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
তথাপি বিষয় প্রলোভন।
দেহে 'আত্ম' বোধ স্বপ্ন মান বিষ বিষয়ে বিপদ জান
নরতনু ভজনের মূল।
সাধুসঙ্গ কর মন কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন
ইহাতে কভু না কর ভুল॥
আমি হীন দুরমতি বিষয়ে সতত প্রীতি
মোর গতি না দেখিয়ে আর।

গুরু মোরে কৃপা করি টানি লহ কেশে ধরি
তবে যদি পাইগো উদ্ধার॥
শ্রীগুরু কৃপায় ভাই এ ভব তরিয়া যাই
বিষয় বাসনা পরিহরি।
কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি হবে ব্রজের নিকুঞ্জে তবে
করিবেন নিজ অনুচরী॥
কর্মী জ্ঞানী সঙ্গ ত্যজি কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে মজি
সদা কর কৃষ্ণ আলাপন।
গ্রাম্য কথা গ্রাম্য বার্তা না শুনিব আন কথা
সদা কর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥
অন্য দেব পূজার্চ্চনা দান ব্রত ধর্ম নানা
ইহা ছাড়ি ভজ গিরিধারী।
ব্রজে রাগাত্মিকা ভক্ত (হলে) তাঁসবার অনুরক্ত
সেবা দিবে তাঁরা কৃপা করি॥
হা গোবিন্দ গোপীনাথ কর শুভ দৃষ্টিপাত
এ অধমে কর পরিত্রাণ।
দয়া সিন্ধু গুরু হরি নিজগুণে কৃপা করি
কর নাথ মোরে অবধান॥
বিষয়ে মলিন চিত্ত নাই ভক্তি গন্ধ মাত্র
অপরাধে জর্জরিত দেহ।
কেবা মোর হিতকারী শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ হরি
চরণে শরণ মোরে দেহ॥
সদা কর কৃষ্ণ চিন্তা আর সব হয় বৃথা
এ সংসার মায়া ইন্দ্রজালী।
কৃষ্ণ সেবা নাম গান কৃষ্ণ স্মরণ কৃষ্ণ ধ্যান
ভজনের এইতো প্রণালী॥

স্মরণে ভাবিবে যাহা সিদ্ধদেহে পাবে তাঁহা
ভজ মন একান্তী হইয়া।
মধুময় বৃন্দাবন স্মরণ কররে মন
গোপ গোপী সখাদি লইয়া ॥
যমুনার তট বনে রাই কানু রত্নাসনে
বসি রহে সখিগণ মেলি।
শীতল পবন বয় পরিমল ভরে তায়
ফুটিয়াছে যুথি কুন্দ বেলি ॥
কবরীতে ঝোলে ফুল কানে দোলে স্বর্ণ ছুল
নানা আভরণে ঝলমল।
পীতবাস নীলাম্বরী পরিয়াছে শ্যাম গৌরী
নাকে শোভে মুকুতার ফুল ॥
আহেরী গোপের ঘরে তনয়া করিয়া মোরে
জনম দিবেন যোগমায়া।
হব কবে নবদাসী সেবা ভার লব হাসি
প্রেমানন্দে শিহরিবে হিয়া ॥
গুরুরূপা সখী সাথে সেবা ডালি লয়ে হাতে
নিকুঞ্জে চলিব ধীরে ধীরে।
সখী অনুগতা হয়ে কুঞ্জে প্রবেশিব গিয়ে
ইঙ্গিতে কহিবে যাহা মোরে ॥
অভিন্ন শ্রীব্রজধাম দিব্য নবদ্বীপ গ্রাম
অদ্যাপিয় গৌর লীলা হয়।
প্রেমনেত্র আছে যাঁর লীলা সনমুখে তাঁর
ইহাতে না করিহ সংশয় ॥
রাই কানু একাকৃতি মহাভাব পরিপতি
নদে শচী জগন্নাথ লালা।

সঙ্কীর্ত্তন রাসবিহারী শচীনন্দন গৌরহরি
শুধু ভাব তরঙ্গের খেলা ॥
না আছে গোপের বালা বলয় কুণ্ডল মালা
নাই শুনি মুরলী নিঃস্বন।
বীণা আদি বাদ্য নানা এথা নাই যায় শুনা
কেবলি ত উচ্চ সংকীর্তন ॥
সংকীর্তন মহারাসে নৃত্য করে প্রেমোল্লাসে
সপার্ষদে প্রভু গৌরহরি।
ভাবের তরঙ্গ বয় ব্রজলীলা আস্বাদয়ে
স্মর মন সে লীলা মাধুরী ॥
নিভৃত নিকুঞ্জ বনে নাচিতেছে শিখি গণে
দক্ষিণ পবন বহি যায়।
কোকিলের কুহুতান শুক শারী করে গান
ফুলে ফুলে অলিকুল ধায় ॥
নানাবিধ শোভে ফুল পরিমলে প্রাণাকুল
সে শোভার যাই বলিহারি।
শ্রীরাধা-সরসী জলে ফুটি আছে শতদলে
মরালে ভ্রমিছে তাহা ঘেরি ॥
রাই কানু একসঙ্গে বিহার করিছে রঙ্গে
সে লীলা কর মন স্মরণ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা সত্য এই লীলা হয় নিত্য
চিন্ময় ভূমি বৃন্দাবন ॥
গৌরকৃষ্ণ ইষ্ট স্থানে বসি কর নাম গানে
এই হয় বিশুদ্ধ ভজন।
সকল অনর্থ যাবে চিদানন্দ সুখ পাবে
সদা চিন্ত শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন দাও মোরে ভক্তিধন
অধম পতিত এই জন।
কুবিষয়ে মোর মতি কৃষ্ণপদে নাহি প্রীতি
তুমি সব পতিত পাবন॥
মো অধমে কর ত্রাণ শ্রীচরণে দাও স্থান
হৃদয় তামস হোক নাশ।
শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গীগণ ধর শিরে শ্রীচরণ
(কর) দিব্যজ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশ॥
করেছি কত অপরাধ সে কারণে পড়ি বাদ
তোমাদের কৃপা হ'তে আমি।
ওগো বাঞ্ছা কল্পতরু মোরে অঙ্গীকার কুরু
অদোষ দরশী হও তুমি॥
এ কিশোর বড় দোষী পরেছি মায়ার ফাঁসি
নিবেদন করি অনুক্ষণ।
কোর না উপেক্ষা মোরে ধাম রজে আছি পড়ে
পারি যেন করিতে কীর্তন॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন বলিয়া কাঁদরে মন
লজ্জা মান দূরে পরিহরি।
বৈষ্ণব চরণে পড়ি দাও রজে গড়াগড়ি
তবে কৃপা হইবে তাঁহারি॥
না লইও দোষ ত্রুটি দোষ মোর কোটি কোটি
প্রণাম জানাই ভক্তপায়।
আমার আরাধ্য যিনি শ্রীগৌররায় হরি তিনি
কৃপা করি লেখান আমায়॥
আমি বিদ্যা বুদ্ধিহীন সুকৃতির নাইক চিন্
পাপ দোষ অপরাধে গড়া।

ভজন সাধন নাই সকলে জেন তা ভাই
যদি কৃপা করে মোরে গোরা॥
তবে তো নিস্তার পাই নতুবা নরকে যাই
কত আছে কর্মে মোর দুখ।
একথা শুনেছি আমি দয়াল ঠাকুর তিনি
এ ভরসায় বাঁধিয়াছি বুক॥
কানুপ্রিয় প্রভুপাদ হৃদয়ের সম্পদ
জনমে জনমে রেখ পায়।
কোরনা চরণ ছাড়া হব গো আশ্রয় হারা
রাগভক্তি দীপিকা কহে কিশোর রায় ॥৪৫॥

---[]---

আক্ষেপ (খ)

(ওগো) প্রাণনাথ আমার কি হবে দশা
আমি অতি হীন পাপেতে মলিন
না দেখি গো কোন আশা॥
(হে) গোপীনাথ আমার কি হবে হায়
নীচ মোর মতি নাহিক সুকৃতি
কামেতে মগন তাই॥
(ওগো) রাধানাথ আমার কি হবে গতি
আমি অতি খল মুরখ প্রবল
তব পদে নাহি রতি॥
(হে) প্রভু মোর কি হবে উপায় বল
আমি গৃহমেধি কাম ক্রোধ আদি
কেমনে ছাড়িব বল॥

(হরি হে) আমার নাই কোন পরিত্রাণ—
(কেবল) চাইগো বিষয় আর কিছু নয়
বাসনা হয়েছে প্রাণ ॥
আমার কি উপায় বল গোরা—
নাহিক সাধন নাহিক ভজন
মায়া মোহে আমি ভরা ॥
গোপীনাথ এসকলি সত্য কথা
না অতিরঞ্জিত না হয় কল্পিত
আমার প্রাণের ব্যাথা ॥
আমার শমনে ভয় কি হরি
(যদি) হও সম্বল তুমিই কেবল
শমনে নাহিক ডরি ॥
যদিও হয় গো জনম পুনঃ
তোমার চরণ করিয়া স্মরণ
গাইব তোমারি গুণ ॥
আমার যা হয় জনম হোক
ভয় কি তাহাতে তুমি আছ সাথে
তরিব দুঃখ শোক ॥
হরি হে! দয়া রেখ মোর পরে
যে কুলে যাইনা জনম লভিনা
শোধন করো হে মোরে ॥
হরি! আমি মানব হইব যবে
তোমার ভজন করিব তখন
সে ইচ্ছা দিও গো তবে ॥
ও ভাই! তোমরা শুনহ আজ
শিক্ষা লভিয়া আমারে দেখিয়া
কোরনা এমন কাজ ॥

তোমরা করহ ভজন সবে
দুর্লভ জনম পেয়েছ এখন
হরিনাম কর এবে ॥
তোমরা কোর না দেরী আর
(এথায়) অনিত্য সকল দুঃখ বহুল
এ ভব হও গো পার ॥
(যদি) কেহ অমর হইতে চায়
কৃষ্ণের চরণ করবে ভজন
শ্রীকৃষ্ণ অমৃতময় ॥
জেন এই সকলি সত্য হয়
বেদাদি পুরাণে করেছে বাখানে
কৃষ্ণধাম নিত্য হয় ॥
তোমরা কোর না গো অবহেলা
যাইলে তথায় ফিরিতে না হয়
মিটিবে ত্রিতাপ জ্বালা ॥
গোপীনাথ কি আর বলিব আমি
দয়া কোরো 'হরে' এই অভাগারে
চরণে রেখ গো স্বামী ॥৪৬॥

——(•)——

সেবকের নিবেদন

শুনহে কিশোর তোমার চরণে আমার মিনতি এই।
তুমিত আমার আমিত তোমার আরতো কাহার নই ॥
তবে কেন প্রভু করিয়া বঞ্চিত আমারে রেখেছ দূরে।
তোমার চরণে করেছি গো দোষ তাই কি গিয়েছ ছেড়ে ॥

কত অপরাধ করেছি গো আমি সীমা পরিসীমা নাই।
নিজ গুণে তুমি কর দোষ ক্ষমা মিনতি চরণে জানাই ॥
ভাবিতে মোর কাঁপয়ে হৃদয় বলিতেও লাগে ভয়।
করি হেঁট মাথা লজ্জিত অন্তর নিবেদন এই হয় ॥
তুমি দণ্ড দিয়া শোধন করিয়া অঙ্গীকার কর মোরে।
তব অনুগত করিয়া লইয়া সেবা দাও গো আমারে ॥
যদি লয় মনে এ অধম জনে জন্ম দিও তব স্থানে।
নিকুঞ্জের সেবা ইহা দুরাশা সাহস পাইনা মনে ॥
যদি লয় গো তোমার মনে তবে কোর এই দাসাধমে।
নিকুঞ্জের পথে গুল্মলতা করি ফেলে রেখ এ অধমে ॥
সখিগণ সাথে চলিবে যখন কিশোরীর হাত ধরে।
গোপীগণ সহ তব পদরেণু লাগিবে আমার শিরে ॥
যে পদের রেণু বন্দনা করে শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ।
সে রেণু লভিয়া ধন্য হইয়া স্মরিব তোমার চরণ ॥
রাই সুধামুখী মোরে কৃপা করি চরণ ঠেকাবে অঙ্গে।
হাসিতে হাসিতে কুঞ্জে পশিয়া করিবে যেন লীলা রঙ্গে ॥
(এ) কিশোর দাস মনে করে নানা আশ সত্য হবে কি ইহা ?
তুমি ভাবগ্রাহী হরি—ইচ্ছা করিলে, পূর্ণ হইবে তাহা ॥৪৭॥

—— × ——

ত্রিতাপ উদ্বেগ

আর না সহিতে পারে উদ্বেগ মন।
হা নাথ! ত্রিতাপ হতে কর পরিত্রাণ ॥
এসেছিনু সব ছাড়ি তোমারি তরে।
কর্মদোষে বাধা দিল পাপিষ্ঠ মোরে ॥

তাই মনে নাই সুখ ত্রিতাপেতে পাই দুখ
সহিতে পারি না নাথ দুঃসহ জ্বালা।
স্বেচ্ছায় পরিনু গলে মরণের মালা ॥
ক্ষণে ক্ষণে তাপ উঠে জ্বলে যায় বুক।
আর কবে পাব বল অমৃত সম সুখ ॥
তুমি নাথ আছ তাই এখনও মরি নাই
উঠিলে অন্তর দাহ দিয়া কৃপা বারি।
শীতল করগো হিয়া তুমি হে শ্রীহরি ॥
দেখেও দুরন্ত মন চায় না তোমায়।
বিষয়ের রসে সে যে ডুবে যেতে চায় ॥
সহিতে নারিলে দুখ করাঘাত করে বুক
তুমি হরি কৃপা করি নিভাও অনল।
বুঝেও বোঝে না মন দুরন্ত প্রবল ॥
হা হা নাথ কর ক্ষমা, দাও এই বর।
(তব) শ্রীচরণে মন মোর থাকে নিরন্তর ॥
অশেষ করুণা করে শ্রীচরণে রেখ মোরে
তুমি আর আমি যেন হই এক প্রাণ।
চরণ সমীপে বসি শুনাইব গান ॥
ত্রিতাপের জ্বালা মোর সব মুছে যাক।
তোমাতে আমার মতি নিরন্তর থাক ॥৪৮॥

——(•)——

অকৃতজ্ঞ

(১)

কত যে বেদনা পেয়েছি গো আমি
প্রতিদিন প্রতিরাত।
অম্লান বদনে সহিতেছি সবই
পাশে আছ বলে নাথ ॥

(২)

আপনার দোষে পেতেছি এ ব্যাথা
কত বা কহিব আর।
তুমি ওহে নাথ কত দিবে সাড়া
এত দায় বল কার॥

(৩)

আমি মরি হায় আপনার দোষে
তুমিও পেতেছ ব্যাথা।
সম্বন্ধ সূত্রে বেঁধেছ বলিয়া
শুনিছ আমার কথা॥

(৪)

আর কত কাল দিব বল ব্যাথা
তোমারে আমি গো হায়।
কিছুই পারিনা তোমায় করিতে
(যেন) তোমারিত শত দায়॥

(৫)

অসহায় জানি দিয়েছ আশ্রয়
এই বুঝি ফল তার।
তুমি বলি তাই করিতেছ ক্ষমা
লয়েছ আমার ভার॥

(৬)

চিনিতে নারিনু তোমারে হে নাথ
কত যে দরদী তুমি।
তোমার চরণে যে লয় শরণ
তার ভার লও স্বামী॥

(৭)

এতই অজ্ঞ এতই অকৃতজ্ঞ
পেয়েও করুণা আমি।
তোমার হইতে পারিলাম নাক
বিধান কর হে তুমি ॥৪৯॥

—— × ——

অভিমান

চলে যাবে একথাটি ভাবিতে পারিনা আমি।
এতদিন কাছে থেকে কোথায় যাবে গো তুমি।
শুধু মিছে ভালবেসে পরাইলে মোহ
তোমার বিরহে হৃদে হতেছে গো দাহ
কেন এত ছলনা তুমি কর গো বার বার।
দুর্ব্বল অন্তর মোর তাই উঠে হাহাকার॥
কতবার নিবেদিছি তুমি যেও নাক ছেড়ে।
তোমার বিরহে এথা আমি থাকি একা পড়ে।
ওগো সখা তব প্রতি মোর নিবেদন
দিও না বেদনা শুন কাতর বচন
তুমি আছ পাছে তাই আমি মনে পাই সুখ।
নতুবা অন্তর দহে জলে যায় মোর বুক॥
কাছে কাছে থাক তুমি মোর ছায়া সম।
আঁখির আড়ালে গেলে বুক জ্বলে প্রিয়তম॥
এস মোরা এক সাথে থাকি নিরন্তর।
দোঁহার অন্তর কথা বলি পরস্পর॥
এই মোর মন কথা সব বলছি তোমায়।
যদি না রাখ গো কথা পাবে না আমায়॥৫০॥

——(•)——

দুঃখ বাণী

সত্যি করে বলতে কিগো তোমায় আমি চিনলাম না।
সবার মত তোমায় আমি তেমন ভাল বাসলাম না॥
পেয়েছি আমি অনেক উপকার
সাড়াও আমি পেয়েছি তোমার
কিন্তু হায় গ্রহের ফেরে বুঝেও তোমায় বুঝলাম না।
তোমার কৃপা পেয়েও ওগো তোমায় আমি জানলাম না॥
সবার মত তোমার উপর হ'তো গো যদি টান।
সেই দিন হ'তে এ দাস তোমার হ'তো গো ভাগ্যবান॥
কি জানি তবুও করিছ গো দয়া
পালিছ মোরে দিয়া পদছায়া
যদি কোনদিন অন্তর মুখী হয় তব এই দাস।
সেদিন করিবে পূর্ণ করুণা ছাড়িব স্বস্তি শ্বাস॥৫১॥

——[]——

"কৃপা বেশী কার"

কৃপা বেশী কার বলা বড় ভার
রাধা না চন্দ্রাবলীর।
দুই নায়িকারে বাদ দিবে কারে
দুঁহুর করুণা গভীর॥
রসের লাগিয়া হয় পরকীয়া
স্বপক্ষ বিপক্ষ ভাব।
বৃন্দাবনে হয় লীলারস ময়
প্রেমের ইহাই স্বভাব॥

বিরহে বঁধুর হইলে কাতর
নায়িকা শ্রেষ্ঠা রাইয়ে।
চন্দ্রাবলী আসি রাই কাছে বসি
সান্ত্বনা দিয়া যায়ে॥
পাইয়া সান্ত্বনা রাধিকার কান্না
অতি সহজেই থামে।
চন্দ্রাবলী মুখ হেরি পায় সুখ
আনন্দ পাথারে রমে॥
এসকল লীলা যোগমায়া খেলা
কোর নারে অবহেলা।
সব রস সার হয় যে শৃঙ্গার
অতি গোপনীয় লীলা॥
রাধা চন্দ্রাবলী দুই কৃপাশালী
দুজনাই হল পূজ্যা।
দুঁহু কৃপা হলে শ্যামচাঁদ মিলে
কেহ নয় কার ত্যাজ্যা॥
দু যূথে মোহন হন অধিষ্ঠান
দুজনাই তাঁর প্রিয়।
রাধা ঠাকুরাণী ভাব স্বরূপিনী
অধিক মমতা হয়॥৫২॥

——(•)——

অন্তরের বাণী

কত করে জানাই তোমায় অন্তরের বাণী।
পূর্ণ কর পূর্ণ কর হে দয়াল শিরোমণি॥
আর কারে বলি বলো
মোর তুমি যে সম্বল

তোমার কাছে মনের কথা বলতে নাই লাজ।
আপন ভেবে বলি আমি পূরণ কর আজ॥
যাহা আমি নিবেদিছি তোমার রাঙ্গা চরণে।
পূর্ণ তুমি করেছ তাহা আছে মোর স্মরণে॥
জানাই একটি কথা
দিও না গো প্রাণে ব্যাথা
তব চরণে শরণ দিয়ে তারণ কর মোরে।
প্রবল ঐ ঘূর্ণিঝড়ে পড়িনা কালের ফেরে॥
আছ মনে বিশ্বাস পূরাবে মনের আশ।
হতে পারি দীন হীন, আমি তো তোমারি দাস॥
কোরনা মোরে ছল
আমি যে অতি দুর্বল
তোমায় ধরে আছি পুরাও এবার মন সাধ।
তোমার কৃপা হতে যেন না পড়ি কভু বাদ॥৫৩॥

—(•)—

ডাক

এতদিন ধরা তুমি দিয়েছিলে মোরে
আর কি দিবে না নাথ ধরা।
বাকি আছে এক কথা তোমা বলিবারে
একবার দাও এসে সাড়া॥
এসেছ নিশিথে তুমি নিরবে গোপনে
গৃহকোণে জ্বলছিল দীপ।
কত কথা বলেছিলে গোপনে শ্রবণে
ভালবেসে পরাইলে টিপ॥

আমি একা বসে রহি খুলি গৃহদ্বার
তব আশে নিশি কেটে যায়।
তোমার মধুর বাঁশী শুনি নাক আর
কেন তুমি আসনা হেথায়॥
তব পূজা আয়োজন করি প্রতিদিন
সকাতরে কত আমি ডাকি।
বাকি আছে এক কথা এস একদিন
বিষন্ন বদনে রহি একাকী॥৫৪॥

—[•]—

গোলোকের গুপ্তধন

গোলোকের গুপ্তধন, হে নাম স্বরূপায়
এসেছ ধরায়।
স্বেচ্ছায় মানব রসনায়
নিজ গুণে হয়েছ উদয়
প্রণতি জানাই তব পায়॥
কলি ঘোর অন্ধকারে, আলো দাও মোদের উদ্দেশে
নব নব বেশে।
চিত্তের কালিমা যায় উঠি
আত্মার স্বরূপ ওঠে ফুটি
অভিনব তোমারি পরশে।
অবশেষে দেখাও তোমার আপন স্বরূপ আনি
হাসি মুখখানি।
ভব বন্ধন কর মোচন
কৃষ্ণ রূপে দাও শ্রীচরণ
এই তব পুরস্কার জানি॥

সাধন স্বরূপে জীবের মাঝারে হও অগ্রসর
করুণা অপার
চিরাশ্রয় হও নাম তুমি
করুণায় এসেছ গো নামি।
হে নাম করুণা পারাবার ॥৫৫॥

---[]---

জড়ের ধর্ম্ম

তোমারে ভুলেছি বলে তাই জ্বালা এত।
তুমিত জগৎবন্ধু অনন্ত করুণাসিন্ধু
একবারও ডাকি নাক আমি দিবারাত ॥
জড় সুখ শুধু চাই জড়বাসি ভালো।
ক্ষণে ক্ষণে হা হুতাশ কালের যে মহাত্রাস
কি কর্ম করেছি হায় একি মোর হ'লো ॥
জড়ে ভালবাসিলে গো দুখ পেতে হবে।
ইহা যে জড়ের ধর্ম সুজন জানে সে মর্ম
আমি হায় নিরবোধ বুঝিব বা কবে ॥
অসীম করুণা কত তবুও তোমার।
রেখেছ চরণ তলে সিঞ্চিয়াছ কৃপা জলে
বুঝেও বুঝিনা আমি দূরদৈব আমার ॥
এই কৃপা কর নাথ আমার মিনতি।
যদি দয়া করিয়াছ শ্রীচরণে স্থান দিছ
তোমারে ভুলিনা যেন পদে থাকে মতি ॥
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর বাঞ্ছা কল্পতরু।
নামাশ্রয়ে থাকি যেন তোমারি কিঙ্কর মেন
প্রাণে ব্যাথা দিইনা যেন আমি নাথ কারু ॥

তুমি মোর সাধন ধন আমারি উপাস্য।
পূরব ভজন ফলে পেয়েছি গো সেই বলে
ছেড় না আমারে নাথ আমি তব পোষ্য ॥
কুপুত্র যদিও হয় (সে) জননীর পাল্য।
সেরূপ আমিও 'হরে' তোমা ভুলি মাত্তি জড়ে
মিছা মায়া মোহ পাশে এজীব পড়িল ॥
যদি দয়া থাকে নাথ এজনার প্রতি।
অন্তরযামী গো তুমি ভালরূপে জান স্বামী
সে বিধান কোর গো মোর তব চরণে মিনতি ॥৫৬॥

---×---

শ্রীকৃষ্ণ লীলা

লীলাময় হরি কত লীলা তব
মধু হতে সুমধুর।
আমি শুধু ভাবি বিরলে বসিয়া
শুধু দুরাগত বেণু সুর।
জগতের মাঝে আস প্রভু তুমি
কত রূপে কত ছলে।
নরলীলা তব সবার উপর
ব্যাকুল করিয়া তোলে ॥
তুমি তো মহান অনাদির আদি
চিদানন্দ মূর্তিমান।
নরের সমাজে মিশে কর লীলা
হইয়া নর সমান ॥

যেন কত ভয় ব্যাকুলতা মান
উদার চরিত স্নেহ।
আরও কত গুণ কর অভিনয়
বুঝিবে না ইহা কেহ॥

তুমি যার প্রতি কর গো প্রসাদ
আপনার করি লও।
বুঝে সেই জন তোমার মহিমা
তারি সাথে কথা কও॥

তুমি তো মহান আমি ক্ষুদ্র হীন
শত দোষে জর জর।
বুঝিব কেমনে তোমার এ লীলা
কৃপা না যদি গো কর॥

আমি ভালবাসি নর লীলা তব
গোঠে মাঠে সখা লয়ে।
বাজাইয়া বেণু চরাও গো ধেনু
তৃণ পরে থাক শুয়ে॥

উদুখলে চড়ি কর ননী চুরি
চকিত নয়নে চাও।
মাতার তাড়নে সজল নয়নে
মিছে কথা কত কও॥

রাম অবতারে বনে বনে ঘুরে
কত যে পাইলে দুখ।
সীতারে হরিল রাবণ যখন
কাঁদিলে পাইলে শোক॥

সীতারে উদ্ধার করিয়া আনিলে
বধিয়া রাবণ রাজ।
অযোধ্যা নগরে হইয়া নৃপতি
পালিলে জন সমাজ॥

নদে পথে পথে হরিনাম গেয়ে
রাধাভাবে বিভাবিত।
পথে গড়াগড়ি ধুলায় ধসর
দেখালে যে লীলা কত॥

আচণ্ডালে ধরি মুখে বলে হরি
শোধন করিয়া তারে।
ব্রজপ্রেম ধন করিয়াছ দান
এ ভবের সংসারে॥

তোমার মহান উদার এ লীলা
তুলনা নাহিক তার।
জনমে জনমে তোমার স্মরণে
(যেন) ভরে থাকে অন্তর॥৫৭॥

—×—

আর্তিহারী

কতবার কেঁদেছি গো জানায়ে মিনতি।
হবে নাকি তব দয়া এ জনার প্রতি॥
বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি আর্ত্তের আর্ত্তিহারী।
শুনেছি হে তব নাম ওগো গিরিধারী॥

সার্থক কর গো নাম
পূর্ণকর মনস্কাম
তুমি যে আমার নাথ এই শুধু আশা।
রাখিবে মিনতি মোর না হ'ব নিরাশা॥
প্রাণের বেদনা আমি বলি বারবার।
দয়াময় দয়া করে শুনহে এবার॥
আর কিছু নাই চাই
প্রয়োজন আর নাই
যেদিন দিয়েছ তুমি এদাসেরে সঙ্গ।
আজি বুঝি হয় গো মোর সে সঙ্গ ভঙ্গ॥
তাই বলি সকাতরে এবার ফিরাও মোরে।
তোমার রাতুল পায়ে স্থান দিয়ে চিরতরে ॥৫৮॥

—(•)—

প্রীতির ব্যাথা

ছিন্ন করে সকল ভালবাসা
গেলে তুমি আমায় একা ফেলে।
বিবেক তোমার দিল নাক বাধা
ফিরে তুমি চাইলে না চোখ মেলে॥
তোমার কথা ভাবি নিশিদিন
আমারে কি তোমার মনে পড়ে?
এ আবার কেমন প্রীতির টান
ভুলে তুমি গেলে একেবারে॥
কথা ছিল মোদের দুজনার
থাকবো মোরা যুগলে একসাথে।
মোদের মাঝে হবে না বিচ্ছেদ
সেদিন তুমি বলেছিলে প্রাতে॥

কেন তুমি নিঠুর হ'লে হায়
সত্যি করে বলি একটি কথা
তুমি মোর প্রাণের থেকেও প্রিয়
প্রীতির জন্যে আড়াল হলেই ব্যাথা ॥৫৯॥

—(•)—

বৃথায় জীবন

(শুধু) দুদিনের মিথ্যার সে সারাটি জীবন।
বৃথা কাটানু হায় মানব জনম॥
জড়ে মিথ্যা ভালবেসে
ক্লেশ পাই পরিশেষে
হাবু ডুবু খেয়ে মরি নাই পাই কুল।
এদোষ কাহারে দিব সবি মোর ভুল॥
এ জড় জগতে যাদের বেসেছি ভাল।
থাকিবে না চিরকাল হবে এলোমেলো॥
করমের ফাঁদে পড়ি
বৃথায় আমি যে মরি
কাল দণ্ডে কেহ মোর হবে না সহায়।
কোন্ অজানার দেশে লবেরে আমায়॥
এখনও বিবেক মোর দিল না সাড়া।
বিষয়ের প্রলোভনে হই দিশাহারা॥
যে মুহূর্ত্তে বুঁজিব আঁখি
শুনিবে না করম বাকি
আপন করম জালে হইব পতন॥
বুঝেও অবোধ মন হল না চেতন॥

হা হা প্রভু কর দয়া এ দীন পামরে।
অনিত্য সুখের লাগি কুকর্ম যে করে॥
হিতাহিত নাহি জানি
শুনি নাই কার বাণী
বাঁচাও আমারে নাথ জানি অর্বাচীন।
সুপথে চালিত কর আমি তবাধীন ॥৬০॥

—(•)—

আত্ম নিবেদন

ওগো গিরিধারী যাই বলিহারি
দয়ার নাহিক পার।
বুঝিবে কেমনে এই দীন হীনে
হে করুণাবতার॥
কৃপা করি তুমি নিয়েছিলে স্বামী
সুমধুর বৃন্দাবন।
পরশিয়া ধূলি নাহি সরে বুলি
আনন্দে ভরেছে মন॥
অপরাধ কত করি শত শত
পাপেতে আছি গো ভরে।
নাহিক সুকৃতি কেবল দুষ্কৃতি
বিচারিয়া দেখ মোরে॥
বিষয় বাসনা কাঞ্চন ললনা
মোহেতে রেখেছে জেরে।
তবুও তোমার করুণা অপার
দয়া করিতেছ মোরে॥

ত্রিতাপ সংসারে দগধে শরীরে
কেবল হেথায় দুখ।
তবুও বিষয় না ছাড়ি গো হায়
বিষয়ে খুঁজিছি সুখ॥
পাইয়া যাতনা অন্তরে বেদনা
কথন হইলে পরে।
বিষয় ছাড়িয়া একাকী হইয়া
থাকিব সমাজ ছেড়ে॥
পরক্ষণে হায় মন ভুলি যায়
থাকিগো সংসারেতে।
কখন ভোগের কখন ত্যাগের
ছলনায় মন মাতে॥
তুমি দয়া করি নিয়েছিলে হরি
তোমার মধুর ধামে।
বিষয়ের টানে করি আকর্ষণে
আসিনু জড়ের কামে॥
ওগো গিরিধারী তুমি কৃপা করি
খুলি দাও বাঁধা মোর।
অনিত্য সংসার কেহ নহে কার
মায়ার খেলা সে তোর॥
আত্মা ভুলিয়া আছি গো পড়িয়া
দেহে আত্মবোধ করি।
দেহের সম্বন্ধ পুত্র দারা বন্ধু
সকলি অনিত্য হবি॥
ভব পথ সাথী লয়ে মোরা মাতি
আত্মার কেহ নয়।

আসিলে শমন ছাড়িবে তখন
যাইবে না কেহ হায় ॥
ইহাও বুঝিয়া ছাড়িতে নারিয়া
মায়া মোহে আছি বাঁধা।
ওগো গিরিধারী তুমি কৃপা করি
খসাও মায়ার বাঁধা ॥
তুমি পিতামাতা ভবসিন্ধু ত্রাতা
পতিত জনার বন্ধু।
জননী পালন পিতার পোষণ
তোমার স্নেহের বিন্দু ॥
তোমার চরণ করে যে স্মরণ
অভয় দিয়া গো রাখ।
কিশোর দাসে ধরিয়া গো কেশে
দাস গণনাতে লিখ ॥৬১॥

——[]——

শরণাগতি

কপোত কপোতী দুই বৃক্ষ শাখে বসি রই
প্রণয়ে কাটায় কাল
আনন্দ অন্তরে।
হঠাৎ কপোতী দেখে উচ্চ বৃক্ষ শাখা থেকে
নীচে ব্যাধ বাণ ধরে
আছে লক্ষ্য করে ॥
কপোতী কহিল সাথি শোন শোন প্রাণপতি
মোদের মারিবে ব্যাধ
নীচে দেখ চেয়ে।

কপোত কহিল তারে ঈশ্বর রাখেন যারে
কে তারে মারিতে পারে
তুমি স্মর তাঁরে ॥
মাথার উপরে বাজ পক্ষী চেয়ে আছে আজ
উর্দ্ধে নীচে মৃত্যু দেখি
কপোতী ডরায়।
কপোত কহিল পুনঃ যারে প্রভু রাখে জেন
কোন বিপদেতে তার
নাহি কোন ভয় ॥
ভুজঙ্গ আসিয়া তায় ব্যাধেরে দংশিল পায়
লক্ষ্য বাণ গিয়ে সরে
লাগিল বাজেতে।
বাণে বিদ্ধ বাজ পাখি মুদিয়া দুইটি আঁখি
ছটফট করি হায়
পড়িল ভূমিতে ॥
সর্প বিষে ব্যাধ বীর থাকিতে না পারে স্থির
ভূতলে পড়িয়া তার
হইল মরণ।
ঈশ্বরে ভরসা করে থাকিতে পারিলে তারে
বিপদে করিয়া রক্ষা
দেন শ্রীচরণ ॥৬২॥

—— × ——

লও ব্রজ প্রেম সুধা

শুনিয়াছি আমি অতি অপরূপ যুগল প্রেমের কথা
অতি গোপনীয় বিরহ প্রেমের ব্যাথা।
প্রিয়তম লাগি কাঁদিতে কাঁদিতে মূরছা হইলে শেষে
নিভৃত নিকুঞ্জ কানন ভেদি দরশন দেয় এসে
প্রশান্ত মূরতি অতি অপরূপ নটবর বেশে॥

যুগল কিশোর ভাবের আবেশে প্রেম বিলাসের স্রোতে
বিবর্ত হয়ে একতনু হয় ভাবের উৎস হ'তে।
এক হয়ে দুঁহু করিয়াছে লীলা নদীয়া নগর মাঝে
ভাসায়াছে ধরা নয়নের নীরে কিবা অভিনব সাজে
কম্পয়ে ক্ষিতি পুলক রভসে পরশে চরণ রাজে॥
ব্রজের নিগূঢ় সমধুর প্রেম ব্রজ রামা লভিয়াছে
সেথা কাল শশী অধীন প্রেমের কাছে॥

ভুলিয়াছে সুখ ভুলিয়াছে দুখ গোপীকার প্রেমে প্রীতি
প্রেম মদিরায় মাতাল হইয়ে বিস্মৃত হয়েছে স্মৃতি।
নিরুপাধি এই ব্রজের প্রেমের ইহাই নিগূঢ় রীতি॥
অনাদির আদি ব্রজ প্রেম সুধা অধিকার গোপীকার
মণিদীপ ন্যায় জ্বলিতেছে অনিবার।
ভকত রসিক মুগ্ধ হইয়া গাঁথিয়াছে গীতিহার
সেই প্রেম মালা লভিয়া গলায় লও সেই উপহার
রাগানুগা এই প্রেম সুধা তবে লভিবে সে অনিবার॥৬৩॥

——[]——

"পবিত্র প্রেম"

কে জানিত তব প্রেমের স্বভাব এমন।
গৃহ হ'তে আনে টানি কুলবধূ নাহি মানি
রাখিতে না দেয় লাজ করে বিসর্জন॥
গৃহ কাজে ছিনু ওগো সুখেতে আপনি।
প্রাণ প্রিয় সখি সনে যাইতাম ফুল বনে
তুলিতাম নানা ফুল মালতী কামিনী॥
ভরিয়া কুসুম ডালা ফিরিতাম ঘরে।
সখী সনে মালা গাঁথি তপন পূজায় মাতি
সবে মিলি যাইতাম যমুনার তীরে॥
হঠাৎ কুহক ন্যায় মুরলীর ধ্বনি।
ভেসে এল মোর কাণে আকুল করিল প্রাণে
করিল আকর্ষণ হায় কুলের রমণী॥
শরতে কমল দল ফুটে থাকে সদা।
পরিমল আনে ডেকে আসে সেথা ঝাঁকে ঝাঁকে
মকরন্দ মাদকতায় মধুকর তথা॥
(সেরূপ) বংশী যন্ত্রে তুমি বঁধু কর আকর্ষণ।
অবলা কুলের নারী তব প্রেমে গৃহ ছাড়ি
জলাঞ্জলী দেয় তার লাজ আবরণ॥
তোমার প্রেমের হায় কিবা মহাবল।
চঞ্চল করিয়া তোলে দিবা নিশি হিয়া জ্বলে
চুম্বকের আকর্ষণ সেরূপ অবিকল॥
ছাড়িতে চাহিলে নাথ, ছাড়িতে না পারি।
বাহিরে বিষের জ্বালা অন্তরে শীতল মালা
তপ্ত ইক্ষু আস্বাদনে রসের লহরী॥

তব প্রেমে পড়িয়াছি আমি কুলবতী।
কলঙ্কের লাজে মরি নিদয় হও না হরি
উপেক্ষিলে তুমি বঁধু নাই মোর গতি ॥
তোমার প্রাণের প্রেম পবিত্র যে কত।
নিশার চন্দ্রের দ্যুতি আলোকিত করে ক্ষিতি
দূর হ'তে দেখে চাঁদে কলঙ্ক যে শত ॥
এ প্রেম জানে না যেই কালিমা সে দেয়।
ভুল ভাঙ্গি যাবে যবে বিলাপ করিবে তবে
দুঃখ পেয়ে সেইজনে করিবে হায় হায় ॥৬৪॥

—— × ——

কর প্রেমামৃত দান

দেব! তৃষিত আমারে কর প্রেমামৃত দান
চির পিপাসিত আমি করিব গো তাহা পান
নয়ন সমুখে দেখাও তোমার স্নিগ্ধ ছবি
মুগ্ধ হইয়া রব গো তোমার হেরিয়া অঙ্গ রবি।
তবে আমার পাষাণ হৃদয় যাইবে গলি
শুনাব তোমারে মরম সঞ্চিত তব গান।
আমি লুটায়ে রব গো পাইলে চরণখানি
তবে শুধাব তোমারে হৃদয়ের যত বাণী
প্রভু হৃদয়ে আজিকে জাগাও তোমার স্মৃতি
আজি তব সাথে মোর দেখাও নিবিড় প্রীতি
তুমি মধুর মুরতি দেখাও গো মৃদু হেসে
মোর তৃষিত হৃদয়ে করিয়া পীযূষ দান ॥৬৫॥

——(•)——

জাগাও আত্মা

বাজাও আজিকে বাজাও
হয়ে মাতোয়ারা মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রেমানন্দে আজি বাজাও।
কৃষ্ণ নামামৃত মধুর সঙ্গীতে
গাও অবিরাম আনন্দিত চিতে
স্বজনে স্বগণে ভাবের আবেশে সঘন করতাল বাজাও।
জাগাও আজিকে জাগাও
সুপ্ত আত্মা আজি যে ডাকে জাগিবে সেই ডাকে আসি জাগাও।
কৃষ্ণ নাম গাও মধুর ছন্দে
দিবা নিশি গাও পরমানন্দে
যে ডাকে জাগিবে আত্মা আনন্দে সেই নাম গেয়ে জাগাও ॥৬৬॥

——[]——

ব্রজের পথে ছুটব

সকল বাধা ছিন্ন করে ছুটবো গো আমি ছুটব।
ভবের সুখ দলিয়ে পায়ে ব্রজেতে গিয়ে উঠব॥
অনেক দিনের আশার চাওয়া কবে গো আমার হবে পাওয়া
আকুল প্রাণে গিয়ে আমি ব্রজের রজে লুটব।
লজ্জা মান যাবে গো যখন পাবগো সেই ধন
হৃদয় মাঝে উদয় হবে শ্রীনন্দের নন্দন।
কৃষ্ণ যখন মধুর হেসে আলিঙ্গিবে কাছে এসে
ছিন্ন লতার মতন আমি রাতুল পায়ে লুটব
সকল বাধা ছিন্ন করে ছুটব গো আমি ছুটব ॥৬৭॥

——(•)——

সকরুণ আহ্বান

তুমি কি শুনেছ মোর হৃদয়ের করুণ আহ্বান।
ত্রিতাপে দগধ প্রায় আজি মোর কণ্ঠাগত প্রাণ॥
শীর্ণ দেহে জীর্ণ চিরে কর জোড়ে করিগো বন্দনা।
ভাষাহীন পাষাণ হৃদয়ের সকরুণ বিরহ বেদনা॥
হয়োনা নিঠুর দয়াময় চরণে দিও গো আশ্রয়—
মরণ সিন্ধু নীরে বারম্বার করি সন্তরণ।
মুছে গেছে সব স্মৃতি পূরবের না হয় স্মরণ॥
অনন্তকাল যুগে যুগে যাত্রা করেছি ভব পথে।
নবীন বিচিত্র দেহ রথে, কাল দণ্ড লয়ে মাথে॥
দুঃখ অসার এ মরুপথে,
থেক নাথ মোর সাথে—
দারুণ সংগ্রাম স্থলে আমারে রাখিয়াছে ঘিরে।
দুঃখের সংঘাতে হায় বিদীর্ণ করেছে বারে বারে॥
ভেঙ্গেছে নিশার স্বপ্ন, মায়াবদ্ধ জীব দীন বেশে।
পরিয়া মরণ মালা বারম্বার ভ্রমিছি বিদেশে॥
হে সর্বাশ্রয় হে বিভু!
স্বপদচ্যুত না কোরো গো কভু ॥৬৮॥

—[•]—

সঙ্কেত বাঁশী

সঙ্কেতে ওই বাজছে বাঁশী কিবা ও তার তান।
কেমন করে থাকিরে সখী করছে আকর্ষণ॥
কেমনে যাব তাহার কাছে গুরুজন যে ঘরেতে আছে
থাকিতে নারি বদ্ধ ঘরে ছুটছে মোর প্রাণ॥

বঁধুর সাথে মিলন সুখের কেনরে এত বাধা।
কোন পথেতে যাবরে সখী নয়ন ভরে বঁধুরে দেখি
বিলাপ করে সখীর কাছে ভানুনন্দিনী রাধা।
চলরে নিয়ে বঁধুর কাছে কাটিয়ে সকল বাধা ॥৬৯॥

——(•)——

প্রীতির মিলন

(১)
মুখ বুজে কেন দূরে রও
ওগো বন্ধু ওগো মোর সখা?
একবার হেসে কথা কও
সমুখে দাও গো এসে দেখা॥

(২)
চন্দ্রের শুভ্র জ্যোছনা লোকে
আকুল করেছে প্রাণ মন।
ধীরে ধীরে এস মোর সখে
একবার হেরিগো বদন॥

(৩)
ফুটেছে মাধবী ফুল বনে
পরিমল ভরে যায় মন।
অলিকুল আসে গুণ্‌জনে
এসো সখে মোর নিকেতন॥

(৪)
বুঝিনা একি প্রেমের রীতি
দূরে দূরে কেন তুমি রও।
এস কাছে জানাও গো প্রীতি
মোর সাথে হেসে কথা কও॥

(৫)

নীরবে হবে যে নিশি ভোর
করেছি গো কত আয়োজন
পাশে এসে বোস সখা মোর
সুখে করি রজনী যাপন

(৬)

কর সখে প্রেম বিনিময়
অধোমুখে আধো জাগরণে।
ভুলে যাও সব দুখ ভয়
শুয়ে থাকি সুখের শয়নে ॥৭০॥

—[]—

জীবের ভব বন্ধন

বহির্মুখ এ সংসার ধর্মবোধ নাই যার
অসত্যেরে সত্য করি জানে।
বিষয়বৈভবে মত্ত নাহি জানে পরতত্ত্ব
আপন আপন করি মানে॥
দিবা অর্থ উপার্জনে রাত্রে নিদ্রা মৈথনে
কুটুম্ব ভরণে তৎপর।
আয়ুস্সূর্য্য অস্ত যায় দেখিয়া না দেখে তায়
আয়ু দেখে অজর অমর॥
ভোগ বিলাসেতে মত্ত বিষয় রসে উন্মত্ত
আহারে বিহারে সদা রয়।
ত্রিতাপ বাড়বানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
প্রতিকারের না-করে উপায়॥

অশান্তি উদ্বেগ জীবন তাহে সদ্যকোরে মন
সংসার পালনে সদা মত্ত।
আমার আমার করি মায়ার দাসত্ব করি
সেই রসে গড়া হায় চিত্ত॥
নয়ন বুজিলে পরে সবি এথা রবে পোড়ে
এইটুকু চিন্তা নাই যার।
যেতে হবে সব ছেড়ে অজানা সে কোন পুরে
সম্বন্ধ থাকিবে না এথা আর॥
করমের ফলে পুন আসিতে হইবে জেন
পশুপাখী আদি পরিবারে।
জীবের এই পরিণাম গৃহমেধির নাই ত্রাণ
পুরাণে বলেছে উচ্চস্বরে॥

—[]—

জীবের ভব মোচন

এরি মধ্যে আছে পথ শাস্ত্র নির্দেশিত মত
চিদানন্দের দিতেছে সন্ধান।
জরা-ব্যাধি-শোক ভয় মায়া মোহ তাপত্রয়
এ' সবের নাই কোন স্থান॥
সচ্চিদানন্দ ধাম অপ্রাকৃত যার নাম
নিত্য নব রসের হিল্লোল।
সুখ সিন্ধুর উত্তাল বিরহ বিচ্ছেদ রসাল
রোষ মান প্রণয় কল্লোল॥
ভূমি চিন্তা মণিময় কল্পতরু বৃক্ষ হয়
গমন নটন কথা গান।

নটনের কিবা শোভা সংগীতের মনলোভা
দরশপরশ করে দান ॥
পরশে যে সুখ তার সে তো নহে বলিবার
চিদানন্দ ধামের মাধুরী।
এথা সাধনার ফলে সিদ্ধ দেহ লাভ হ'লে
ভূমালোকে গতি হবে তারি ॥
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
এ' যুগের পরম উপায়।
নিরপরাধে নামাশ্রয়ে ভজন করিলে হয়
শ্রদ্ধাদি ক্রমে প্রেমোদয় ॥
চিত্ত দর্পণ মার্জন করে নাম সঙ্কীর্ত্তন
জীবের স্বরূপ জাগরণ।
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস মায়ায় করেছে গ্রাস
অবিদ্যায় করেছে বন্ধন ॥
জড়ের সহিত তার সম্বন্ধ নাহিক যার
সচ্চিদানন্দ তাহার স্বরূপ।
স্বজাতীয় সঙ্গ চায় তাহা এথা নাহি পায়
জড় সঙ্গে রহে ভবকূপ ॥
জাতীয় সুখেতে তার অস্থির অনিবার
ভোগ করে কত যে যাতনা,
অহংকার অপমান রাগদ্বেষ অভিমান
জরাব্যাধি শোকের বেদনা ॥
দেহে আত্ম বোধ ফলে আত্মস্বরূপ গেছে ভুলে
জড় বিষয় অধিক মমতা।
নামের শরণ নিলে মায়াজাল যাবে ছিঁড়ে
সাধুশাস্ত্র কহে এই বারতা ॥

নাম যজ্ঞে দৃঢ় করি ভজ ভজ গৌরহরি
কলির উপাস্য উপাসনা।
শাস্ত্র নির্দেশিত পথ না করিও দ্বিমত
মনুষ্য জীবনের এইত সাধনা ॥

জীবের রুচির তারতম্য

জগতের মাঝে যত জীব আছে
বিভিন্ন রুচি সবার।
নরের সমাজে যত নর আছে
এক মত নয় কার ॥
করমে ধরমে গমনে গঠনে
বসনে ভূষণে ভিন্ন।
শয়নে স্বপনে ভোজন বিলাসে
সবাকার রুচি অন্য ॥
কার সাথে কার মিল নাই হয়
বিভিন্ন রুচির লোক।
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ ভেদে
মানুষের পার্থক্য ॥
কেহ ধীর স্থির স্বভাব গম্ভীর
সাত্ত্বিক গুণাধিকারী।
রজ গুণ যার স্বভাব চপল
স্থিরতা নাইক তারি ॥
যাহারা অলস সদা শুয়ে রয়
করমে কুড়েমি করে।

ওম প্রকৃতিব সে সকল নর
তম গুণে তারা পরে।
যার যে স্বভাব সেরূপ প্রবৃত্তি
দেখিলেই বোঝা যায়।
ভকত, দেবতা, পিশাচ, ইতোর
স্বভাবেই পরিচয়॥
জড় সুখ ভোগে বিতৃষ্ণা যাদের
স্বর্গ ফেরৎ তাঁরা।
স্বর্গের সুখ ভোগ ক'রে এসে
এ' সুখ যাতনা ভরা॥
জড় সুখ ভোগে সদা উন্মত্ত
হিতাহিত যার নাই।
নরক যাতনা ভোগের অন্তে
পশু পাখী জন্ম পাই॥
চৌরাশী লক্ষ ইতোর জন্মের
দুঃখ ভোগের পরে।
মানব জনম লভিয়া তখন
সুখের সন্ধান করে॥
জড় সুখ ভোগ যাতনায় ভরা
দুঃখই হয় সার।
ইহলোক দুখ, সুখ নাই এথা
'অল্প' নাম যে তার॥
চিন্ময় ধাম ভূমালোক নাম
অমৃত, সুখময়।
বেদাদি শাস্ত্রে কহে এই বাণী
সাধনায় পাওয়া যায়॥

"যো বৈ ভূমা তৎসুখম্।
নাল্পে সুখ মস্তি॥
যদ্ অল্পং তন্ মর্ত্যম্"॥

—— × ——

সুযোগের অমর্য্যাদা

এমন সুযোগ পেয়েও আমার
হলো না ভজন হায়।
সুদুর্ল্লভ এই মানব জনম
পাব কিগো পুনরায়॥
সব অনুকূল ছিল এ' জনমে
গুরু কৃপা সাধু দয়া।
সংসার হ'তে আকর্ষিয়া মোরে
গৌর রায় পদ ছায়॥
নবদ্বীপ ধামে পেয়েছি আশ্রয়
আশ্রমেতে করি বাস।
গুরু কৃপা দান এ' সকল মোর
আমি তাঁর নিত্য দাস॥
ভজনে, সেবনে, প্রসাদ ভোজনে
আর মর্যাদা সম্মানে।
এ' জনমে মোর সবি অনুকূল
তাই ভাবি মনে মনে॥
তবুও কেন যে হ'লো না ভজন
করম এমনি মন্দ।

গৌর রায় হরি তুমি কৃপা কর
ঘুঁচাও মায়ার গন্ধ ॥
তোমার চরণে দাওগো শরণ
করুণা নয়নে দেখ ।
অপরাধী ব'লে দূরে ঠেল নাক
শ্রীচরণ ছায়ে রেখ ॥

—— × ——

মা যশোদার নিকট প্রার্থনা

ওমা যশোমতী আমার মিনতি
প্রণতি জানাই পায়ে ।
তোমার ভবনে এই দীন হীনে
দাসী করে রেখ মোরে ॥
সাধ হয় মনে তোমারি ভবনে
দাসী হয়ে আমি রব ।
সেবিব চরণ করিব সেবন
যা আদেশ করিবে সব ॥
তোমার অঙ্গন করিব মার্জন
মন্থন করিব দধি ।
মাখন তুলিয়া রাখিব ভরিয়া
তব সাথে যাব নদী ॥
যমুনায় স্নান করি সমাপন
কাঁকালে কলসী ভরি ।
আসিব ভবন তোমার সেবন
করিব যতন করি ॥
তোমার গোপাল সঙ্গে রাখাল
আসবে যখন ঘরে ।

শ্রীশ্রীকিশোর গোপাল জীউ

ধোয়াব চরণ করিব সেবন
ব্যাজন করিব তাঁরে ॥
সাজাবে যখন মনের মতন
গোপালেরে কোলে করি।
বসনে ভূষণে কুসুম চন্দনে
স্নেহেতে হৃদয় ভরি ॥
আমি 'মা' তখন করিব সেবন
তোমার পশ্চাতে বসি।
অগুরু চন্দন করিয়া ঘর্ষণ
জোগাব ভূষণ রাশি ॥
পরাইবে গলে নানা ফুলদলে
বনমালা উজ্জ্বল।
সেই মালাখানি গাঁথিব গো রাণী
করে তুলি দিব কজ্জ্বল ॥
ক্ষীর, সর, ননী দধি দুগ্ধ আনি
তুলে দিব তব করে।
বসাইয়া কোলে তোমার দুলালে
খাওয়াবে যতন কোরে ॥
করিলে শয়ন তোমার নন্দন
আদেশ করিলে তুমি।
চরণ সেবন করিব ব্যজন
অনুগতা দাসী আমি ॥
এই অভিলাস পুরাওগো আশ
যশোমতী নন্দরাণী।
কহি করজোরে এই অভাগারে
নিওগো চরণে টানি ॥
——(০)——

শেষ মিনতি

আর নাই আশা নাইক ভরসা
এ' জনমে মোর না হল ভজন।
(কত) আশা ছিল মনে আমি এ' জীবনে
শ্রীগৌর চন্দ্রের পাব দরশন॥
হৃদয়ের ধন শচীর নন্দন
বিরলে বসিয়া করিব দর্শন।
রাখিব গোপনে শয়নে স্বপনে
সে প্রাণ বঁধুরে করিব স্মরণ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া দু'বাহু তুলিয়া
নাচিয়া নাচিয়া যাব পথ দিয়া।
দিব গড়াগড়ি বলি হরি হরি
এ' দাসের প্রতি কর প্রভু দয়া॥
প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌর সুন্দর
পতিতের লাগি তব অবতার।
পতিত উদ্ধার পণ যে তোমার
আমি যে পতিত কর মোরে পার॥
তুমি মোর আশা তুমিই ভরসা
এ' দাসে হে প্রভু! কোর না নিরাশ।
রেখ গো চরণে দেখ গো নয়নে
'নিদান' সময় কাঁদে তব দাস॥

——(•)——

সদৈন্যোক্তি

বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া আমারে জেন।
পতিত পাবন দোষ অদর্শন
কত যে তোমার গুণ॥
কৃষ্ণ বহির্মুখ হেরি জীব দুখ
কাঁদয়ে তোমার প্রাণ।
অহৈতুকী তব কৃপার প্রভাব
তাদের কর গো ত্রাণ॥
বিষয়ী দুর্জন কাম পরায়ণ
কলিহত গৃহমেধি।
দয়া করি তারে করিয়া উদ্ধারে
পার কর ভব নদী॥
কৃষ্ণ ভক্তি দান তুমি কৃপাবান
কৃষ্ণ দিতে তুমি পার।
কৃষ্ণ সে তোমার তুমি হও তাঁর
(তব) হৃদয়ে আসন তার॥
তব কৃপা বিনা পথ যে দেখিনা
আমারে করগো দয়া।
দাও রতি মতি শ্রীকৃষ্ণ ভকতি
দাও মোরে পদছায়া॥
আমি অতি হীন ভজন বিহীন
পাপ অপরাধে ভরা।
বহির্মুখ তার যত দূরভার
মোর দেহে আগাগোরা॥
এ হেন পতিতে যদি উদ্ধারিতে
পতিত পাবন তুমি।
তব কৃপা পেয়ে রই যেন হয়ে
তোমার কুকুর আমি॥৭১

হৃদয় আমার নাচেরে

কি জানি কি এক নব ভাবোদয়ে হৃদয় আমার নাচেরে।
সরিতের মত হয়ে শতধারা
আনন্দে আজি হৃদি দিশাহারা
ভাবের আবেগে শোনে নাক মানা নবীন প্রেমেতে মাতেরে।
কি জানি কি এক নব ভাবোদয়ে হৃদয় আমার নাচেরে ॥

শরতাগমনে শোভে নভোরাশি উল্লাসে আপনি গরজে।
নবীন ধান্য ধরণীর বুঝে
পবন পরশে দোলে মহাসুখে
ঝিরি ঝিরি ঝিরি ঝরে বারিধারা সরসী শোভিছে সরোজে।
শরতাগমনে শোভে নভোরাশি উল্লাসে আপনি গরজে ॥

সেরূপ আমার হৃদয় মাঝারে পশিল আনন্দধারা।
আসিল শ্রবণে মুরলীর গান,
আকুল করিল তনু মন প্রাণ,
পারিনা রাখিতে ধৈরয মান কাটি যাক মোহ কারা।
সেরূপ আমার হৃদয় মাঝারে পশিল আনন্দ ধারা ॥

নয়নেতে জল করে ছলছল পুলকে ভরেছে অঙ্গ।
ওগো প্রাণনাথ কি লাগি আমারে
কর আকর্ষণ তোমার দুয়ারে
পারিনা বুঝিতে তোমার মহিমা কেন কর এত রঙ্গ।
নয়নেতে জল করে ছল ছল পুলকে ভরেছে অঙ্গ ॥

তোমার রঙ্গ বুঝিবার মত নাহিক আমার শকতি।
আকর্ষিয়া তুমি জগতে সবারে
ভাসাও আনন্দ প্রেমের পাথারে
এ রঙ্গ বুঝিবে তব প্রিয়জন যাহার হয়েছে ভকতি।
তোমার রঙ্গ বুঝিবার মত নাহিক আমার শকতি ॥৭২

পূর্বস্মৃতি

মনে পড়ে গেল মোর পূরবের সুপ্তদিন গুলি
কালের সে ঘূর্ণিবাতে সে কথা যাইনিকো ভুলি
রে নিঠুর মন
কোন করমের ফলে এলিরে স্বদেশ ভুলে
অকূল এই ভব সিন্ধু হায় করিছে তারণ।
স্বদেশ ছাড়িয়া আজি বিদেশেতে করিস ভ্রমণ ॥
সে সৌন্দর্য্য নাই আর বসে দেখি বিসন্ন বদন
কত যে বেদনায়।
পূরবের দিনগুলি গেছে কত আনন্দ হিল্লোলে
স্বজাতীয় সাথী সনে কত যে রসের কল্লোলে
স্মরণ কি হয় ?
নিত্য সেথা নব নব আনন্দের উৎসব
সে কথা ভাবিয়া আজি অন্তরে হতেছি বিস্ময়।
রসময়ের রসদানে কিবা সে হাসির রঙ্গিমা
যুগল উচ্ছাস রঙ্গে কিবা সে নৃত্যের ভঙ্গিমা
রসের প্রতিমা।
সুখের উন্মত্তে কিবা নবলীলা করে কুঞ্জ বনে
সংগীতের ছন্দ লয়ে মৃদুবাণী বলে ক্ষণে ক্ষণে
নিভৃত কাননে
পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে অর্ধনিমীলিত চোখে
সুদৃঢ় আলিঙ্গন সুখে দুহুঁ মিলন বন্ধনে।
ঘন ঘন বিম্বাধরে চুম্বনের না হয় পূর্ণতা
সেবা লাগি নানা পুষ্প শোভিতেছে কুঞ্জে তরুলতা
শান্ত পরিবেশে।
নিশুতি রজনী কালে মিলন সঙ্কেতে বেণু বাজে
রসময়ী ছুটে আসে নিভৃত কানন বিথি মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।

যমুনার উপকূলে তমাল তরুর মূলে
লীলা রসে মত্ত দেখি যুগলে সারাটি রাত জেগে
মুদিলে নয়ন দেখি মিলনের বিচিত্র সে ছবি।
পূরবের দিনগুলি জাগে প্রাণে তাই আমি ভাবি
হৃদি কুঞ্জ বনে ॥৭৩

—০—

'লও ক্ষমা করে'

ব্যাথা পেয়ে ভেবেছিনু মনে
কঠিন পাষাণ তুমি মায়া দয়া নেই তব প্রাণে
বড়ই নির্দয়।
বিলাপ করিয়া মরি শুধু মিছে, আমি হায় হায়।
কতবার ডাকি আমি পাইনিক তব কোন সাড়া,
নীরাশা দিবে না মোরে ধরা।
কেঁদে কেঁদে বলেছিনু সকাতর প্রাণে
করি তব ধ্যানে।
তোমার স্নিগ্ধ মূরতি হেরেছি নয়ন সম্মুখে
আশ্বাস ছিল বুকে
ভাঙ্গিল সকল ভুল
নাই তব সমতুল
কল্পতরু দয়াল প্রভু তুমি
জানিলেম আমি
পূরাইলে আশ
হইল বিশ্বাস।
সুকোমল তব হৃদয়
নও তুমি নির্দয়

ভরসা পাইনা যখন দুর্বল মনে
তখন সকাতরে কেঁদে কেঁদে জানাই শ্রীচরণে।
শরণাগতের দুখ হেরিতে না পার
কৃপা করি বাঞ্ছা পূর্ণ কর।
কৃতজ্ঞ চরণে আজ
পাইলাম মরমে লাজ
কহেছিনু নির্দয়—
তব প্রাণে ঘাত দিয়েছিনু দয়াময়
বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল কহেছিনু তোমারে
লও ক্ষমা করে।৭৪

—০—

খেদ

আমার অন্তরে গৌর বাহিরে গৌর গৌর ভুবন ভরা।
মুদিলে নয়ন হৃদয় মাঝারে দেখি সে সোনার গোরা॥
দীঘল দীঘল চাঁচোর চিকুর পড়েছে কাঁধের পরে।
গৌররায় হরি রসরাজ রূপে মোহন মুরলী করে॥
মুকুতার দাম দুলিতেছে গলে কটিতে সুপীত বাস।
নয়ন যুগল হরে মন প্রাণ অধরে সুমৃদু হাস॥
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম শ্রীঅঙ্গ লাবণ্য বাজিছে নূপুর পায়।
কষিত কাঞ্চন অঙ্গের বরণ আমার গৌররায়॥
এহেন গৌরে হলনারে রতি অনুরাগ মন তোর।
সাধ হয় মনে পাষাণ শিখরে কুটিবরে মাথা মোর॥
আর কবে বল ভজিব চরণ লইব শরণ পায়।
মিথ্যা প্রবঞ্চনা মায়ামোহে ভুলি কাটিল জীবন হায়॥

ওরে দুরন্ত মন এখনও অন্ধ মিথ্যা মায়ার রসে।
জড় সুখ চাও সে রস ভুলিয়া তাই বুঝি আছ বসে ॥
হায়রে অদৃষ্ট আমি যে পাপিষ্ঠ তাই বুঝি হেন গতি।
গৌররায় হরি চরণ কমলে হ'ল নারে রতি মতি ॥
মোর নিবেদন শুন গৌররায় না ঠেলিও রাঙ্গা পায়।
তব দাস জ্ঞানে এ কিশোর দাসে চরণে দিও আশ্রয় ॥
আমার ভরসা তুমি হে দয়াল একথা আমি গো জানি।
তাই তুমি নাথ এখনও করুণা করিছ কিঙ্কর মানি ॥৭৫

—•—

কোরনা ঘৃণা

আমার এজীবন তোমার চরণে করেছি দান
দূরে ঠেলে দিও নাকো
জগৎ মাঝারে তোমার চরণ শ্রেষ্ঠ স্থান
করুণা নয়নে দেখো।
যার যাহা ভাল তা নিয়ে সে থাক
সে ভাল জগতে থাকুক বা না থাক্
(যদি মোরে) উন্মাদিনী বলে করে অপযশ জগৎ মাঝে।
ছাড়িব না নাথ তোমার চরণ
সুদৃঢ় করিয়া করিব ধারণ
চির আশ্রিত করিয়া রাখিও চরণ রাজে ॥
তুমি তো হে নাথ আমার শ্রেষ্ঠ ধন
আমিত তোমার দাসী
চরণাশ্রিত এ তব দাসীরে করো গো ত্রাণ ॥
খসাও মায়ায় ফাঁসি
প্রভু আমিত তোমারি দাসী

হেরিয়া আমারে করুণা নয়নে ঘুচাও জনম রাশি
তুমি যদি দেব করগো বঞ্চিত
(তোমার) করুণা সলিলে না কর সিঞ্চিত
অনিত্য আবাসে রবে গো বদ্ধ এ তব দাসী
বিফল হইবে জনম আমার পরিব মায়ার ফাঁসি।
সব ভুলি রয়েছি, পড়িয়া সারাটি ক্ষণ
তোমার এ দাসী হীনা
তুমি যে আমার সাধন লব্ধ প্রাণের ধন।
কোরনা আমারে ঘৃণা
প্রভু! কোরনা আমারে ঘৃণা
কত জ্ঞানীগুণী গায় তব যশ বাজায়ে প্রাণের বীণা।
প্রেমের পরশে হইয়া আকুল
তাদের লাগিয়া তুমিও ব্যাকুল
তব এদাসী সব দিক হ'তে অধমা হীনা
রাতুল চরণে স্থান দিও মোরে কোরনা ঘৃণা ॥৭৬

—•—

জীবন তরিণী

সংসার পাথারে অনেক যতনে
এনেছি বহিয়া তোমার সদনে
হের ওগো নাথ কমললোচনে
এ ক্ষুদ্র জীবন তরণী।
নতুন করিয়া গড়েছিলে রাজ
জরাজীর্ণ তরী হয়েছে সে আজ
এ তরীর দ্বারা চলিবে না কাজ
গিলিবে জলজ প্রাণী ॥

কাম ক্রোধ দ্বেষ ভবের পাথারে
জল জন্তু সব কেবলি সাঁতারে
চারিদিক হ'তে ঘিরিছে ইহারে
ব্যাদন করিয়া গ্রাস।
প্রাণভয়ে আমি তোমারে স্মরিয়া
অতি দ্রুত গতি এনেছি বাহিয়া
এবার কি নাথ লবেগো ক্ষমিয়া
জানিয়া আপন দাস॥
ভবের মাঝারে বহুকাল হ'তে
বাহিরা চলেছি আপন মনেতে
ভয়ে থর থর সদা ত্রাস চিতে
কবে যাব নিজ ঘর।
আজিকে হে নাথ এসেছি এথায়
নিজগুণে প্রভু ক্ষমগো আমায়
(যেন) ভবের মাঝারে ফিরিতে না হয়
(সেথা) কেবলি যাতনা বড়॥
নিজ ঘর ছাড়ি গেছিনু বলিয়া
পেয়েছি যাতনা জীবন ভরিয়া
এবার এদাসে দিয়া পদছায়া
চিরদাস করি রাখ।
ভুলি দোষ যাহা করেছি চরণে
ক্ষমিয়া এদাসে করগো শোধনে
মোর গতি তুমি জীবনে মরণে
করুণা নয়নে দেখ॥৭৭

—০—

শরণাগতি

মাধব হে!
বড় আশা করি আছি ও চরণে
(মোর) এই নিবেদন রেখ।
শ্রীচরণ ছায়ে আপন করিয়া
করুণা নয়নে দেখো॥
ভরসা করিয়া রয়েছি পড়িয়া
অভয় চরণ ছায়।
করোনা বঞ্চিত এই দীন হীনে
ওগো প্রাণ শ্যামরায়॥
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি
তুমি মোর চিরাশ্রয়।
ক্ষম মোর দোষ তুমি নিজগুণে
ঠেলোনা গো রাঙা পায়॥
তুমি উপেক্ষিলে নাই মোর গতি
কেই বা বুঝিবে ব্যাথা
ত্রিতাপের তাপে জ্বলিছে অন্তর
শুনগো প্রাণের কথা॥
পেয়েছিনু নাথ দুর্লভ এ তনু
আপন করম দোষে।
বৃথায় কাটানু, মিছামিছি কাল
শমন পিছনে হাসে॥
পেয়েছিনু তব চরণে আশ্রয়
করেছিলে কত দয়া।
তবুও আমার হোলনা সুমতি
দূরে থাকি হাসে মায়া॥

সকল দোষেতে মহা দোষী আমি
স্বকৃতির লেশহীন।
গুণ প্রভু মোর না পাবে খুঁজিয়া।
বিচারিবে যেই দিন।
শুধু এই আশা প্রাণে লয়ে আছি
আমিত কিঙ্কর তব।
শরণ লয়েছি অভয় চরণে
বঞ্চিত কি আমি হব॥
(এ) দাসের বিধান করো দয়াময়
যাহা লয় তব মনে।
এই নিবেদন আমার মাধব
বঞ্চিত না হই চরণে॥
মনের বাসনা সবি জানায়েছি
সকাতরে কর যুড়ি।
তুমি স্বেচ্ছাময় করহে পূরণ
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি॥
আমি অজ্ঞহীন ভজন বিহীন
নিবেদন মোর রেখ।
নিভিবে যেদিন জীবন প্রদীপ
করুণা নয়নে দেখ॥
তুমি সে আমার চির আশ্রয়
চিরদাস আমি তোর।
এ কিশোর দাসে কোরনা বঞ্চিত
(আর) কেহ নাই হায় মোর॥৭৮

—•—

প্রিয় বিরহ

সহিতে নারি গো তোমার বিরহ
ভুবন আঁধার দেখি গো।
ছিলে তুমি নাথ জগৎ মাঝারে
আজ তুমি কোথা গেলে গো॥
চারিদিকে আমি খুঁজিয়া বেড়াই
কোথাও হে নাথ দেখা নাহি পাই
তব নাম ধরি ডাকিয়া বেড়াই
প্রতিধ্বনি বলে নাই গো।
হৃদয় আমার বেদনায় ভরা
কেই বা মুছাবে দুনয়ন ধারা
কেই বা ঘুচায় ভবের কারা
কেহ সাথী মোর নাই গো।
আছি বসি নাথ উদাস হইয়া
দুনয়ন ধারা পড়িছে ঝরিয়া
বিরহ অনল উঠিছে জ্বলিয়া
আমার হৃদয় মাঝে গো॥৭৯

—০—

কি হবে উপায়

সংসারের রণাঙ্গনে কাম আদি রিপুগণে
হায়! মহাশত্রু রেখেছে বেড়িয়া।
উপায় না দেখি আর কিরূপে হইব পার
হৃষিকেশ দাও হৃষিক দমিয়া॥
আমি দীন বলহীন দিন দিন আয়ুক্ষীণ
ত্রিতাপেতে হতেছে দগ্ধীভূত।

দাস জ্ঞানে কৃপা করি উদ্ধার করহে হরি
তব পদে এ দাস শরণাগত ॥
মায়াজালে বদ্ধ আমি মুক্তি পাব কবে স্বামী
আমি বাঁচিবার না দেখি উপায় ।
যাহা লয় তব মনে সে বিধান কর দানে
সেই মোর শুভ আশীর্বাদ হয় ॥
তব পদে দিও মতি নাইক মোর সুকৃতি
তব জগৎ ছাড়া নই আমি ।
আপন দুর্ভাগ্যফলে রয়েছি তোমায় ভুলে
সে অপরাধ ক্ষমো হরি তুমি ॥৮০

—০—

রূপ মাধুরী

কিবা অপরূপ তোমার স্বরূপ
রূপে যাই বলিহারি ।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম অপরূপ অনুপম
মদন মোহন হরি ॥
অঙ্গের বরণ জলদ নবীন
কোটি শশী মুখ চন্দ্র ।
চরণ যুগল রাঙ্গা উৎপল
ছুটি আসে অলি বৃন্দ ॥
নাগরের পাশে শ্রীমতী বিরাজে
যেন গো বালিকা বধূ ।
কিছু নাহি জানে সুচারু বদনে
হাসি খেলে যায় শুধু ॥

প্রিয়তম হরি নিজ দাস করি
অধমেরে কর দয়া ।
এ কিশোর দাস মাগে তব পাশ
দাও তারে পদছায়া ॥৮১

—•—

পুনঃ আগমন

এত কাল কোথা তুমি ছিলে
ধরা মোরে কেন নাহি দিলে ।
খুঁজি আমি অনুক্ষণ কোথা তোমা হেন ধন
তুমি হাস থাকিয়া বিরলে ॥

এলে তুমি নিজ দেশ ঘুরে
কাছে এসে থাক দূরে দূরে ।
এ জগৎ মহামরু নাই কৃপা স্নেহ তরু
হিংসা স্বার্থ দ্বেষে মরি পুড়ে ॥

আপন করমে সবে ধায়
পিছু ফিরে ফিরিয়া না চায় ।
ফুটে নাই সেই আঁখি যে নয়নে তোমা দেখি
তাই তোমা দেখিতে না পায় ॥

মিটিতে মিটিতে না আশ
শমন করিল সবে গ্রাস ।
না হয় বাসনা সারা যায় কোন পথে তারা
কে বলিবে তার ইতিহাস ॥

তুমি হও চিদানন্দ ধাম
তব চরণেতে হয় সে বিরাম।
চরণ লভিলে পরে ত্রিতাপ শীতল করে
পূর্ণ হবে সব মনঃস্কাম ॥

সেই দেশে তুমি সুখে ছিলে
ধরণীতে এসে ধরা দিলে।
এস এস বল সবে সফল করিব তবে
স্বকৃপায় হাত বাড়াইলে ॥

চল যাই নবীন জগৎ
সেথায় যাইলে হবে সদ্ (নিত্য)।
বিলাও অমৃতবাণী দীন হীন নাহি জানি
গচ্ছিৎ রেখেছ ভবিষ্যৎ ॥

ক্ষম অপরাধ ত্রুটি

চিত্ত দুয়ারে করাঘাত করি ভাঙ্গিয়া দুয়ার খানি।
পরশ দিয়েছ চরণ পল্লব
হৃদয় মাঝারে জীবন বল্লভ
কি আশার তরে আপন করিলে সে কথা কেমনে জানি ॥
কি হেতু তোমার এতেক করুণা রাখিলে চরণ দুটি।
আমি দীন হীন ভজন বিহীন
বাজিল না মোর হৃদয়ের বীণ
করিবে কি ক্ষমা হে জীবন নাথ অপরাধ দোষ ত্রুটি ॥
হৃদয়ে পশিয়া শুনেছ কি মোর মনের বাসনা কাণে।
শতেক কামনা শতেক বাসনা
আর কতকাল চাইব বলনা
আমার আর্ত্তি শুনিয়া গো নাথ পেয়েছ কি ব্যথা প্রাণে ॥

গোপন বাসনা
হে নাথ ! তোমার গভীর রহস্য আমি কি বুঝিতে পারি।
তোমার চরণে বিকায়েছি মাথা
জনমে জনমে গাব গুণ গাথা
হৃদয় আমার নীরস কঠিন নাইক সরস বারি ॥
নীরস হৃদয়ে করিবে কি মোর সরস কুসুম বনে।
মানস কুসুম তুলিয়া আঁচলে
গাঁথিয়া মালিকা পরাইব গলে
তব অভিসারে আসিবে কি ধনী প্রাণ সখীগণ সনে ॥
মানস কাননে যুগল হেরিয়া ভাবের যাবক লয়ে।
পরাব চরণে অতি সযতনে
শুনাইব গান বাজাইব বীণে
দোঁহার মনেতে দিব গো আনন্দ যুগল মিলন গেয়ে ॥ ৮৩

হল না মোর দেখা

ডাকলে পরে ভোরের পাখী নয়ন মেলে চেয়ে দেখি
পূব আকাশে রক্ত বরণ উঠ্‌ছে দিবাকর।
ভাগ্যদোষে মুছে গেল মিলন আগে ঘুম ভাঙ্গিল
আবার কবে দেখব আমি নাচবে নটবর ॥
রাজপ্রাসাদের বাতায়নে বসে আছে বিনোদিনী
কেশের মাঝে আঁকা সিঁদুর পরণে নীলাম্বরী।
অস্ত রবির অরুণ কিরণ পড়েছে পদ্ম মুখে
যতনে তাঁরে সাজায়ে দিছে তাহার সহচরী ॥
(হেথায়) কুঞ্জমাঝে গিরিধারী করয়ে মধুর বাঁশীর ধ্বনি
যাবট পানে চেয়ে আছে আসবে কখন রাই।
কইবে তারে মনের কথা শুনবে তার মরম ব্যাথা
কুঞ্জমাঝে উভয়ে মিলে নাচবে আজি তাই ॥

যাবট পথে রাইকে ঘিরে আসছে ব্রজের বালা
অভিসারে চলছে সবে আনন্দে দিশেহারা।
শ্যামের সহিত রাইয়ের মিলন হলে তারা সুখী
(তাই) মধুর সুরে শ্যামের গুণ গাইছে সুখে তারা ॥
হঠাৎ আমার ভাঙ্গল স্বপন করম দোষে হায়
রাধাশ্যামের মিলন সুখ হোল না মোর দেখা।
আমি শয্যাপরে রইনু বসে কপালে দিয়ে হাত
শ্রবণে যেন ভেসে এল হৃদয়ে আছে আঁকা ॥

—•—

হৃদয় নদী

আমার চোখের জলে ভরবে যেদিন হৃদয় নদী
আমি স্বর্ণতরী ভাসিয়ে দেব পারি যদি।
শ্বাসের বায়ু বইবে দ্রুত
ভাসবে তরী অবিরত,
কলসী কাঁখে আসবে যত কুলের নারী।
হৃদয় নীরে দেখবে সবে ভাসছে তরী ॥
রবির করে ফুটবে নদে রক্ত শতদল।
মৌমাছিদের আনবে ডেকে পদ্ম পরিমল ॥
পদ্ম তুলি যতেক বালা
গাঁথবে বসি পুষ্পমালা,
রাজহংস চরবে সুখে হৃদয় সলিলে।
তীরেতে বকুল বৃক্ষ হতে ঝরবে জলে ॥
তমাল তলে নাচবে শিখি ডেকে কেকা রবে।
হৃদয় নদী কূলে ধেনু চরবে সুখে কবে ॥

বুক ভাসায়ে নয়ন নীরে
বসি মানস নদীর তীরে,
হেরব সুখে হৃদয় নদে ভাসে স্বর্ণ তরী।
তাহার পরে শ্যামের কোলে বসে সুখে প্যারী ॥
ব্যাজন করে সখীগণে যুগল মুখ হেরে।
নানা রঙ্গে হাসায় শ্যাম গোকুল রমণীরে ॥
সেই শুভদিন হবে কবে
আমার জীবন ধন্য হবে,
আমার চোখের জলে ভরবে যেদিন হৃদয় নদী।
আমি স্বর্ণতরী ভাসিয়ে দেব পারি যদি ॥

—০—

দাসীর উক্তি

রাধে, রিক্ত হস্তে আসিয়াছি দেবী তোমার চরণতল।
অপরাধী তাই নয়নেতে মোর নাইক বিন্দু জল।
তুমিত সকলি জান হে স্বামিনী
আমি যে অধমা কুলের রমণী
তবু কত কৃপা তোমার রাধিকে অধমা জনে
বড় সাধ ছিল যাব তব ধাম
ভ্রমি ব্রজ ভূমি গাব তব নাম
সে আশা পূর্ণ করেছ হে দেবী করিয়া আকর্ষণে ॥
তুমি, রাখ বা না রাখ দেখ বা না দেখ এ অভাগী জনে।
ধন্যা আমি গো তোমার কৃপায় এসেছি বৃন্দাবনে।
তুমি তো আমার সর্ব্বস্ব ধন
করেছি জীবন চরণে অর্পণ,
রাধে, কত জন্ম মোর বৃথায় কেটেছে পাই নাই তব সেবা।

এবার কি মোরে করুণা করিয়া
নবদাসী জ্ঞানে আমারে জানিয়া
বিলাস কুঞ্জে ডাকিয়া লইয়া দিবে কি চরণ সেবা ॥
তুমি যদি দেবী সেবা লও মোর
কাটিবে আমার যত মোহ ঘোর
নবীন জনম হইবে গো মোর যাইব আনন্দে ভাসি।
সফল হইবে জনম আমার ঘুচিবে জনম রাশি ॥৮৬

—০—

প্রীতির মিলন

প্রিয়তম !
স্বজনগণের মাঝ হ'তে মোরে আকর্ষণ করে এনেছ
আজিকে আমরা শুধু দুটি প্রাণী
জড়ায়ে রেখেছ দিয়া বাহুখানি
কি হেতু আমারে আনিয়া এথায় তোমার নিকট রেখেছ।
জগৎ সুখেতে সকলে জড়িত
মোর লাগি তুমি ছিলে কি ব্যথিত
রাখিতে চাও কি তব সাথে সাথে
শীতে বসন্তে দিবসে নিশীথে
আমারে কি তুমি করুণা করিয়া তব নিজজন করেছ ?
নিত্যকালের সঙ্গী যে তুমি আমি তা ভুলিয়া আছি।
আমার লাগিয়া কাঁদে তব প্রাণ
তাই কি করেছ মোরে আকর্ষণ
মোর লাগি তব কত যে দরদ সেও তো ভুলিয়া গেছি ॥

আজি, ভাঙ্গিয়াছে মোর এ মহান ভ্রম করিব না হেন কাজ।
তব সাথে সাথে থাকিব গো আমি
রব গায় গায় মিশি
স্বজনের মোহ ছাড়িয়া রহিব
তব সাথে দিবানিশি।
তব ভালবাসা বুঝিয়া এখন পেতেছি অন্তরে লাজ ॥
গভীর নিশীথে একাকী আমরা আসিলে পুষ্পোদ্যানে।
বাহু পাশে ধরি বসাবে পাশেতে
কত কথা কবে হাসিতে হাসিতে
চেয়ে মোর মুখ পানে ॥
তব হৃদি মাঝে ধরিয়া আমারে করিবে আলিঙ্গনে
সে সুখ লভিয়া হইব অধীর
তোমারিত নাথ আমার শরীর
অবিরাম শুধু তুমি ছাড়া কিছু না রহিবে মোর মনে ॥৮৭

—•—

তৃষাহারী

একা একা বসে রহি মনে নাই সুখ।
দুঃখের অশ্রুনীরে ভেসে যায় বুক ॥
মনে ওঠে কত কথা
প্রাণে পাই বড় ব্যথা
কেহ বুঝিবে নাতো তুমি ছাড়া আর।
দশে পাঁচে একথা নাহি বলিবার ॥
নীরবে গোপনে শুধু তোমায় জানাই।
তুমি ছাড়া মোর প্রভু আর কেহ নাই ॥

সাথে সাথে থাক তুমি
সুখ পাই তাই আমি
হইলে ব্যাকুল প্রাণ দাও গো সান্ত্বনা।
তোমার দয়ার আর না হয় তুলনা ॥
আর নাই অভিলাষ এই শুধু চাই।
নিত্য তব শ্রীচরণে সে কথা জানাই ॥
তৃষিতের তৃষাহারী
কর কৃপা গিরিধারী
জীবনে মরণে তুমি সাথে থেক মোর
আর কিছু নাই চাই দোহাই যে তোর ।৮৮

—০—

যেতে চাও যদি

তোমায় বলেছি আমি সকল মনের কথা
তাও যদি যেতে চাও যাও।
দিব না তোমারে আমি একবিন্দু প্রাণে ব্যাথা
বলিব না একটি কথাও ॥
জানিব এ জগতে মোর আর কেহ নাই
এতদিন ভেবেছিনু যাহারে আপন।
সেও মোরে ফাঁকি দিল ভাবি বসি তাই।
শুধু মিছে দেহ ভার করেছি বহন ॥
কতবার ডেকে মরি দিলে না সাড়া একবার
শুনিলে না একটিও কথা।
তব সাথে আমি বলিব না কোন কথা আর
মন যথা চায় যাও তথা ॥

চলে যাব সব ছেড়ে হয়ে উদাসীন।
ফিরে এসে দেখা তুমি পাবে না আমার ॥
ভব মাঝে বেড়াইব হয়ে উদাসীন।
খুঁজিলেও মোর দেখা পাবে নাক আর ।৮৯

—০—

চিরাশ্রয় দিয়ে রেখ

সহিতে পারিনা বঁধু তোমার অদর্শন।
কৃপা করি দাও নাথ এসে দরশন ॥
মণিহারা ফণী যথা জল বিনা মীন।
সেইরূপ ছটফট করে এই দীন ॥
পতির বিরহে নারী হয় উন্মাদিনী।
তোমা বিনা অন্ধকার দেখি গো মেদিনী ॥
শর্ব্বরী ভূষণ যথা হয় নিশাকর।
আমার ভূষণ তুমি জেন গিরিধর ॥
কখন মিলন তব কখন বিচ্ছেদ।
মিলনে অনন্ত সুখ বিচ্ছেদে বিষাদ ॥
এস বঁধু মোর কাছে থাক নিরন্তর।
যেও না আমারে ফেলে ওগো গিরিধর ॥
কত দোষ করিতেছি সীমা নাই তার।
উচিৎ বিধান নাথ কর গো আমার ॥
এ জীবন বিকায়েছি তব রাঙ্গা চরণে।
চিরাশ্রয় দিয়ে রেখ জীবনে ও মরণে ॥ ৯০

—০—

বাজাও মুরলী বাজাও

যমুনার তীরে চাঁদনী নিশিথে সেই সুরে আজি বাজাও।
যে সুরে ভুলালে কুলবতী নারী
লাজ মান ফেলি গেল গৃহ ছাড়ি
গুরুজনে ভয় দিয়ে জলাঞ্জলী, সেই সুরে বাঁশী বাজাও ॥
বাজাও মুরলী বাজাও।
ব্রজললনার কর চিত চুরি সে তালছন্দে আজি বাজাও।
গভীর নিশিথে পরমানন্দে
করো নৃত্য সে তালছন্দে
জগৎ মোহিত হ'ল যেই সুরে, সেই সুরে বাঁশী বাজাও।
বাজাও মুরলী বাজাও।
যে যমুনা বহেছে উজান, সেই সুরে আজি বাজাও।
যে সুর শ্রবণে গলিল পাষাণ
স্থাবর জঙ্গমে ঝরেছে নয়ান
যোগি মুনি ঋষির ভাঙ্গিয়াছে ধ্যান সেই সুরে বাঁশী বাজাও ॥
বাজাও মুরলী বাজাও ॥ ৯১

—•—

আশ্রয়

মাধব হে তোমার পদে শরণ দিবে কবে
বিষয় সুখ ভুলি আমি তোমার হব তবে।
আমার এ দেহ প্রাণ
করেছি তোমায় দান

সকল কাজে তোমার দয়া বুঝিব আমি কবে
মাধব তোমার পায়ে শরণ কি মোর হবে ?
আমার মনের মাঝে উঠ্‌লে অহঙ্কার
রুদ্ররূপে তুমি তাহা কোর হে সংহার
মোরে কর পরিত্রাণ
শ্রীচরণে দিয়ে স্থান
মর জগৎ হতে যেদিন যাবে এ ছার দেহ।
কোটি স্নেহে কোল বাড়ায়ে স্থান গো মোরে দিও ॥ ৯২

—•—

মিনতি

কিরূপে পাইব সেবা গৌরাঙ্গ চরণ।
গুরু কানুপ্রিয় পদ নাহিক স্মরণ ॥
অধম পতিত আমি এ' তিন ভুবনে।
না হইল রতিমতি বৈষ্ণব চরণে ॥
মায়া মোহগ্রস্থ হায়! পাপ দোষে গড়া।
অপরাধ জর জর কু-লক্ষণে ভরা ॥
বিষয়ের প্রলোভনে ইতি উতি ধাই।
পাষাণ হৃদয়ে মম ভক্তিগন্ধ নাই ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ মোরে কৃপা কর।
পাষাণ হৃদয় মাঝে শ্রীচরণ ধর ॥
অদোষ দরশী প্রভু করুণা নিদান।
এইবার কিশোর রায়ে কর পরিত্রাণ ॥ ৯৩

—•—

ইহাই শ্রেষ্ঠ চাওয়া

কাননে সে রঙ্গ আজি দেখি মাধবের ভাবোদয়
রাই কানু মিলন বন্ধন।
অপূর্ব বিচিত্ররূপ অভিনব এক প্রেম হয়
কি এক নবীন আস্বাদন॥
দুজনার অঙ্গছটা স্বর্ণজ্যোতি কাননে ছড়ায়।
মুরলীর ছন্দ আজি প্রাণ মন ভুবন মাতায়
কুসুম সুবাস লয়ে মলয় পবন রাশি ধায়
এ এক স্বতন্ত্র চিরন্তন॥
নিকুঞ্জ কাননে দেখি শোভিছে মাধবী ফুলে ফুলে
আজি একি অভিনব খেলা।
মধুলোভে মধুকর উড়ে দেখি কুসুমে মুকুলে
গোধূলি লগন সন্ধ্যাবেলা।
হারায়েছে মান লাজ সুপীত বসনে তাঁরা সেজে
প্রগাঢ় মিলনে অঙ্গ মোহনমুরলী তাহে বাজে
অঙ্গে অঙ্গে বর্ণে রসে একি আজি নব স্বরূপে বিরাজে
উচ্ছলিত এ তরঙ্গের খেলা॥
পূরবে শোনেনি কেহ ব্রজরসের হয় এই সার
এ এক নব ঘনোল্লাস।
নিঃসংশয়ে জেন ইহা, এ লীলার উপরে নাই আর
বারিশের যে এ উচ্ছাস।
স্বকৃপায় মিশেছে আজ প্রপঞ্চে মানুষের সনে
প্রেমবাণে ভাসায়েছে বদ্ধজীব হৃদয় প্রাঙ্গণে
ভক্তির এ রহস্য লীলা জগতের সৌভাগ্য লগনে
নিজগুণে হয়েছে প্রকাশ॥
জগজীব জাগ প্রেমানন্দে ওঠ আজি মেতে
অফুরন্ত প্রেম পিযুষ পিয়া।

এসেছে চেতন্যচন্দ্র নিজগণ তারকার সাথে
সুলভ হয়েছে দেখা পাওয়া।
নেরে তোরা প্রেমবারি আছিস অনাদি পিপাসিত
পূর্ণ করে নেরে আজি হৃদয় কুম্ভ-দিয়া প্রেমামৃত
আজি স্বরূপ জাগিবে তব, কর শ্রীনাম সঙ্গীত
জেন আত্মার ইহাই শ্রেষ্ঠ চাওয়া॥
শ্রীরাধার প্রেমরস সীমা যার লোভে লোভী ভগবান
প্রেয়সীর বর্ণকান্তি লয়ে দুয়ে মিলেসমূর্ত মহান
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ, লভে মর্ত্যজীব এত ভাগ্যবান॥
এতাবৎ অনর্পিত গোলোকের শ্রেষ্ঠ গুপ্ত ধনে
নিজ প্রেম বিলাসে বিলাসিত হয়ে স্বমাধুর্য আস্বাদনে
যারে তারে বিলাইছে নিজ মহাবদন্য স্বভাবে
— লহ জীব কল্পকালের সেই দুর্লভ দান॥৯৪

—॰—

অভিসার

ধীর সমীরণে কদম্ব কাননে
জোছনা রূপালী রাতে।
করে অভিসার শ্রীমতী আমার
সখীগণ লয়ে সাথে॥
রুনু-ঝুনু বাজে চরণ সরোজে
মধুর নূপুর ধ্বনি।
বাজে রিণিঝিনি মৃদু কিংকীনি
অভিসারে চলে ধনী॥
নানা আভরণ করে ঝলমল
ললাটে হীরক মণি।

করে মৃদু গান শ্যামগুণ গান
আর কিছু নাই শুনি ॥
উড়িছে উত্তরী আহা মরি মরি
উড়িছে কুন্তল চুল।
দোলে বনমালা হীরকের বালা
নাসায় দুলিছে দুল ॥
রাই ঘেরি ঘেরি, চলে সারি সারি
রাধিকার প্রিয় সখী।
করেছে শৃঙ্গার নানা অলঙ্কার
রাধা সুখে তারা সুখী ॥
ধীর সমীরে যমুনার তীরে
প্রবেশি কদম্ব বনে —
ইতি উকি চায় কোথা শ্যামরায়
দেখে শ্যাম একমনে ॥
চেয়ে পথপানে রহে রাধা-ধ্যানে
জপে রাধা-রাধা নাম।
নূপুরের ধ্বনি শ্রবণেতে শুনি
চমকি উঠিল শ্যাম ॥
এস এস রাই আহা মরি যাই
প্রতীক্ষায় আছি তব।
শ্যামরায় হেরি রাধিকা সুন্দরী
হারাল ধৈর্‌য সব ॥
দুহুঁ আলিঙ্গনে বদন চুম্বনে
অধরে মধুর হাসি।
নয়নে নয়ান সুধা করে পান
উথলে আনন্দ রাশি ॥

মেঘ বিজুরী যেন জড়াজড়ি
(যেন) তমালে স্বর্ণলতা।
শ্যাম নীলমণি রাই হেমমণি
দিয়ে যেন মালা গাঁথা ॥
সেই শোভা হেরি গোপের সুন্দরী
অপলক রহে চেয়ে।
শিখি পাখা করে কেহ হাওয়া করে
পায় কোন গোপ মেয়ে ॥
নাচে শিখি সারি গায় শুকশারী
যমুনা উজান বহে।
সুমৃদু পবন বহে সন সন
অপরূপ লীলা তাহে ॥
এই নব দাসী মৃদু হাসি হাসি
গুরু রূপা সখী সাথে—
করিল প্রণাম যেথা রাধা শ্যাম
চরণ ধরিয়া মাথে ॥৯৫

— ০ —

মঞ্জরীর মঞ্জুভাষ

আমরা এসেছি মাধবী কুঞ্জে আমরা
এনেছি গাঁথিয়া মালা।
কোমল তুলসী মঞ্জরী তুলি
ভরিয়া এনেছি ডালা।
এসো আজি ওগো নিকুঞ্জেশ্বর
শ্রীমতী লইয়া সাথে।

এসো কুসুম ঝড়িত পথে
এসো আজি শ্যাম শ্রীমতির সাথে
নীরব জ্যোছনা রাতে।
হেরি যুগল কমল নীল শতদল
দুলায়ে গুঞ্জা মালা।
মাধবী তরুর মূলে
রত্ন আসনে বসগো দুজনে
ধীর সমীরের কূলে।
বহিছে পবন লয়ে পরিমল
যমুনার কূলে কূলে।
পুষ্পের মালা পরাব দোঁহারে
কোমল হৃদয় পরে
পুলকিত অন্তরে।
তোমার কমল অধরের মাঝে
হাসি সুধা যেন ঝরে।
পূজিব তোমার যুগল চরণ
মাধবী কুঞ্জ বনে।
তুলসী মঞ্জরী দিব নিজ করে
চরণে আকুল প্রাণে।
পুরিবে কি মোর মনের বাসনা
বল ওগো নন্দলালা।
কোমল তুলসী মঞ্জরী তুলি
ভরিয়া এনেছি ডালা ॥৯৬

—০—

হারিয়ে যাব

হারিয়ে যাব কুঞ্জবনে তোমার অন্বেষণে।
খুঁজে ওগো পাবে না তবে আমায় কোন জনে ॥
ডাকলে শিখি 'কেও' রবে
তারে আমি শুধাব তবে,
দেখেছ কি তুমি যেতে এথা কৃষ্ণ কালো শশী
বনমালা দুলিয়ে গলে বাজিয়ে মোহন বাঁশী ॥
আমায় হেরে মৃগশিশু করুণ চোখে চাহি
মুখটি ধরে বলব আমি কোন তো ভয় নাই।
আমায় লয়ে চলরে তোরা
যেথায় আছে চিতচোরা।
এসেছি আমি কুঞ্জবনে তাহার অন্বেষণে
বলনা তোরা প্রাণের সখা পাব কোন্‌খানে ॥
ঝিরঝিরাণী বাতাস লেগে দুলবে গাছে শাখা।
কুহু কুহু ডাকবে কোকিল ছড়িয়ে দুটি পাখা।
সুর মিলিয়ে তাদের সনে,
কৃষ্ণ কোথা বল কানে কানে
এসেছি আমি কুঞ্জবনে দেখতে তাঁরে চাই।
দেখে যদি থাকিস তোরা বলনা সেথা যাই ॥
চাঁদনী রাতে কুঞ্জবনে নদীর কুলুতান।
আকুল হয়ে গাইব আমি তোমার গুণগান ॥
প্রতিধ্বনি আসবে ভেসে
ডাকছে যেন আমায় হেসে
দেখবি যদি বনমালী আয়লো এথা আয়।
তমাল আড়ে লুকায়ে আছে ওই যে শ্যামরায় ॥

ছুটব আমি আকুল প্রাণে কুঞ্জপথ দিয়ে।
তমাল আড়ে হেরে তোমায় পড়ব মূর্চ্ছা হয়ে ॥
কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়ে,
কুঞ্জরেণু মাখব গায়ে,
উন্মাদিনী হয়ে আমি ঘুরব কুঞ্জ বনে।
খুঁজে ওগো পাবে না তবে আমায় কোন জনে ॥৯৭

—০—

কৃষ্ণ বিরহে রাধা

কত ব্যাথা পেয়েছি হৃদয়ে,
করেছি যে কত ভুল নাই পাই এবে কুল
নিরন্তর অন্তর জ্বলয়ে।
আজি সখি শুন মোর অন্তরের বাণী
বড়ই বিষাদ ভরা আমার কাহিনী।
পারিনা মনেরে বুঝাইতে,
সদাই হৃদয় মাঝে বেদনা বিষাণ বাজে
জাগে ব্যাকুলতা দিনরাতে।
দেখাতে পারিতাম যদি অন্তরের ব্যাথা
নীরবে মুছিতে অশ্রু শুনি মোর কথা।
প্রেমের কিবা সে হয় জ্বালা,
মরেও মরেনা প্রাণ দগ্ধ করে সর্বক্ষণ
কন্দর্পের এ নিঠুর লীলা।
চলে গেছে প্রাণ বঁধু মথুরা নগরে
এত কি পাষাণ সেকি মনে নাই পড়ে।

যা গো সখী নিঠুরের পাশ,
মোর কথা ক'লো তারে বিরহে দগধে মোরে
তব লাগি হইবেক নাশ।
ফুটিতে যৌবন ফুল ভ্রমর উড়ি গেল
ডাকিলেও পুষ্প তারে ফিরে নাহি এল।
চাও যদি দেখিতে প্রিয়ারে,
মধুপুর ত্যাগ করে চল আজি ব্রজপুরে
তব লাগি বিরহে সে মরে।
আর নাই কোন কথা শুধু জপে তব নাম
কেন মিছে দাও ব্যাথা ওগো প্রাণ শ্যাম।
এ কিশোর কহয়ে শুন ধনী
তব লাগি প্রাণনাথ করে সদা অশ্রুপাত
ব্যাকুল হইয়া নীলমণি।
না কাঁদিও রাধারাণী না পাইও ব্যথা।
আসিতেছে নীলকান্ত শুনি তব কথা ॥ ৯৮

— ০ —

পূর্ণ পুরস্কার

(১)

করেতে ধরিয়া
আমারে লইয়া
আসিলা পদ্মা দ্বারে।
চন্দ্রাবলী আসি।
কোটি স্নেহে ভাসি
আমারে লইলা ক্রোড়ে ॥

(২)

মৃদু মৃদু স্বরে
কহয়ে পদ্মারে
কাহার বালিকা এই।
অতি নাবালিকা
ছিল কোথা একা
পাইলি কোথায় তুই ॥

(৩)
কহে সঙ্গোপনে
সখীর বচনে
শুন দেবী চন্দ্রাবলী।
নিকুঞ্জ বিথিতে
দেখা এক সাথে
কাঁদে বসি ফুলি ফুলি ॥

(৪)
দয়া হল প্রাণে
আনি তোমা স্থানে
করিনু সমর্পণ।
নিজ হাতে গোড়ে
এই বালিকারে
সেবা কর এরে দান ॥

(৫)
হাঁসি চন্দ্রাননে
মোর মুখ পানে
তাকায়ে কহিলা ধীরে।
শুন হে অবলা
তুই নব বালা
সেবিকা করিব তোরে ॥

(৬)
নিভৃত কাননে
সবাকার সনে
করিবে কি সেবা তুমি।
বিনতা হইয়া চরণে পড়িয়া
কহিনু তাঁহারে আমি ॥

(৭)
হে দেবী আমার
আমি তো তোমার
আদেশ করিবে যাহা।
করিব পালন
সেবিব চরণ
কি ভাগ্য আজিকে আহা ॥

(৮)
মণিমালা বলি
ডাকে চন্দ্রাবলী
নব দাসী তুই মোর।
পশিলে নাগর
কানন ভিতর
পদ সেবা হ'লো তোর ॥

(৯)
সখিগণ সাথে
ধরি হাতে হাতে
চলিলা কাননে চন্দ্রা।
প্রফুল্ল বদনা
হরিণ লোচনা
(যেন) নয়নে নেবেছে তন্দ্রা ॥

(১০)
বিলাস কাননে
রতন আসনে
সখিগণ সাথে বসি।
সুমৃদু বচনে
কহে আলাপনে
বঁধুর মিলন হাসি ॥

(১১)
এ হেন সময়ে
এলো শ্যামরায়
চন্দ্রার কানন মাঝে।
রত্নাসনে আসি
বসি মৃদু হাসি
অপরূপ কিবা সাজে ॥

(১২)
চরণ প্রান্তে
বসি একান্তে
মণিমালা নত হয়ে।
সেবিলা চরণ
প্রফুল্লিত মন
চন্দ্রার কৃপা পেয়ে ॥

(১৩)
শ্রীপ্রাণ বল্লভ
শ্রীপদ পল্লব
শিরেতে ধরিলা মোর।
চন্দ্রাবলী হাসি
কহে কালশশী
কি ভাগ্য আজিকে ওর ॥

(১৪)
এ নব দাসীরে
করিলে স্বীকারে
সাধ হয় মোর প্রাণে।
রাধিকার করে
অর্পিব ইহারে
কহিনু তোমার স্থানে ॥

(১৫)
নিশি অবসানে
সবে ভীত মনে
গৃহ পথে চলে সারি।
তমালের ডালে
শিখিপুচ্ছ তুলে
গায় পিক শুক শারী ॥

(১৬)
চন্দ্রাবলী আসি
মৃদু হাসি হাসি
কহিলা একদা মোরে।
শুন মোর কথা
না পাইও ব্যাথা
মহাদান দিব তোরে ॥

(১৭)
সর্ব সারাৎসার
সর্বারাধ্য সার
শ্রীমতী রাধার সেবা।
কর আজি হ'তে
আনন্দিত চিতে
তোমার সৌভাগ্য কিবা ॥

(১৮)
নায়িকার শ্রেষ্ঠা
বল্লভের প্রেষ্ঠা
রাধিকা ভগিনী মোর।
বিরহে নাগর
হইলে কাতর
প্রবোধই আমি তার ॥

(১৯)
যাও ধনী তথি
লই মালা গাঁথি
পরাইরে মালা পায়।
হইয়া প্রণতা
বলি মোর কথা
সেবিকা হইবে তায়॥

(২০)
মণিমালা দাসী
নিকটেতে আসি
নমিয়া চন্দ্রা পায়।
কৃপা করি মোরে
দিও এই বরে
তুমি থেক মোর হৃদয়ে॥

(২১)
চলে নব বালা
প্রমদা চপলা
যাবটের পথে সুখে।
রাধা গুণ গানে
মৃদু গুন্‌জনে
চন্দ্রাবলী রাখি বুকে॥

(২২)
বাজে রিনিঝিনি
মৃদু কিংকিনী
করেতে মাধবী মালা।
পরিমল তার
ডাকে মধুকর
ভাবাবেশে চলে বালা॥

(২৩)
যাবট মন্দিরে
রত্ন বেদী পরে
সখিগণ সনে রাই।
বঁধুর বিরহে
বিশাখারে কহে
চন্দ্রাবলী আজ কই॥

(২৪)
এহেন সময়ে
নবদাসী তায়
রাধিকা চরণে পড়ে।
শুন মোর বাণী
রাধিকা স্বামিনী
চন্দ্রা পাঠায়েছে মোরে॥

(২৫)
শুনি রাই ধনী
মোর মুখবাণী
হৃদে ধরি রাধা অলি।
নবদাসী করে
পাঠায়েছে তোরে
ভগিনী চন্দ্রাবলী॥

(২৬)
থাক তুমি এথা
সেবা মালা গাঁথা
কানন কুসুম তুলি।
এ নব দাসীরে
অর্পিলা রাধারে
মোর কুলের চন্দ্রাবলী॥

(২৭)
কহয়ে কিশোর
হইবে কি মোর
রাধিকা চরণ দাসী।
কুলের প্রদীপ
প্রভু সদাশিব
উদ্ধারিবে কি মোরে হাসি॥ ৯৯

—০—

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার উক্তি

মনে আছে সেদিনের কথা
শরতের শুভ আগমন।
পূরবে অরুণোদয় মৃদু মন্দ বায়ু বয়
হালকা কুয়াশা বিন্দু যায়নি তখন॥
কাননে ফুটেছে শেফালিকা
কুসুম ঝরিছে তরুমূলে।
আসে অলি গুন্‌জনে মকরন্দ আহরণে
সরসিজ শোভিতেছে সরসী সলিলে॥
আমি ছিনু চেয়ে পথ পানে
দাঁড়ায়ে ছিলাম আঙ্গিনায়।
নীরবে চরণ ফেলে চুপি চুপি কাছে এলে
জড়ায়ে ধরিলে তুমি আমারে হৃদয়ে॥
আমা পানে হুনয়নে চেয়ে
চুম্বন করেছ মুখ খানি।
কি প্রেমে বেঁধেছ মোরে কোন আকর্ষণ ডোরে
কেমনে বুঝিব বল আমি নাহি জানি॥

স্বপনেও করি নাই আশা
তোমার সে কিবা ভালবাসা।
আনন্দে কিবা সে দিশা সে যে মদিরার নেশা
বিম্ব অধর কোণে সে কি মৃদু হাসা॥
শুনাইতে মুরলীর গান
বসি নিস্তব্ধ যমুনার তীরে।
নিরালা নিকুঞ্জ বনে চঞ্চল করেছ প্রাণে
আমি শুনিতাম কত আকুলতা ভরে॥
আজি তুমি দেখাও না দাও
কি দোষ করেছি বল আমি।
আজি সেই প্রেম নাই মধুর মুরলী কই
দুখের সাগরে ফেলে চলে গেছ তুমি॥
আমি যে তোমারি বঁধু জেন
সঁপিয়াছি প্রাণ মন দেহ
এসেছি শরম ভুলি মান ভয় দূরে ঠেলি
ইহাতে কি লবমাত্র আছে গো সন্দেহ॥
কত ব্যাথা দিয়েছি গো প্রাণে
করেছি কত যে ভর্ৎসনা।
আজি তাই মুছি আঁখি তোমারে যে নাহি দেখি
বধুর অন্তরের ব্যাথা তুমি বোঝ না॥ ১০০

—•—

রাই অভিসার

সুচন্দ্র বদনী ধনী শ্রীমতী সেদিন।
শ্যাম অভিসারে চলে হইয়া স্বাধীন॥
মধুর নূপুর বাজে শ্রীমতীর পায়।
সুনীল উত্তরী ধনী জড়ায়েছে গায়॥

চরণ চুম্বিত মালা শোভিতেছে গলে।
সিঁথি পর সিন্দুর শোভে বেণী ফুলে॥
ঠমক ঠমক চলে সকরুণ চায়।
তরুপরে শুকশারী সুমধুর গায়॥
সোনার মেখলাখানি ঝুনু ঝুনু বাজে।
আজিকে শ্রীমতী মোর অপরূপ সাজে॥
রাই সাথে নর্ম সখী চলে পাছু পাছু।
প্রাণসখী রাধা বিনা জানে নাক কিছু॥
নিকুঞ্জে প্রবেশি রাই ইতি উতি চায়।
তমালের আড়ে থাকি দেখে শ্যামরায়॥
হঠাৎ নয়ন ছুটি গেল সেই খানে।
বঁধু হেরে বিধুমুখী হাসে মনে মনে॥
তমাল তরুর মূলে বসি রাধাশ্যাম।
যুগল মিলন সুখ লভে অবিরাম॥
নব মঞ্জরী সখী আদেশ করিলে।
কুসুম কোমল শয্যা করে কুতুহলে॥
তারি পরে রাধাশ্যাম করিলা শয়ন।
দাসী রূপে কিশোর রায় সেবে শ্রীচরণ॥ ১০১

—০—

আগত শ্যাম

শ্যামল সুন্দর আসিবে এখনি মোদের নিকুঞ্জ মাঝারে।
আয়লো সজনী করি দ্রুতগতি কুঞ্জের পথে যাইরে॥
বাজিতেছে দূরে মুরলীর ধ্বনি
শ্রবণে বাজিছে ওই কিংকিনী
ঐ দেখ ঐ করুণলোচনে মৃগশিশু তাঁরে দেখে রে।
আয়লো সজনী করি দ্রুতগতি কুঞ্জের পথে যাইরে॥

দূরে দেখ ঐ ময়ূর ময়ূরী যেন রে কতই চঞ্চল।
মৃদু সমীরণ বহে আনে তাঁর অঙ্গ কমল পরিমল ॥
নূপুরের ধ্বনি বাজে রিনী ঝিনী
আসিছে মোদের শ্যাম গুণমণি
কেন সখী তোর আঁখি দুটি শুধু করে মিছে ছল ছল।
দূরে দেখ ঐ ময়ূর ময়ূরী যেন রে কতই চঞ্চল ॥
শোন শোন সই মোদের মোহন ডাকে তব নাম ধরিরে।
আকুল পরাণে স্থাবর জঙ্গম উল্লাসে যেন গো নাচেরে ॥
শোভে নভো কোলে নিশানাথ শশী
যমুনা উছলে শুনি মধু বাঁশী
আয়রে সজনী কেন মিছামিছি অভিমান করি আছরে।
আকুল পরাণে স্থাবর জঙ্গম উল্লাসে যেন গো নাচেরে ॥
ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু তানে পাপিয়ার পিয়া সুর।
স্তবধ রজনী যমুনার কুলে পরিবেশ সুমধুর ॥
সুনীল বসনে ঢাকি মুখ খানি
(ওরনী) শিরের বসন দেলো শিরে টানি
প্রাণ প্রিয়তমে আনিলো নিকুঞ্জে অভিমান কর দূর।
স্তবধ রজনী যমুনার কুলে পরিবেশ সুমধুর ॥ ১০২

—o—

শ্যাম বিরহিণী রাই কিশোরী

বিরহে বঁধুর শ্রীমতী রাধারাণী
বিলাপ করেন মনেতে নাই সুখ।
বিলাপ হেরে দুখিত সকল প্রাণী
হেরিব কবে বঁধুর চন্দ্র মুখ ॥

কবে ধনী শুনরে প্রাণের আঁখি
আজিকে যদি যাইরে আমি মরে।
তমাল পরে এদেহ রেখ তুলি
আগুনেতে না যায় যেন পুরে ॥
কৃষ্ণ আমার কাল বরণ তাই।
তমাল হেরে বড় যে সুখ পাই ॥
আমার দেহ দেখাস তোরা তাঁরে।
আসবে যখন নিকুঞ্জ দ্বারে ॥
নয়ন নীরে বসন গেল ভিজে
ললিতা বলে, মুছায়ে মুখখানি।
মোহন বাঁশী উঠবে দেখ বেজে
মিছে কেন দুঃখ করিস ধনী ॥
বিরহে ধনী হইল মুরছিতা
শোনেনা ধনী কাহার কোন কথা
(যেন) ভূমির পরে লুটায়ে স্বর্ণলতা
আজিকে প্রাণে পেয়েছ বড় ব্যাথা ॥
চন্দ্রাবলী সগণে তথায় আসি।
রাইরে হেরে দুঃখ মাঝে ভাসি ॥
এতদিন রে ছিল আশা মনে।
আসবে বঁধু মোদের মাঝখানে ॥
ভেঙ্গে গেল সকল আশা হায়
রাধিকা আমার গেলরে বুঝি মরে।
রাধার লাগি আসত বঁধু হেথায়
আর বুঝি সখী পাবনারে তাঁরে ॥
করুণ সুরে উঠলো কান্না রোল
রাধার কানে শুধায় শ্যাম নাম।
শুক শারিকার নাইরে কোন রোল
সবাই বলে এস গো আজি শ্যাম ॥

তোমার লাগি রাই যে অচেতন।
রাইরে বাঁচাও দিয়ে দরশন॥
মধুর স্বরে উঠলো বেজে বাঁশী।
সবার মুখে উঠলো ফুটে হাসি॥
চেতন পেয়ে শ্রীমতী রাধারানী
মৃদু হেসে সবার মাঝে বসি।
কহেন ধনী শ্যামের গুণ বাণী
সকল সখী গেল আনন্দে ভাসি॥
নিকুঞ্জ মাঝে এলেন শ্যামরায়
শ্যামেরে লয়ে যতেক ব্রজবালা।
নিকুঞ্জ মাঝে বসায় দোলনায়
পরায়ে দিল গলায় বনমালা॥
রাইয়ের সাথে চন্দ্রাবলী আসি।
শ্যামের বামে রাধারে বসায় হাসি॥
চন্দ্রাবলী আপনে দুলায় তাঁরে।
সবার মনে আনন্দ নাই ধরে॥ ১০৩

—•—

আর্তিবাণী

জ্ঞান যদি কেড়ে নেবে মোর কাছ হ'তে।
তবে কেন মিছা মায়া পড়াইলে তাতে॥
উপায় না দেখি আমি বাঁচিবার আর।
মায়া মোহে জর জর দুর্বল অন্তর॥
বাক্ শক্তি নাই মোর না জানি গো ভাষা।
দয়া যেন থাকে তব—প্রাণে এই আশা॥

কতবার জানাইয়াছি তোমার চরণে।
সমাধান করেছিলে তুমি নিজগুণে॥
এবার কাতর স্বরে কহি তব পায়।
নিদয় হয়োনা তুমি ওগো দয়াময়॥
কাড়িয়া লয়োনা প্রভু দাও গো শরণ।
মনের বাসনা নাথ কর হে পূরণ॥
কৃপা করে দিয়েছিলে শ্রীচরণে স্থান।
চরণে দিও না ঠেলে এই নিবেদন॥
মোরে তুমি দাও দণ্ড কর গো বিধান।
তব পায়ে বাঁধা মোরা আছি জনার্দ্দন॥ ১০৪

—•—

প্রাণ মাতান গান

শুন প্রাণ অলি যাই সবে মেলি
যমুনার উপকূলে।
আজিকে নাকিলো আসিয়া শ্যামল
কদম্ব তরুর মূলে॥
সবাকার প্রীতে হরষিত চিতে
করিবে মূরলী গান।
ভুলাবে ভুবন টলাইবে মন
করিবেরে আকর্ষণ॥
কহিলা একথা আসিয়া ললিতা
গোপনে আমার কানে।
তাইলো যতনে কহি তোর স্থানে
আনন্দ হরষে মনে॥

যমুনার তীরে তমালের আড়ে
আমরা লুকায়ে রব।
হেরিব গোপনে শ্রীরাধা রমণে
কথাটি নাহিক কব ॥
মুরলীর গান করিয়া যখন
করিবে আকর্ষণ।
নিকটে যাবনা করিব ছলনা
হেরিব তাহার মন ॥
কি করে তখন মোদের মোহন
বসিয়া কদম্ব মূলে।
কাতরে ক্রন্দন করিলে তখন
দেখা দিব সবে মিলে।
হাসিয়া শ্রীমতী শুনিয়া যুকতি
কহে সখী চল যাই।
উঠে নিশাকর চল রে সত্বর
দেরী করে কাজ নাই ॥
আয় রাইধনী বেঁধে দিবে বেণী
নূপুর পরাই পায়।
নীলাম্বরী শাড়ি পরিবি কি গোরী
পরাগ মাখিবি গায় ॥
সব সখিগণ সাজিয়া তখন
রাধার মন্দিরে আসি।
সকলে মিলিয়া রাধারে লইয়া
যমুনার কূলে পশি ॥
তমাল আড়ালে লুকায়ে সকলে
রহিলা শ্যামের লাগি।
এ হেন সময় এল শ্যামরায়
রাধা প্রেমে অনুরাগী ॥

যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
বসি করে বেণুগান।
ভুলিল ভুবন টলে গোপীমন
ছটফট্ করে প্রাণ।
ধৈরয ধরি রহে গোপনারী
লুকায়ে আড়ালে হাসে।
না হেরে প্রেয়সী শ্যাম কালশশী
দুঃখ সাগরে ভাসে ॥
করয়ে রোদন ক্ষণে অচেতন
হেরিয়া শ্যামের ভাব।
পাইয়া বেদনা যত ব্রজাঙ্গনা
দরশন দিলা সব।
হেরিয়া প্রেয়সী শ্যাম প্রেমে ভাসি
আনন্দ নাহিক ধরে।
নিভৃত কাননে দিবা অবসানে
সযতনে ক্রীড়া করে ॥
বহে শন শন দখিন পবন
শোভিছে মল্লিকা যূথী।
পরিমল তার ভরে চারিধার
আনন্দে ভ্রমর মাতি ॥
গায় পিক্ তথা যত তরুলতা
কহে কৃষ্ণ কথা সুখে।
নাচিতেছে শিখি আর নানা পাখী
নিদ্রা নাহিক চোখে ॥
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
যুগল কিশোর ঘেরি।

যত গোপ নারী আসি সারি সারি
সেবা করে সুখে ভারি ॥
এ কিশোর দাস মাগে গোপী পাশ
এ অধমে কেশে ধরি ।
কর সহচরী ব্রজের মঞ্জরী
আর না সহিতে পারি ॥১০৫

—০—

অভিসারিকা

এসেছে মাধব আয় নব অনুরাগিণী
ওলো গোপ বধূ রমণী—
কুঞ্জ কুটিরে আয় রাধা মৃগলোচনা।
কুসুম শয্যা কর তোরা ওলো রচনা ॥
ওলো মৃদু হসি বয়ানে—
রাধা মাধবে নিয়ে চল ওলো শয়নে !

মালতীর মালা গাঁথি আন পরিচারিকা
(আমি) শ্রীমতীর অভিসারিকা।
ক্ষীণ কটি তটে শোভে ঘন নীল বসনা
শ্যাম অনুরাগে এসেছেরে মৃগলোচনা ॥
আয় ওলো ব্রজ গোপীকা—
শ্যাম অভিসারে এসেছেরে আজি রাধিকা ॥

বাজাও বীণা বেণু শঙ্খ গোপ বধূরা
মিলন সংগীত গাও ওলো করি মধুরা।
অঞ্জন তার আঁকো দুটি মৃগ লোচনে
ওলো স্মিত হাসি বদনে ॥

পদতলে দুটি মঞ্জির বাজে ঝিনঝিনী
স্নিগধ জ্যোছনা শরৎ ঋতুর যামিনী ॥

এস ব্রজবালা হের নবলীলা কাননে
শ্যাম সাথে মৃগলোচনে
কুসুম পরাগ মাখিছে শরীরে ভ্রমরা
কৃষ্ণ চতুর কত করে খেলা দেখ তোরা।
এ লীলার নাই তুলনা
শ্যাম বক্ষে রয়েছে জড়ায়ে মৃগলোচনা ॥

(আজি) এসেছে মাধব এসেছে শ্রীমতী রাধিকে
ললাটে দোঁহার শোভিছে চিকণ্ অলকে।
দুলিছে পরনে মালতী কুসুম মালিকা
দোলে কুঞ্জ নীপলতিকা
কত সোহাগে করে চুম্বন মৃদু বদনে
স্মিত হাসি ঝরে আহা নয়নে নয়নে।
আয় আয় ব্রজ গোপীকা
নিভৃত কুঞ্জে ক্রীড়ারত শ্যাম রাধিকা ॥১০৬

—০—

যাও বঁধু ফিরে

চন্দ্রাবলী কুঞ্জে শ্যাম কাটায়ে রজনী।
প্রভাতে আসিলা বঁধু যথা রাধারাণী ॥
অসময়ে কেন বঁধু কহে গোপিনীরা।
তোমার বিরহে রাধা হয়েছে অধীরা ॥
সারা নিশি কোথা ছিলে বল শ্যামরায়।
একি একি সোহাগ সিন্দুর কেন তব গায় ॥

গণ্ডদেশে শোভিতেছে ও কিসের দাগ।
চন্দ্রাবলী কুঞ্জে ছিলে করি অনুরাগ॥
এসনা এসনা বঁধু রাধিকার পাশে।
চন্দ্রাবলী কুঞ্জে থাক মনের উল্লাসে॥
এথা রাই অভিমানী না হেরে বধুরে।
সুনীল উত্তরী দ্বারা ঢাকে বদনেরে॥
রাইধনী বলে বঁধু আজি ফিরে যাও।
চন্দ্রাবলী নিকুঞ্জেতে সুখে তুমি রও॥
রাইধনী বাণী শুনি চলে নীলমণি।
পথে যেতে ফিরে চাহে যদি হেরে রাণী॥
এস এস বলি যদি একবার ডাকে।
সব জ্বালা দূর হবে আলিঙ্গিলে তাকে॥
ছল ছল ছনয়নে হয় অশ্রুপাত।
দয়া না হইল বুঝি ভাবে প্রাণনাথ॥
বঁধুর বদন হেরে রাই বিনোদিনী।
বিষণ্ণা হইয়া দেবী বলিলা আপনি॥
এস এস প্রাণনাথ এস রসময়।
অভিমান ত্যাগ করি হও গো সদয়॥
প্রিয়ার বচন শুনি রসিক নাগর।
নিকুঞ্জে আসিলা শ্যাম যেন শশধর॥
শ্রীমতীরে হৃদে ধরি মিটাইলা জ্বালা
সে শোভা হেরিয়া সুখী সব ব্রজবালা॥
রাধাশ্যামে ঘেরি ঘেরি যতেক মঞ্জরী।
আনন্দে করেন গান দিয়া করতালী॥১০৭

—•—

এসে দ্বারে গেল ফিরে

ওলো প্রাণ সখী তোমাদের এই
বিলাস কুঞ্জ দ্বারে।
রসিক নাগর নন্দের নন্দন
এসেছিল ক্ষণ তরে॥
এথা এসে হরি পদ্মলোচনে
চাহে তোমাদের দিকে।
অনুরাগ ভরা ব্যাকুল হৃদয়ে
ললুপিত অনিমিখে॥
তড়িৎ অম্বর পরিধানে ছিল
কণ্ঠে শোভে বনমালা।
কেশরাশি তাঁর দিয়েছিল বেঁধে
গোপবধূ কোন বালা॥
অভিমান ভরে তোমরা তখন
তাকালে না তাঁর দিকে।
বলিলে না, কোথা ছিলে বধূ
বসালে না কাছে ডেকে॥
প্রবেশিতে গিয়ে করিল না আর
রহিল দাঁড়ায়ে দ্বারে।
কুঞ্জ দ্বার হ'তে বাহিরিয়া গেল
এ পথে যমুনা তীরে॥
সেথা হ'তে প্রিয় গেল যে কোথায়
তোমরা তা জান কি?
যমুনার কুল ধরে চলে গেল
যেথা চন্দ্রাবলী সখী॥ ১০৮

—○—

অপ্রাকৃত ধাম

চিন্তামণিময় ধাম বৃন্দাবন যার নাম
নিভৃত নিকুঞ্জ বন মাঝে।
রতন বেদীর পরে যুগল কিশোর বর
অতি অপরূপ দুঁহু সাজে॥

যত গোপী সহচরী যুগল কিশোর ঘেরি
পরিহাসে করে নানা সেবা।
যাবক পরায় কেহ চন্দন লেপয়ে দেহ
অপরূপ বাঁধে কেশ কিবা॥

গাঁথিয়া মল্লিকা হার গলে দেয় দুজনার
চূড়া বাঁধি দেয় কেহ চিকুরে।
গুঁজি দেয় শিখি পাখা রাধা নাম তাতে লেখা
মৃদু হাসি খেলে যায় অধরে॥

মঞ্জির কিঙ্কিণী ধ্বনি শ্রবণে কেবলি শুনি
শ্রীঅঙ্গ সৌরভে মন মাতে।
শ্রীমতীর ধরি গলা বসিয়াছে নন্দ লালা
কেলি করে মনের সুখেতে॥

কাননে ফুটেছে ফুল উড়ে আসে অলিকুল
পুষ্পে বসি করে মধু পান।
পরাগে ভরেছে পাখা কি বিচিত্র যায় দেখা
কোকিলের সুমধুর গান॥

শীতল পবন বয় পরিমল আনে তায়
যমুনায় বহিছে উজান।
ব্রজের যতেক নারী যুগলেরে ঘিরি ঘিরি
সুমধুর সুরে করে গান॥

নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীযুগল কিশোর

কিশোর দাসের মনে প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে
সে ধামেতে যাব কবে হায়।
পাইয়া দুর্লভ তনু জড় ভোগে ডুবে গেনু
করুণা হবে কি দয়াময় ॥১০৯

—০—

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত

প্রেম ময় বৃন্দাবন ফুলে ফলে শোভে বন
পুঞ্জে পুঞ্জে অলির গুঞ্জন।
কদম্ব তরুর ডাল পুষ্পে পুষ্পে শোভে ডাল
সারি সারি নাচে শিখিগণ ॥
কালিন্দী তটের বন হরে মুনী ঋষি মন
কোকিলের কুহু কুহু গান।
ফুল পরিমল লয়ে শীতল পবন বহে
বিচরণ করে মৃগগণ ॥
নিভৃত নিকুঞ্জ বনে বসি রত্ন সিংহাসনে
শ্যাম বামে রাই বিনোদিনী।
প্রিয় সখীগণে ঘেরি বদন কমল হেরি
আধ আধ অমিয়ার বাণী ॥
শ্যাম বাহু হৃদে ধরি চুপি চুপি কহে গোরী
শুন শুন ও প্রাণবল্লভ।
নিভৃত নিকুঞ্জ বনে তুমি আমি একাসনে
(আজি) মিলন হইল সুলভ ॥
গুরুজনে ভয় করি লাজমান পরিহরি
সখী সনে এথা আগমন।

তব প্রেম আকর্ষণে আনিয়াছে এইখানে
তোমা সাথে হইল মিলন ॥
যে দিকে তাকাই আমি সকলি দেখি যে তুমি
শ্যামল সুন্দর রসরাজ।
স্বপন মাঝেও দেখি তোমার পেলব আঁখি
অভিনব করিয়াছ সাজ ॥
ভাঙ্গিলে ঘুমের ঘোর আঁধার ঘরেতে মোর
দেখি প্রিয় আছ তুমি দাঁড়ায়ে।
রূপমাধুর্যে-ভাতি চারিদিক যায় মাতি
মৃদু হাসি ডাক যেন আমায়ে ॥
প্রিয়ার ধরিয়া গলা চুপি চুপি কহে লালা
শ্রীনন্দ নন্দন শ্যামরায়।
তব প্রেমে বাঁধা আমি সত্য জেন প্রিয়া তুমি
তোমা না দেখিলে প্রাণ যায় ॥
রাধা রাধা এই নাম জপি সদা অবিরাম
রাধা ছাড়া জানিনাক আর।
নয়নের তারা তুমি আর কি বলিব আমি
রাই তুমি মোর কণ্ঠহার ॥

—০—

সুধা-ধারা

সুখের সাগর শ্রীবৃন্দাবিপিন
অপ্রাকৃত চিন্ময়।
দেখেন প্রেমিক নিত্য লীলা রাস
রসিকের রস হয় ॥

ভূমি চিন্তামণি কল্পতরু সব
গমন নটন লীলা।
নটন তা'হলে বলিব কিরূপ
বচন সঙ্গীত কলা ॥
সঙ্গীতের আহা না হয় তুলনা
উপমা তাহার নাই।
(যাঁর) নাম আস্বাদনে দরশন সুখ
দরশে পরশ পাই ॥
পরশে তা'হলে, কি সুখ বলিব
ভাষা নাই বলিবার।
যে জন করেছে অনুভব তাহা
(বলে) মধুর অমৃত সার ॥
নাই দোষাভাস শুধু গুণাকর
নবনীত চুরি লীলা।
রসিক ভকত করেন বন্দনা
স্মরিয়া মাধুর্য্য খেলা ॥
পরকীয়া রস গোপীকার প্রেম
বেদ পুরাণাদি গায়।
সব রস সার মাধুর্য্য অপার
শৃঙ্গার নাম হয় ॥
নাই সেথা মন্দ নাইক পঙ্ক
শুধু নাম যায় শোনা।
চন্দনের গন্ধ পবন মন্দ
এই কথা যায় জানা ॥
এজগতে যাহা দোষ হয় জেনো
মহাগুণ হয় তথা।

মহাগুণ এথা শুধুগুণ তথা
স্বর্ণ দান আদি যথা ॥
স্বরূপ শক্তির পরিণতি এই
গোপ গোপী ব্রজ ধাম।
ব্রজে লীলা খেলা নরলীলা সম
না হয় প্রাকৃত কাম ॥
অপ্রাকৃত ধাম আনন্দ পাথার
সুধারস মধু ধারা।
প্রেমিক রসিক, সে রসে সাঁতারে
হইয়া আত্মহারা ॥১১১

—০—

সখীর উক্তি

রজনীগন্ধা ফুটেছে সন্ধ্যাবেলা
নিকুঞ্জবনে ভরেছে তার ঘ্রাণ
শীতল বায়ু বইছে শন্ শন্
গাছের ডালে গাইছে পিক গান
পূবের কোনে শোভিছে নিশাকার
গাছের ফাঁকে এসেছে তার আলো
যমুনার নীরে বহিছে কত ঢেউ
আজিকে সখী কানন মাঝে চলো ॥
সন্ধ্যাবেলায় কুলের বধু মোরা
নদীর ঘাটে চললো গাগরী লয়ে
ওই পথেতে চলবো কুঞ্জ মাঝে
শ্যামের সাথে মিলন হবে তায়ে।

সাঁজের দীপ জ্বালিয়ে দেবে ঘরে
শাঁখের ধ্বনী উঠ্‌লো বেজে দূরে।
আর কত বল থাকব বসে এথা
বঁধুর লাগি প্রাণ যে কেমন করে ॥
চপল পায়ে চললো নদীর তীর
ছল করে আনিরে নদীর জল
গুরুজনে না করিসলো কোন ভয়
হৃদয় মাঝে রাখবে সখীবল
আমাদের শ্যাম সবার প্রাণধন
চিত্ত সবার কররে আকর্ষণ
আমরা তাঁর নবমঞ্জরী দাসী
(তাই) করুণাবারি কররে বরিষণ ॥১১২

—০—

ফাগু খেলা

বৃন্দাবনে উঠিল আনন্দ রোল
বাজিল মন্দিরা বীণা বেণু খোল
লাগল বনে ফাগুর হুরা হুরী
ফাগু খেলে ব্রজের সকল নারী।
অরুণ হলরে পথ খেলেরে মনের মত
তমাল ডালে ঝুলান দোলা পরে
রাধাশ্যাম দুলছে ও ভাই ওরে
অরুণ বসন অরুণ চরণ
অরুণ মালিকা অরুণ নয়ন

রাধাশ্যাম ঘেরি বালা আনন্দে দিতেছে দোলা
নাচে রাঙা শিখি গাছের পরে
অরুণ পাখীর কুজনে ভরে
সরসী মাঝে অরুণ কমল
উড়ি আসে যত ভ্রমরের দল।
ফাগু ছুঁড়ে গোপীগণ রাঙ্গা হ'ল বৃন্দাবন
ব্রজবালা গাহিছে মধুর গান
শুনি জুড়ায় শ্রবণ মন প্রাণ
ফাগু দেয় রাধা মাধব অঙ্গে
রঙ্গ করে গোপীরা তাঁদের সঙ্গে ॥ ১১৩

—০—

জলকেলি লীলা

সরসী সলিলে সরোজ বিকাশে
রবির কিরণালোকে।
গুণ গুণ রবে ভ্রমর আসিয়া
বসিছে কমল বুকে ॥
মরালে মরালে শোভিছে তথায়
সরসী সলিল বেরি।
সুমৃদু গতিতে পবন বহিছে
শীতল করিছে ভারি ॥
ধবল কুসুমে ভরিয়া উঠেছে
কুঞ্জে মালতী লতা।
মধুর সৌরভে মাতিয়া উঠেছে
ঝরিছে বকুল তথা ॥

সে শোভা হেরিয়া শ্রীমতী রাধিকা
মনেতে হইয়া সুখী।
সখিগণ মেলি করি জল কেলি
শ্যামেরে করিব সুখী ॥
কিশোরীর ভাব বুঝিয়া নাগর
ঝাঁপাল সরসী নীরে।
রাইরে লইয়া যতেক বালিকা
শরীর ভাসাল ধীরে ॥
শ্রীমতির কর ধরিয়া নাগর
চলিলা সরসী মাঝ।
কোমল চরণ ছুড়িতে ছুড়িতে
কিশোরী চলিলা আজ ॥
কিবা অপরূপ চরণ স্বরূপ
অরুণ কমল দল।
সুবর্ণ নূপুর ঝুনু ঝুনু বাজে
তুলিছে শ্রবণে তুল ॥
সরসীর মাঝে কিশোর যাইয়া
রাইয়ের হাত ছাড়িল।
ভয়েতে শ্রীমতী করি দ্রুত গতি
শ্যামের গলা ধরিল ॥
রাধামাধবেরে ঘেরিয়া রাখিল
ব্রজের যতেক বালা।
আহা মরি মরি শোভা বলিহারি
কুসুম কুন্তে হইলা ॥
নীল কমলেরে জড়ায়ে রয়েছে
সুবর্ণ শত দল।
দুজনে ঘেরিয়া শত শত বালা
যেন গো চাঁপার ফুল ॥

সলিল উপরে কেবল বদন
মুখেতে মধুর হাসি।
নোলক দুলিছে নাসিকার পরে
অমিয়া পড়িছে খসি ॥
জলের কমল হার মানিয়াছে
বদন কমল কাছে।
সে শোভা হেরিয়া ঝরে তরুলতা
তমালে ময়ূর নাচে ॥
সরসীর তীরে যতেক মঞ্জরী
লইয়া কুসুম কুঁড়ি।
আনন্দে নাচিছে মুকুল ছুঁড়িছে
দোঁহার বদন হেরি ॥
সখীগণ সবে মাধবের গায়ে
ছুড়িছে সরসী জল।
মাধব হাসিয়া ছুড়িতে লাগিলা
কমল কুসুম দল ॥
সখীগণ মেলি করি জল কেলি
নাগর উঠিলা তীরে।
নূতন বসন পড়িলা সকলে
আসিলা নিকুঞ্জ ঘরে ॥
গুরুরূপা সখী ইঙ্গিতে করিলে
এই নব দাসী গিয়া।
উষ্ণ দুগ্ধ আনি করেতে অর্পিল
ভাবে পুলকিত হিয়া ॥
হেরিয়া শ্রীমতী মনে হইয়া সুখী
পড়াল প্রসাদি মাল।
কিশোর রায়ের মনের বাসনা
পূর্ণ কর নন্দ লাল ॥ ১১৪

শিখিনৃত্য

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পরে বহিছে পবন।
জলধর উঠিয়াছে গরজে গগণ ॥
ফুটেছে কদম্ব ফুল অলিকুল ঘিরি।
মকরন্দ পান করে মন সাধভরি ॥
কেয়াবনে কেয়াফুলে করিয়াছে আলো।
সৌরভেতে সবাকার মন হরি নিল ॥
নিকুঞ্জের বৃক্ষ সকল সিক্ত হইয়া।
বিন্দু বিন্দু জল পড়ে বৃক্ষপত্র দিয়া ॥
পাপিয়ার কণ্ঠরবে ভরেছে ভুবন।
ময়ূরের নৃত্য দেখি হরে প্রাণমন ॥
নিকুঞ্জের গৃহে বসি কিশোর কিশোরী।
সখীগণ করিতেছে বিবিধ চাতুরী ॥
নিকুঞ্জের শোভা আর ময়ূরের নৃত্য।
হেরিয়া রাধার মনে আনন্দ অত্যন্ত ॥
কিশোরের করে ধরি থাকিতে নারিয়া।
নিকুঞ্জ গৃহ হতে বাহিরে আসিয়া ॥
শ্যামের সহিত রাই করিলেন নৃত্য।
ব্রজবালাগণ ঘেরি গাইলেন গীত ॥
রাধাশ্যামেরে দেখি ময়ূর ময়ূরী।
দলে দলে আসি তথায় ফেলিল ঘেরি ॥
কিবা পুচ্ছ তুলি সব নাচিছে ময়ূর।
তাহাদের মাঝে নাচে কিশোরী কিশোর ॥
নূপুরের ঝুনু ঝুনু বাজিয়া উঠিল।
উরুণী উড়ায়ে রাই নাচিতে লাগিল ॥

ঠমকে ঠমকে নাচে ময়ূরের সাথে।
গোপীগণ হেরি সুখে নাচে যুথে যুথে ॥
পুষ্প বরিষণ করে মঞ্জরীগণ
সে শোভা স্মরিয়া নাচে কিশোরের মন ॥১১৫

— ০ —

বাসনা

মল্লিকা মালতী যুথী
সযতনে মালা গাঁথি
এস এস নবল কিশোর।
নূপুর পরাব পায়
কুমকুম মাখাব গায়
ভুবন মোহনকাল সখা ॥

পড়াইব সেই মালা
সাজায়ে রেখেছি ডালা
চেয়ে আছি আশা পথে তোর ॥
হৃদয় মাঝারে থোব
বিরলে বসিয়া রব
নয়ন মুদিলে দিও দেখা।

কর্পূর চন্দন বাটি
ভরিয়া রেখেছি বাটি
ললাটে তিলক দিব আঁকি।
ননীর পুতলী জনু
অতি সুকোমল তনু
চাঁদের কিরণরাশি মাখা ॥

দেখিব নয়ন ভরি
ঝরিবে নয়ন বারি
সে' রূপলাবণ্যখানি দেখি ॥
শ্রবণে কুণ্ডল জ্যোতি
গণ্ডযুগ শোভে অতি
দোলে নাসে মুকুতার দুল।

বাঁধিব মোহন চূড়া
দিয়া নব গুঞ্জা বেড়া
তাহাতে গুঁজিব শিখিপাখা।
শোভা যাই বলিহারী
হৃদয় লয়েছ কাড়ি
তব লাগি হয় প্রাণাকুল ॥১১৬

—০—

সূর্য্য পূজাভিসার

গোষ্ঠে গিয়াছে মাধব মোদের, জানিতে পারিল সবে।
শুনি রাইধনী বংশীর ধ্বনী ব্যস্ত হইল তবে ॥
মধ্যাহ্ন লীলার হয়েছে সময় না করিও দেরী আর।
সাজ সাজ বোল উঠি গেল রোল সময় পাওয়া যে ভার ॥
কিশোরী ঘেরিয়া যতেক বালিকা সাজাতে লাগিল তারে।
যেন চন্দ্র বেড়িয়া শত শত তারা, পদ্ম মরাল ঘিরে ॥
চিত্রা আসিয়া চিরুণী লইয়া যতনে বাঁধিল চুল।
মুকতার দামে বাঁধিল চিকুর তাহাতে চম্পা ফুল ॥
বিশাখা লইয়া চন্দন বাটিকা ললাটে তিলক আঁকি।
পুষ্পলতায় রচিয়া তিলক, রাইকে করিল সুখী ॥
অলঙ্কার দিয়া সাজাইল তারে সুদেবী যতন করি।
সুনীল বসন শোভিছে অঙ্গে যেন চমকিছে বিজুরী ॥
নব নব দাসী, দলে দলে আসি করিছেন নানা সেবা।
সুলেখা মঞ্জরী চামর লইয়া ব্যাজন করিল কিবা ॥
চামেলীর মালা লইয়া যতনে কনক মঞ্জুরী আসিল।
পড়ায়ে সে মালা রাধার গলায় মনের সুখেতে হেরিল ॥
ধবল চামেলী কুসুম মালার মধ্যে চাঁপার ফুল।
শ্রীঅঙ্গ পরশে পুষ্পের মালা শত গুণে প্রকাশিল ॥
সুবাসে তাহার ভরিল গগন ভ্রমর আসিল ছুটি।
উড়িয়া উড়িয়া মালায় বসিল মধু পিয়ে সুখে লুটি ॥
পদতলে বসি কেতকী মঞ্জুরী রাধার চরণ ধরিয়া।
যাবক পড়াল মনের সুখেতে কোলেতে চরণ তুলিয়া ॥
সুরনা মঞ্জুরী প্রসন্না বদনে সুবর্ণ লইয়া ঝারি।
গোলাপের বারি বর্ষিল তথায় সুবাসে উঠিল ভরি ॥

শ্রীমতী রাধিকা প্রসন্না বদনে নবদাসীগণে হেরিয়া।
প্রসাদ তাম্বুল লইয়া যতনে সবারে দিলেন বাটিয়া॥
আহা কিবা স্বাদ শ্রীমতী প্রসাদ পরম ভাগ্যে লভিয়া।
নবদাসীগণ পুলক অঙ্গে চরণে পড়িল লুটিয়া॥

সখীগণ মেলি করে নানা কেলি এ উহারে দিল সাজায়ে।
সূর্য্য পূজার ছলে বাহিরায় গৃহ কাজ থাকে ছড়ায়ে॥
সখীগণ মাঝে শ্রীমতী রাধিকা যেন গো কমল ফুল।
শ্রীমতীরে লয়ে সখীদল চলে যমুনার উপকুল॥

নৃত্যের ছলে যায়গো সকলে নূপুরের কিবা তান।
সুস্নিগ্ধ কণ্ঠে ভরিল গগন শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান॥
সকলে মিলিয়া আসিল তাহারা বিলাস কুঞ্জ মাঝে।
সেথা সুবদনী কিশোরীর দলে আনন্দেতে বিরাজে॥

নূপুরের ধ্বনী শুনিয়া নাগর থাকিতে নাহিক পারে।
গোষ্ঠ হইতে নিকুঞ্জে আসিল সকলে দেখিল তাঁরে॥
ললিতা আসিয়া শ্যাম করে ধরি বসাল বেদীর পরে।
রাইকে লইয়া বিশাখা বসাল শ্যাম নাগরের ক্রোড়ে॥

সখীগণ মেলি করিল নৃত্য নাচে শিখি তার সনে।
গুণ গুণ রবে ভ্রমর গাইছে, পবন বহিছে বনে॥
সে শোভা হেরিয়া মুগধ হইয়া মঞ্জরী দাসীগণে।
সেবা অভিলাষে ত্বরা করি আসে রত হয়ে নামগানে॥
ওগো রাধাশ্যাম এই নিবেদন চরণে জানাই তবে।
কিশোর দাসের মনের বাসনা সত্য হবে গো কবে।॥১১৭

—•—

ফুলদোল

জ্যোছনা কিরণে কুসুম কাননে
দোলনায় শ্যামরায়।
গোপকুল বালা দেয় মৃদু দোলা
শ্রীমতী রাধিকা বাঁয়ে॥

ফুলের বসন ফুলের ভূষণ
ফুলের আসন দোল।
ফুলের নূপুর বেঁধেছে চিকুর
ফুলদামে নন্দলালা॥

রাই বিনোদিনী ফুলের সাজনী
ফুলের ভূষণ গায়।
ফুলের বালা ফুলের মালা
ফুলের নূপুর পায়॥

গোপবধূগণ নানা আভরণ
ফুল দিয়ে সব গড়া।
বিবিধ ফুলে সবার গলে
কত যে মালিকা ভরা॥

মাধবী মল্লিকা চম্পক যুথিকা
চামেলী, কদম্ব, কেলি।
মালতী বকুল আর কত ফুল
সুগন্ধে মেতেছে অলি॥

গুণ গুণ গুণ করে গুঞ্জন
ফুলে ফুলে মধু খায়।
জ্যোছনা কিরণে কোকিল কুজনে
মত্ত হয়েছে আয়॥

তমালে তমালে বসে দলে দলে
ময়ূর-ময়ূরীগণ।
করিছে নৃত্য ছড়ায়ে পুচ্ছ
আনন্দে ভরেছে মন ॥

দোলে ফুল দোলা দোলে নন্দলালা
বৃষভানুবালা দোলে।
গোপকুল বধূ দেয় দোল মৃদু
ফুলমালা দোলে গলে ॥

বসি কাছাকাছি ধরি রশি গাছি
কিবা অপরূপ শোভা।
বামবাহু দিয়া রাধারে ধরিয়া
বসিয়াছে শ্যাম কিবা ॥

ধীরে সমীরণ বহে শন্ শন্
পরিমলে ভরে মন।
অগুরু চন্দন হয়েছে কর্দ্দন
সুগন্ধেতে শিহরণ ॥

এই নবদাসী নিকুঞ্জেতে পশি
এক পাশে করোজোরে।
করিছে দর্শন লীলার শোভন
আনন্দে নয়ণ ঝরে ॥ ১১৮

—•—

'শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

॥ সুচক ॥

ভুবনেতে অবতরী সপার্ষদে গৌরহরি,
জগভরি বিতরিলা
নাম প্রেমধন।
ধন্য কলি যুগধন্য অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য.
চরণ পরশে ধন্য
এ বিশ্বভুবন ॥
কল্পতরু ভক্তগণ তাঁরা সব মহাজন,
জনে জনে শক্তি ধরে
জগৎতারণ।
শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রবেরি তারা সম তাঁরাঘেরি,
প্রভুর আনন্দে করে
নামসঙ্কীর্ত্তন ॥
(শ্রী(সদাশিব, পুরুষোত্তম শ্রীঠাকুরকানাই নাম,
এই তিন মহাজন
শ্রীগৌরাঙ্গেরগণ।
এই বংশে কতজন প্রসিদ্ধ সাধকজন,
সমাজে বিদিত তাঁরা
মহান সজ্জন ॥
এই বংশের শ্রীপাটে নদীয়া ভজন ঘাটে,
মনোহর প্রভুবর
করিতেন বাস।
সদাশয় সজ্জন পরম ধার্মিক হন,
মিষ্টভাষী সরলতা
সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥

তাঁর পুত্র গুণমনি বিদ্যা, দয়া, ভক্তিখনি,
গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ
চরিত্র উদার।

বহু গ্রন্থ রচনা করি জগৎ সম্মুখে ধরি,
জীবের হিতের লাগি
করিলা প্রচার ॥

আয়ুরবেদ চিকিৎসাগ্রন্থ স্বদেশ সামাজিক কত,
ধর্মগ্রন্থ মীরাবাঈ
রূপসনাতন।

আরও কত লেখা তাঁর ভাষা নাই বলিবার,
কবিতা ছন্দ যে কত
করেছে লিখন ॥

গরীবের প্রতি হয় দয়ালুতা অতিশয়,
'দয়াল হাকিম' তাই
বলিত সকলে।

সকল ধর্মের লোক করিত যে উপভোগ,
মহান-আনন্দ-সুখ
ধর্মালোচনাকালে ॥

'রসরাজ' গৌরহরি দর্শনে আনন্দ ভারি,
স্থাপন করিল তাঁরে
ঘরে পুণ্য দিনে।

'গৌররায়' দিলা নাম নবল কিশোর ঠাম,
গোপবেশ বেণুকর
হরে মনপ্রাণে ॥

রামানন্দ করে দর্শন উজ্জ্বল গৌরবরণ,
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।
রায়ের ধ্যানের মূর্তি এই তাঁর 'ইষ্ট' স্ফূর্তি,
বিশেষ কলিতে এই গৌর-কৃষ্ণ-স্বরূপ ॥
দিবানিশি একমনে রহিতেন তাঁর ধ্যানে
নিজহাতে অর্চনা করিতেন বসি ;
অচিন্ত্য ঘটনা সব করিতেন অনুভব
নিজজনে সেইসব কহিতেন হাসি ॥
পুত্ররূপে যাঁর ঘরে কানুপ্রিয় প্রভুবরে
আসিলেন আলো করে কুলের তিলক।
ইষ্ট গৌর রায় হরি পুত্রে সমর্পণ করি
কহিলেন গৌররায়ের হইও সেবক ॥
এ নার আশ্রয়ে থেক অভিভাবক মনে রেখ
এই মোর সম্পদ করিনু অর্পণ।
তেরশ পঁচিশ সনে মাঘি শুক্লা চতুর্দশী দিনে
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম করিয়া স্মরণ।
অনিত্য জগৎ ছাড়ি ইষ্ট গৌররায় স্মরি,
অপ্রাকৃত নিত্যধামে করিলা গমন ॥
হাহা প্রভু সুরেন্দ্রনাথ কর শুভ দৃষ্টিপাত
অধম-পতিত আমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহ পরম গুরু তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু,
'কিশোরের' কেহ নাই, দাও পদছায়া ॥১১৯

—•—

'সূচক কীর্ত্তন'

[নাম বিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী।
আবির্ভাব ১৬ই কার্তিক রবিবার (অমাবস্যা কালীপূজা) বাং
১২৯৮ সন/ইং ১৮৯১ সাল
তিরোভাব – ১৫ই শ্রাবণ, শুক্রবার (কৃষ্ণা নবমী বাং ১৩৮২
সন / ইং ১৯৭৫ আগষ্ট ১লা।

সপার্ষদে গৌরহরি ভুবনেতে অবতরী
নাম প্রেম করে বিতরণ।
এক এক গৌর পরিকরে জগৎ তারিতে পারে
বন্দি আমি সবার চরণ ॥
পরিবারগণ মাঝে তিন মহাশয় রাজে
শ্রীকৃষ্ণ ভকতি রসপুর।
কবিরাজ সদাশিব সুত শ্রীপুরুষোত্তম পুত
তাঁর পুত্র কানাই ঠাকুর ॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র মাতা জাহ্নবা পালিত
শিশু কৃষ্ণদাস নাম যাঁর।
তাঁ সবার শ্রীচরণ মস্তকে করি ধারণ
কুলের প্রদীপ যে আমার ॥
এই বংশের শ্রীপাটে নদীয়া ভজনঘাটে
জনমিলা কত মহাজন।
গোস্বামী সুরেন্দ্রনাথ শ্রীকানুকুলেতে জাত
সমাজে প্রসিদ্ধ একজন ॥
কানুপ্রিয় প্রভুবর পুত্ররূপে যাঁর ঘর
আলো করি হইলা উদয়।
কানুঠাকুর কৃপাধন্য নহেন তিনি সামান্য
যে পেয়েছে তাঁর পরিচয় ॥

শ্রীগুরু করুণাময় কানুপ্রিয় মহাশয়
হরিনাম প্রেমের মূরতি।
রূপানুগা ভক্তিমূর্ত্তি হরিকথা সদা স্ফূর্ত্তি
ভজন প্রভাবে অঙ্গে জ্যোতি ॥
অলপ বয়স হ'তে বিষয় বৈরাগ্য তাঁতে
গৌররায় সেবা সদা করে।
বিষয় রস ত্যাজিয়া ভক্তি লালসিত হিয়া
ভক্তিশাস্ত্র দিবারাত্র পড়ে ॥
শাস্ত্র সিন্ধু প্রবেশিয়া গভীর নীরে ডুবিয়া
জটিল সিদ্ধান্ত রত্ন তুলে।
ভক্তিগ্রন্থ সৃষ্টি করি জগৎ সম্মুখে ধরি
তাপিত পরাণ জুড়াইলে।
পড়িয়া শ্রীগ্রন্থখানি সদ্‌জন জ্ঞানীগুণী
একবাক্যে কহিলেন তাঁরা।
সামান্য এ নর নয় গৌরকৃপা সিদ্ধ হয়
অনন্ত সদ্‌গুণের পারা ॥
কানুপ্রিয় দয়াময় দয়ার সাগর হয়
মিষ্টভাষী সর্ব্বপ্রিয়জন।
হরিকথা প্রচারিতে যান (প্রভু) দেশ বিদেশেতে
বাগ্মীতায় হরে সব মন ॥
কিবা সে রূপ লাবণ্য হেরি যবে করে মান্য
গৌরবর্ণ হয় তাঁর অঙ্গ।
অতি শিশুকাল হতে নিরজনে একমতে
গ্রন্থ লেখে তাহি অন্য সঙ্গ ॥
পুত্রের দেখিয়া গুণ পিতা তাঁর কহিলেন
ভক্তিশাস্ত্রে হইবে পণ্ডিত।
নিজ স্বার্থ না দেখিয়া প্রচার করিবে ইহা
সবাকার হইবে বন্দিত ॥

শৈশব কাল হইতে   চলে প্রভু ভক্তিপথে
সুচরিত্র তাঁহার জীবন।
পৌগণ্ড বয়সকালে   যান প্রভু লীলাচলে
তথায় হয় গৌর দরশন॥
কৈশোরেতে একদিন   স্বপ্নমাঝে দেখিলেন
সম্মুখে দাঁড়ায়ে সীতানাথ
শ্রীচরণে প্রণমিলে   মস্তকে চরণ তুলে
অদ্বৈত করেন আশীর্ব্বাদ॥
'লাভ', পূজা', 'মান' ভয়ে   থাকে প্রভু নিরালায়
আবিষ্ট রহেন ভজনেতে।
ইষ্ট গৌররায় হরি   নিজ হাতে সেবা করি
গ্রন্থ লেখে বসিয়া ধামেতে॥
জীবের স্বরূপ আর   নাম চিন্তামণি
শ্রীভক্তি রহস্য কণিকা।
নামাপরাধ দর্পণ   বৈজয়ন্তিমালা (কর) আস্বাদন
রাগভক্তি-রহস্য-দীপিকা॥
এই সব গ্রন্থ তাঁর   ভক্তি সিদ্ধান্ত সার
ভজনের করে উদ্দীপন।
মগ্ন সদা ভজনেতে   তত্ত্ব চিন্তে মগ্নচিত্তে
গৌররায়ে আত্মসমর্পণ॥
বৎসরের প্রথম দিনে   মহাপ্রভু দরশনে
যান তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে।
গৌর দরশন করি   দেন তথা গড়াগড়ি
নেত্রজলে বস্ত্র ভিজি যায়ে॥
নবদ্বীপে দীর্ঘকাল   ভজনে কাটান কাল
ধাম নিষ্ঠ আদর্শ এজন।
একতত্ত্ব দুই ধাম   ব্রজ নবদ্বীপ গ্রাম

ভক্তি ব্রজে অবিচল মন॥
তেরশ বিরাশী সনে   শ্রাবণের পনের দিনে
কৃষ্ণপক্ষ নবমী সে তিথি।
ভজন সমাপন করি   গৌরগোবিন্দ নাম স্মরি
নিত্যলীলায় হ'ল তাঁর গতি॥
শ্রীনামের উচ্চনাদে   ভকতমণ্ডলী কাঁদে
হা হা প্রভু কেন দিলা ফাঁকি।
থাকিব কাহারে নিয়া   কেবা জুড়াইবে হিয়া
কোন সুখে ভব মাঝে থাকি॥
কেইবা শুনাবে আর   নামের মহিমা সার
কেইবা দেখাবে নব আলো।
বৈষ্ণবের ভাগ্যাকাশে   হয়েছিলে পরকাশে
আজি হায় অদর্শন হ'ল॥
হে নাম বিজ্ঞানাচার্য   হা প্রভু বৈষ্ণবাচার্য
নিজগুণে দাও দরশন।
অধম পতিত আমি   দয়ার ঠাকুর তুমি
কিশোর শিরে দাও শ্রীচরণ॥ ১২০

—০—

শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী প্রভুর

সূচক কীর্ত্তন

ভুবন আনন্দময়   আসিলেন প্রভুত্রয়
নিতাই গৌর সীতানাথ।
পরম আনন্দ কন্দ   পারিষদ ভক্তবৃন্দ
আসিলেন তাঁরা সব সাথ॥

কলিজীব দুঃখহেরি ত্রাণ করেন গৌরহরি
পতিতপাবন নাম ধরি।
গোলোকের গুপ্তধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
কলিজীবে দেন কৃপাকরি ॥
যত পারিষদগণ তাঁরা সব মহাজন
জগৎ তাড়িতে শক্তি ধরে।
নিতাই গৌর সীতানাথ কর শুভদৃষ্টিপাত
অমঙ্গল যাক্ সব দূরে ॥
গৌরগণ মধ্যে হয় এই তিন মহাশয়
পর পর তিন মহাজন।
সদাশিব পুরুষোত্তম ঠাকুর কানাই নাম
ভজি তাঁর যুগল চরণ ॥
তাঁদের গৃহের দেব শ্রীরাধা প্রাণবল্লভ
দরশন অতি অপরূপ।
এই বংশের শ্রীপাটে নদীয়া ভজনঘাটে
শ্রীরাধাবল্লভ আর এক স্বরূপ ॥
ইছামতি নদী তটে নদীয়া ভজনঘাটে
সজ্জন জ্ঞানীগুণী বাস।
কত সাধু মহাজন করেছিলেন ভজন
সিদ্ধদেহ নামেতে উল্লাস ॥
কানু ঠাকুর বংশজাত সুরেন্দ্র গোস্বামী সুত
কানুপ্রিয়ানুজ গোকুলানন্দ।
আকুমার ব্রহ্মচারী গুরু গৌরাঙ্গ সেবা করি
নামানন্দে পরম আনন্দ ॥
কানুপ্রিয় প্রভুবর ইষ্ট গুরু হন তাঁর
গুরু-গৌর সেবাব্রত তাঁর।
গুরু পদাশ্রয় করি আজীবন রহে পড়ি

গুরু বিনা নাই জানে আর ॥
নবদ্বীপ গৌরধামে প্রাচীন মায়াপুর গ্রামে
সুরধনি গঙ্গা সন্নিকটে।
শ্রীগৌরকিশোরাশ্রমে শ্রীগুরু সহ একমনে
শেষ জীবন দু'জনার কাটে ॥
শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গে শুনিতেন ভক্ত সঙ্গে
গুরুমুখে প্রতি মঙ্গলবার।
নাম মহিমা কীর্ত্তন গুরু কৃপায় লিখেন
বদ্ধ জীবে করিতে নিস্তার ॥
ছিয়াশি বয়স কালে অন্তিম সময় হ'লে
কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
তের শ' চুরানব্বই সনে অগ্রাণের দ্বিতীয় দিনে
নিত্যধামে করিলা গমন ॥
হা প্রভু গোকুলানন্দ পরম আনন্দ কন্দ
দাও মোরে গুরু কৃষ্ণে মতি।
আশির্বাদ কর মোরে মাথায় চরণ ধরে
এ' কিশোরে কর সদ্গতি ॥

—০—

জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি।

শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামী প্রভুর

সূচক

শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গীগণ বন্দি তাঁর শ্রীচরণ
কলিযুগ করিলেন ধন্য।
সপার্ষদে অবতরি গোলকে বিহারী হরি
নাম ধরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥

কলিজীবে করি ত্রাণ ব্রজ-প্রেম করে দান
জগৎ মাতিল নাম গানে।
নিরাপরাধে নামাশ্রয় করিলে হয় প্রেমোদয়
ভজমন শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে ॥
গৌর অন্তরঙ্গগণ মোর শিরে শ্রীচরণ
ধরি, কর আশীর্বাদ মোরে।
নিজগুণে কর দয়া দাও মোরে পদছায়া
মিনতি জানাই কর জোড়ে ॥
গৌর পরিকরগণ মধ্যে সদাশিব হন
[ব্রজে] চন্দ্রাবলী স্বরূপ যাঁহার।
স্তোককৃষ্ণ হন যিনি শ্রীপুরুষত্তম তিনি
হয়েন সদাশিবের কুমার ॥

উজ্জ্বল গোপাল যেই ঠাকুর কানাই সেই
[শিশু] কৃষ্ণদাস নাম শিশুকালে।
পুরুষোত্তম পুত্র হয় সদাকৃষ্ণ প্রেমময়
নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সকলে ॥

এই বংশের শ্রী পাটে নদীয়া ভাজন ঘাটে
জনমিলা কত মহাজন।
গোস্বামী সুরেন্দ্র নাথ শ্রীকানুকুলেতে জাত
সমাজে প্রসিদ্ধ একজন ॥

কানুপ্রিয় প্রভুবর পুত্ররূপে যাঁর ঘর
আলোকরি হইল উদয়।
তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর রমানাথ প্রভুবর
কহি তাঁর কিছু পরিচয় ॥

অতি শৈশবকালে পিতার বিয়োগ হলে
কানুপ্রিয় করেন পালন।

পিতাসম স্নেহমায়া দিয়া জুরাইত হিয়া
বাৎসল্য করিত লালন ॥
রমানাথ ছোট ভায়ে পড়াতেন বিদ্যালয়ে
সে সময়ে দারিদ্রতা হয়।
ইষ্ট গৌররায় হরি অবিভাবক জ্ঞান করি
থাকিতেন তাঁহার আশ্রয় ॥
অর্থাভাব অনটন সে' চরণে নিবেদন
করিতেন তাঁরা কায়মনে।
অচিন্ত্য করুণা গুণে সমাধান সেইক্ষণে
হইত, দেখিত দুইজনে ॥
করি বিদ্যা সমাপন করিলেন উপার্জন
মোর পিতা প্রভু রমানাথ।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ে গুরু করি কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করি
লইলেন তাঁর আশীবাদ ॥
প্রভু যবে বিদেশেতে যাইতেন ভক্তসাথে
হরি কথা করিতে প্রচার।
ছোট ভাই রমানাথ যাইতেন তাঁর সাথ
ভক্তসঙ্গে আনন্দ অপার ॥
গুরুসঙ্গে সদাস্থিতি হরিকথা শুনে প্রীতি
গৌর রায়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস।
কানুপ্রিয় প্রভুবর যবে ছাড়িলেন ঘর
নবদ্বীপে করিলেন বাস ॥

প্রভুর আদেশ মানি সংসারে রহেন তিনি
প্রভু তাঁর লন সমাচার।
মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে গুরু গৌরাঙ্গ সমীপে
আসি দরশন করিবার ॥
সংসারে থাকায় কালে যান প্রভু নীলাচলে

কভু ব্রজে করিতে দর্শন।
শ্রীমতির কত দয়া ভাবি শিহরিত হিয়া
অশ্রুজলে ভরিত নয়ন ॥
কর্মে অবসর লইয়া [পুত্রে] সংসার ভারদিয়া
নবদ্বীপে করিলেন বাস।
পুনঃ গুরু সঙ্গে বাস অন্তরেতে প্রেমোল্লাস
হরিকথা শোনে বারো বাস ॥
নাম জপ, সংকীর্ত্তন গৌররায় দরশন
ভক্তসঙ্গ, ভাগবত পঠন।
এই যে নিয়ম তাঁর মুখে নাম অনিবার
প্রতিদিন এ তাঁর ভজন ॥
দীর্ঘকাল ধামাশ্রয় করিয়া রহেন তায়
ভজন করিয়া সমাপন।
শুক্লা-ত্রয়োদশী দিনে শ্রাবনের সাতদিনে
তেরশো আটানব্বই সন ॥
ভক্তগণ তাঁরে ঘিরে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে
চরণামৃত করিয়া গ্রহণ।
গৌর রায় স্মরণ করি বোলে গৌররায় হরি
নিত্যলীলায় করিলা গমন ॥
মোর পিতা রমানাথ কর শুভ দৃষ্টিপাত
প্রনাম জানাই তব পায়।
গৌর রায় সেবা করে রহি যেন ধাম পরে
আশীর্বাদ কর কিশোর রায়ে ॥১২২

—০—

বৈষ্ণব কুলতিলক প্রভুপাদ
শ্রীল তিনকড়ি গোস্বামী মহারাজ।

আবিভাব মাঘী পূর্ণিমা ১৩১৩ সন
তিরোভাব ১২ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৯০ সন

পরিব্রাজক শ্রীশ্রীমৎ তিনকড়ি গোস্বামী প্রভুর
প্রশস্তি

আদর্শ বৈষ্ণব তোমায় জানাই প্রণতি।
মো অধমে কর দয়া যেন নামে হয় মতি॥
অপূর্ব বৈরাগ্য তোমার না হয় তুলনা।
শ্রীরূপ সনাতনের (যেন) বৈরাগ্যের সীমা॥
এক এক বৃক্ষের তলে রজনী যাপন।
ছেঁড়া কন্থা অঙ্গে তাঁদের কৌপীন ধারণ॥
তব শ্রীঅঙ্গে চটবস্ত্র ত্যাগের জীবন।
আপনি আচরিয়া সবে শিখাও ভজন॥
বৃন্দাবনের বনে বনে করিতেছ বাস।
দিবা নিশি-যুগল লীলা স্মরণে উল্লাস॥
সর্প সহিত কর বাস শঙ্কা নাহি হয়।
মহা ভাগবত দৃষ্টি সর্ব্বত্র কৃষ্ণময়॥
প্রাকৃত দুঃখ সুখে তব হয় সমজ্ঞান।
শীততাপ বরষায় তাই থাক অম্লান॥
কভু নবদ্বীপে কভু নীলাচলে আসিয়া।
জীবকুল উদ্ধার কর ভক্তি সঞ্চারিয়া॥
উপধর্মের আলেয়ায় জগৎ প্রভাবিত।
দুর্ভাগ্য জনগণ তাহে হতেছে ধাবিত॥
সম্প্রদায় রক্ষিছ প্রভু তাদের উদ্ধারিয়া।
জীব হিতৈকব্রত তব দীক্ষা মন্ত্র দিয়া॥
শিশুসম ব্যবহার সদাই হাস্য মুখ।
'কিশোরী কিশোরানন্দ' নামে তব সুখ।
'ত্রিকপর্দক' নাম ধর ওহে দৈন্যের আকর।
আচ্ছাদিয়া অমূল্য নাম তুমি রত্নাকর॥

অকপট স্নেহ তব এ অধমের প্রতি।
আশীষ করগো মোরে 'কৃষ্ণে হোক' মতি ॥
আত্ম শোধন হেতু গাই তব গুণ গান।
অপরাধ না লবে না কোর গো অভিমান।
স্নেহ কৃপা থাকে যেন এ অধমের প্রতি।
(দাস) কিশোর জানায় তোমার চরণে প্রণতি ॥

—০—

শ্রীশ্রীমৎ বালক সাধুজীর (শ্রীমৎ যাদবচন্দ্র রায়)

প্রশস্তি

তোমার চরণ পদ্ম করিগো বন্দনা।
পতিতের অপরাধ কোর হে মার্জনা ॥
বাল্য হ'তে তুমি হও পরম ভকত।
সেই হেতু বালক সাধু নামে তুমি খ্যাত ॥
ভাবাবেশ দেখায়েছ শৈশব জীবনে।
প্রচ্ছন্ন সাধক তুমি চিনিব কেমনে ॥
সেইসব ভাব যাঁরা দেখেছে তোমার।
ধন্য সেই জন, তার হইবে উদ্ধার।
তোমার চরিত পাঠে হয়েছে সৌভাগ্য।
কৃষ্ণপদে হ'লনা রতি কি মোর দুর্ভাগ্য ॥
অকপট স্নেহ যেন থাকে মোর প্রতি।
জগন্নাথ চরণেতে দিও রতি মতি ॥
প্রশান্ত গম্ভীর তুমি শিশুসম মতি।
মৃদু হাস্য সরলতা সর্ব্বজনে প্রীতি ॥
শিক্ষা দাও বদ্ধ জীবে ধর্ম আচরণে ॥

বালক সাধু শ্রীমৎ যাদব চন্দ্র রায়

জগন্নাথ বিনা তুমি নাহি জান অন্য।
তোমার দর্শনে আমি হয়েছি গো ধন্য॥
ভক্তিদানের অধিকারী তুমি সাধুবর।
কর জোড় করি মাগি দাও সেই বর॥
সর্ব্বদোষে দোষী আমি সুকৃতি লেশ হীন।
অপরাধে জড় জড় পাপেতে মলিন॥
আমার মঙ্গল হেতু তব গুণ গাই।
না লইও অপরাধ কৃপা যেন পাই॥
অদোষ দরশী তুমি পতিত উদ্ধার।
নিজগুণে কিশোরদাসে কোরহে নিস্তার॥

—•—

শ্রীমৎ শচীনন্দন দাস বাবাজী মহারাজের

প্রশস্তি

জয় শ্রীশচীনন্দন বাবাজী মশাই
আত্মশোধন হেতু তোমার গুণ গাই॥
না লইও অপরাধ না করিও মান।
নিজগুণে এ পতিতে কর পরিত্রাণ॥
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা সদা হাস্য মতি।
নিজগুণে সর্বজীবে করিতেছ প্রীতি॥
দৈন্যের খনি যে তুমি, সবারে দাও মান।
সর্বজীবে কর তুমি, যথার্থ সন্মান॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে আত্মার গোপন ছকে।
নির্জন নিরালায় তাই কর গো ভজন॥
গিরিধারী তব প্রেমে হইয়াছে বশ।
অলৌকিক কৃপাশক্তি করেন প্রকাশ॥

ভক্ত আর ভগবানে নানারূপ লীলা।
অজ্ঞ আমি নাহি বুঝি এ সকল খেলা॥
বহুভাগ্যে পাইয়াছি তব দরশন।
নিজগুণে করিয়াছ আশীষ বর্ষণ॥
ধরিত্রীর ভূষণ হও হে সাধুবর।
স্বভাব কর গোপন কে বুঝে অন্তর॥
জীবের দুরদশা হেরে কাঁদে তব প্রাণ।
ভক্তি ধর্ম উপদেশী কর পরিত্রাণ॥
দণ্ডবৎ প্রণতি সাধু করি তব পায়।
কৃপা করি কৃষ্ণ ভক্তি দিও হে আমায়॥
সর্বদোষে দোষী আমি নাই'ক সুকৃতি।
কৃপাকরি এ পাপীর কর শুদ্ধমতি॥
কি আর বলিব আমি তব গুণের নাই পার।
নিজ গুণে কিশোর দাসের করহে নিস্তার॥১২৫

—•—

শ্রীল বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী মহাশয়ের

প্রশস্তি

গোরাচাঁদ বিনে আন নাহি জানে
বাবাজী বিশ্বম্ভর।
গৌর রতন অঙ্গের ভূষণ
(গোরা) প্রেমে ভরা অন্তর॥
জপে দিবানিশি মৃদু মৃদু হাসি
গোরা গোরা গোরা নাম।
দিবস রজনী স্মরয়ে আপনি
মধুর গৌরাঙ্গ ধাম॥

পরিক্রমা করি বলি গৌরহরি
রজনীর শেষ ভাগে।
মায়াহত জীবে মুগধ মানবে
নাম দেন অনুরাগে॥
সদা স্নেহময় বাৎসল্য হৃদয়
সবারে করয়ে স্নেহ।
না করে বঞ্চিত (করে) করুণা সিঞ্চিত
না হয় দুঃখিত কেহ॥
কি বলিব আর মহিমা তাঁহার
গোরা প্রেমে মাখা অঙ্গ।
দুর্ভাগ্য আমার পাইব না আর
এ হেন ভকত সঙ্গ।
বাবাজী মশাই তব গুণ গাই
আত্ম শোধন তরে।
গৌরাঙ্গের পায়ে বেঁধগো আমায়
গৌরাঙ্গ প্রেমের ডোরে॥

—•—

জয় গৌরহরি

সিদ্ধ কান্তাধারী শ্রীমং হরিলাল দাস বাবাজী মহারাজের প্রশস্তি ॥

শুনিয়াছি গুরু মুখে বলে ভক্তজন।
কান্তাধারী বাবাজী হন, সিদ্ধ মহাজন ॥
অতীব শৈশব কালে দেখিয়াছি আমি।
বয়সের ভারে নুয়ে পরা তনু খানি ॥
সরলতা মিষ্টভাষী সদা হাস্যমুখ।
প্রাকৃত ক্ষোভে তাঁর নাই শোক দুখ ॥
বরাহনগর গঙ্গাধারে করিতেন বাস ;
দিবানিশি নিতাই গৌর সেবাতে উল্লাস ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ সাথে কহিতেন কথা।
গুরুদেব আমারে বলেছেন এ' কথা ॥
ভক্তের গৃহেতে তিনি যেতেন কৃপাকরি ;
সসম্মানে সেবা তাঁরা করিতেন তাঁরি ॥
"জ্ঞানবাবু তাঁর ভক্ত, ছিলেন এক নিষ্ঠ।
বৈষ্ণব সেবায় তিনি ছিলেন যে শ্রেষ্ঠ ॥
দ্বারিক ঘোষের পুত্র হন জ্ঞানবাবু।
সদাশয় সরলতা ক্ষোভ নাই কভু ॥
কানুপ্রিয় প্রভুবরের স্নেহের ভাজন।
প্রভুপ্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধাভক্তি প্রস্রবণ ॥
বহু সেবা করেছেন তিনি বাবাজীর।
জ্ঞানবাবু বলিতে বাবাজীও অস্থির ॥
বাবাজী মশাই মোদের গৃহে কৃপা করি।
আসিতেন, মাতা তাঁরে দিত মাধুকরী ॥
মোর প্রতি স্নেহ তাঁর ছিল অতিশয়।
একদিন, গোপালমূর্ত্তি দিলেন আমায় ॥
এই নে 'গোপালদেব, এর সেবা কর্।
সে'দিন না বসিয়া গেলেন তরবর ॥

সেই হ'তে শ্রীগোপাল আছেন কৃপা করি।
কিশোর গোপাল নাম হয়েছে যে তাঁরি ॥
একদিন কান্তাধারী বাবাজী মশাই।
একপত্র লিখি পাঠালেন প্রভু ঠাঁই ॥
দরশন দিন প্রভু থাকিব না আর।
জ্ঞানবাবু সাথে প্রভু গেলা তাঁর ঘর ॥
সঙ্গে আমি মনিবাবু করিনু দর্শন।
প্রভু সাথে কত কথা নাহিক স্মরণ ॥
প্রভুর আসনখানি ধরিয়া মাথায়।
ফুঁপারি ফুঁপারি কাঁদে বুক ভেসে যায় ॥
ঠাকুর দর্শন করি ফিরিলাম ঘরে।
দেহরক্ষার সংবাদ এলো একটু পরে ॥
বাবাজী মশাই পায়ে কোটি নমস্কার।
কৃপাকরি ভবসিন্ধু করো মোরে পার ॥
শৈশব হ'তে স্নেহ করিতে গো তুমি।
সেই ভরসায় নিবেদন করি আমি ॥
শ্রীনিতাই গৌর পায়ে দাও রতিমতি।
কিশোর দাসের তুমি কর সদ্গতি ॥

—•—

বিজ্ঞাপন

বর্তমান জগতের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মসঙ্কটের জটিলতার মধ্যে বিভ্রান্ত ধর্মানুসন্ধিৎসু জনগণকে বেদ ও ভাগবতাদি শাস্ত্র নিরূপিত সাম্যবাদ ও প্রেমধর্মের প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শনের পক্ষে আলোকস্তম্ভ ও শান্তিলাভের পরম উপায় স্বরূপ কতিপয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

নামবিজ্ঞানাচার্য

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী-বিরচিত

মৌলিক সিদ্ধান্ত সমন্বিত ও হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল উদাহরণ সহ—

১। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম

পঞ্চম সংস্করণ আনুকূল্য ১৫ টাকা

দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বহু ধর্মাচার্য মনীষী, সুধী সজ্জনগণ ও পত্রিকা কর্তৃক বিপুলভাবে সমর্থিত ও অভিনন্দিত। প্রত্যেক গ্রন্থসহ বিস্তারিত অভিমত পত্রে উহা দেখিতে পাইবেন। গ্রন্থের ভূমিকায় শতঞ্জীব বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় কর্তৃক গ্রন্থকারের পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অবতরণিকা ও পরিশিষ্টে দুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য প্রবন্ধের সংযোজনা আছে।

২। বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা

চারিশতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আনুকূল্য—১৫ টাকা।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মাসিক পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই একত্রে সংগৃহীত। ইহাতে—পরপারের পাথেয়, অভক্তের ভগবান্, ভক্তের ভগবান্, ধর্ম, বর্তমান রেডিও বিজ্ঞানের কথা, যাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা প্রচারিত এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিশেষত্ব পরতত্ত্ব সীমা, ভক্তি ও ভানুনন্দিনী প্রভৃতি ১৯টি অপূর্ব প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, শ্রীমৎ গ্রন্থকারের আলেখ্যসহ। প্রবৃত্ত সাধকগণের পক্ষে ভজন পথের দিশারী স্বরূপ এই গ্রন্থ অনন্য মৌলিকতায় ও হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল উদাহরণে সমৃদ্ধ।

৩। শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (প্রথম কিরণ)

(চতুর্থ সংস্করণ) আনুকূল্য—৩০ টাকা।

শতঞ্জীব বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রেরণা ভিন্ন এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নহে। আমার এই সুদীর্ঘ বয়সে এইরূপ অপূর্ব গ্রন্থ দেখি নাই।"

ইহাতে শ্রীনামের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে শাস্ত্র প্রমাণ সহ।

৪। শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি (দ্বিতীয় কিরণ)

(দ্বিতীয় সংস্করণ) বা নামাপরাধ দর্পণ আনুকূল্য-- ৪০ টাকা।

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'উজ্জীবন' হইতে সমালোচনার কিয়দংশ মাত্র লিখিত হইল—

মানুষের সাধনপথের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা "নামাপরাধ" পূজ্যপাদ গ্রন্থাকার পদ্মপুরাণোক্ত এই দশটি নামাপরাধের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কিভাবে সাধক এইগুলি এড়াইয়া সাবধানতা সহকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার লেখার মধ্যে শাস্ত্র এবং যুক্তির অদ্ভুত সমাবেশ। বিচারশৈলী অকাট্য অথচ মনোরম।

৫। শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি (তৃতীয় কিরণ)

বা শ্রীনামের মাহাত্ম্য আনুকূল্য—১৮ টাকা

শ্রীনামের মহিমা অর্থাৎ শক্তিকার্য বিষয়ে অপর সকল পন্থা পরিহার পূর্বক কেবল স্বয়ং শ্রীনামীকৃত শিক্ষাষ্টকেরই প্রথম শ্লোকটিকে প্রকৃষ্ট নাম মহিমা রূপে ব্যক্ত করিবার নির্দেশ ও প্রেরণা শ্রী শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া গ্রন্থকারের লেখনী মুখে মর্মার্থের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

৬। শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

(দ্বিতীয় সংস্করণ) আনুকূল্য—১৫ টাকা

শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী পণ্ডিত শ্রীমৎ অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ লিখিয়াছেন—

আপনার প্রণীত শ্রীভক্তিরহস্য কনিকা আস্বাদন করিয়া বুঝিলাম ইহা 'কণিকা' নহে — কৌস্তুভমণি

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, ডিলিট, মহোদয় লিখিয়াছেন—

"ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনাত্মক একখানা গ্রন্থের নির্মাণ ও প্রকাশন বহুদিন হইতে ভক্ত-সমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছিল। গ্রন্থকারকে নিমিত্ত করিয়া শ্রীভগবান্ এতদিনে ঐ অভাব দূর করিলেন।"

৭। শ্রীশ্রীরাগভক্তি রহস্য দীপিকা

আনুকূল্য—২০ টাকা

ইহাতে রাগভক্তি মার্গের উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য স্বরূপের পরম বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন রীতিতে যে সুগোপ্য মঞ্জরী ভাবের ভজন পদ্ধতি গুরুপরম্পরায় এবং সিদ্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রদত্ত হয় — সেই অতি গূঢ় রাগভক্তি পরিসীমার সিদ্ধান্তের দিকটিই প্রভুপাদ অনন্য মৌলিকতায় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

৮। মহৎ সঙ্গ প্রসঙ্গ

(দ্বিতীয় সংস্করণ) আনুকূল্য--৮ টাকা

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত এই বাক্যের ব্যাখ্যায় মহৎ-সঙ্গ সুদুর্লভ, অহৈতুকী ও আমোঘ ফলদায়ক। ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহা পাঠে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবেন—কলিকৃত এই ধর্মসঙ্কটের অন্ধকার মধ্যে।

৯। পথের গান ও লালসা-মুকুল (কবিতা)

একত্র মূল্য—২ টাকা মাত্র।

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী ও শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী বিরচিত কবিতা গ্রন্থ

১০। লালসা মুকুল (দ্বিতীয় স্তবক) মূল্য—৩ টাকা।

১১। লীলা মাধুরী। মূল্য—৪ টাকা।

১২। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ লীলা স্মরন মঙ্গল মূল্য—৫ টাকা

১৩। প্রেমাশ্রুধারা মূল্য—১৬ টাকা

১৪। কৃষ্ণনাম মহিমা কীর্ত্তন। আনুকূল্য—২ টাকা

শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী বিরচিত।

— গ্রন্থ পাঠাইবার ঠিকানা —

১। শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩ বি, গাঙ্গুলী পাড়া লেন
পাইকপাড়া, কলিকাতা—২
পিন্—৭০০০০২

২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলে
স্কোয়ার) কলিকাতা—৭৩
পিন্—৭০০০৭৩

৩। ঢাকা ষ্টোরস্
রাজার বাজার
পোঃ—নবদ্বীপ, নদীয়া
পিন্—৭৪১৩০২

৪। স্বাগতম্
মহাপ্রভুপাড়া
নবদ্বীপ, নদীয়া
পিন্—৭৪১৩০২

৫। শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীনমায়াপুর, পোঃ—নবদ্বীপ
পিন্—৭৪১৩০২

৬। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

৭। পাঠক ষ্টোর্স
শ্রীবাসঅঙ্গন রোড
নবদ্বীপ (নদীয়া) ৭৪১৩০২